সূর্য তিয়াষ

ঊষা দেবী সরস্বতী

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :   চৈত্র—১৩৭১

প্রকাশক :
সুরেশ দাশ
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট শিল্পী :
জীবেন্দ্র কুমার সেন

অলঙ্কার :
বিন্দুপাল

মুদ্রণ :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

জ্যোৎস্নার আলোয় লোকপ্রিয় পার্ক সমুদ্র ? না, কোথায় চাঁদের আলো ! হ্যালোজেন বাতি আর মার্কারি ল্যাম্পের আলোয় আকাশের গলানো সুধা দিশা হারিয়েছে। এখানে ওখানে লোকের ভীড়, ছোট ছোট জটলা। কোণে কোণে আঁধার খুচরী গুলোতে জোড়ায় জোড়ায় হাসি, টুকরো টুকরো কথা।

পাশে আলোর মালা জড়ানো 'বিকন লাইট'—শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সিনেমা। ইভিনিং শো আরম্ভ হতে আর দেরি নেই। হলটার বাইরে বুক উঁচু করা হিরোয়িনের অর্ধনগ্ন ছবি। একটা নাচের পোজে আর একজন উদ্ধত যৌবনা। সামনেই বোর্ড ঝুলছে। বড় বড় হরফে লেখা 'হাউসফুল'। সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে মার্কণি এ্যাভিনুয়ের উপর। চন্মনে চেহারার মহিলারা হুড়-মুড়িয়ে হলে ঢুকছে। পোশাকের ঔজ্জ্বল্য আর প্রসাধনের কারুকার্যে সবাই-কেই মনে হয় ইন্দ্রসভার উর্বশী। কারো বয়সই বোঝা যায় না। এ পাশে ফ্রন্ট স্টলের লাইনে ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি। মাঝে মাঝে তীব্র সিটির আওয়াজ আসে। হিল্লোলিত তন্বীদের কেউ কেউ সেদিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। মুহূর্তে বঙ্কিম ভ্রূ হাসিতে কেঁপে ওঠে। রং মাখা ঠোঁটগুলো পালতোলা নৌকার মতো উধাও হতে চায়। চারদিকে একটা নেশা লাগানো গুঞ্জন।

একটা কালো এ্যাম্বাসাডার এসে দাঁড়ালো মার্কণি এ্যাভিনুয়ের উপর। পেছনের সিটে মোটা চেহারার এক অবাঙালী ভদ্রলোক। সঙ্গে অল্পবয়সী সুসজ্জিতা একটি তরুণী। মুখে বাঙালী সুলভ কমনীয়তা। হাউসফুলের বোর্ডে চোখ যায় মেয়েটির। কি যেন সে বলে। মোটা ভদ্রলোক হেসে সামনে বসা ড্রাইভারকে ইশারা করে। সে নেমে যায়।

মেয়েটির কথা এবার শোনা যায়। 'হাউসফুল! যাঃ এ বইটা আজ আর দেখা যাবে না।'

'কেনো যাবে না। ঠিক যাবে।' মোটা ভদ্রলোক আশ্বস্ত করে।

'কিন্তু হাউসফুল যে! ওঃ শ্রীদেবী-মিঠুনের বই আমার এত ভালো লাগে!' একটা আক্ষেপের সুরে কথা বলে মেয়েটি।

হি হি করে মোটা ভদ্রলোক হাসে। চেহারায় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী মালুম হয়। 'শ্রীদেবীর বোডিটা ফাস্টোকেলাশ। হামারো বোড়ো ভালো লাগে। লেকিন্, মালতী, তুমহার কাছে কিস্যু না।'

আড়চোখে একবার তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসে মালতী। 'ঢং-করতে হবে না। সিনেমা দেখতে এসে ফিরে গেলে একেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আবার রসিকতা হচ্ছে তার উপর।'

মোটা সঙ্গী আবার হাসে। অশ্লীল ভঙ্গীতে চোখ নাচায়। মালতীর হাতে একটু চাপ দিয়ে বলে, 'শোচো মাৎ। আসেইছি যখোন তখোন সিনিমা জরুর দেখবে।'

ড্রাইভারটা এগিয়ে আসে। ফিস্‌ফিস্‌ করে মালিককে কি যেন বলে। অবাঙালী ভদ্রলোক মাথা নাড়ে।

'কি ব্যাপার, টিকিট পাওয়া গেল না তো!' মেয়েটি হতাশ কণ্ঠে বলে ওঠে।

'মালতী, তুমহার জন্যে হামি সোব লিতে পারি, আর হাউসফুলের টিকিট লিতে পারবো না! টিকিট আসছে। পুলিশের লোক ইদিকেও ঘুরছে বোলে শালা কালোমাণিকরা সাম্‌নাসাম্‌নি কিছু দেবে না। ড্রাইভার গাড়ীর নম্বর লিখায়ে আসেছে। উ শালা কালোমাণিক ইখানে আসেই টিকিট দিবে। তুমি শ্রীদেবীকে জরুর দেখবে। আর হামি তোমাকে শুধু চাইয়ে চাইয়ে দেখবে।'

মোটা সঙ্গীর মোটা রসিকতায় মালতী লজ্জা পায়। সে কথা ঘোরাতে চায়। 'পুলিশের লোক আবার সিনেমা হলে কেন? যেখানে ওদের দরকার সেখানে বাবুদের টিকিটি দেখা যায় না। যত ওস্তাদি সিনেমা হলের সামনে।'

মোটা ভদ্রলোক এবার ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসে। 'উ বাবুরা সোব জায়গাতেই থাকে। তবে একটা বোড়ো সুবিধাও আছে। বাবুদের হাথে কুছু দিলেই উয়ারা সোবাই লক্ষ্মী ছেলের মোতো সোরে পড়ে। উ দেখো, মালতী, কালো-মাণিক আসছে।'

মালতী কৌতূহলী চোখ দুটো তোলে। সামনেই নীল্‌চে জিন্সের প্যাণ্ট আর হরেকরকম ছাপ ছাপ জামাওয়ালা একটা মূর্তি গাড়ীর নাম্বার দেখে এগিয়ে আসে। গায়ের রংটা পোড়া পোড়া কালো। চুলগুলো উস্কোখুস্কো।

'কটা টিকিট চাই, বাবু?' আড়চোখে মালতীর দিকে একবার তাকিয়ে লোকটি জিজ্ঞাসা করে। লোকটি! না, মালতীর মনে হয় লোকটি না বলে ছেলেটি বলাই ভালো। কত আর বয়স হবে! বাইশ কি তেইশ, জোর চব্বিশ। হ্যাঁ, ঐ রকমই হবে। টিকলো নাক, ছুঁচলো গোঁফ আর বড় বড় দুটো উজ্জ্বল কালো চোখ।

'দোঠো তো লাগবে। লেকিন কি আছে?'

'ড্রেস সার্কেল। পঞ্চাশটা টাকা ছাড়ুন।'

'পঁচাশ রুপেয়া! হামাদের নাফাতো এতো হোয়না বাবা। বিশটা রুপাইয়া লাও।' মালতীর সঙ্গী টাকা বার করে।

'এক পয়সা কম হবে না। টিকিট একদম নেই আজ।' ছেলেটি মালতীকে আর একবার নিরীক্ষণ করে। বোঝে শাঁসালো খদ্দের। দরকারে সত্তর আশি ও দেবে। সঙ্গে সুন্দর-পানা মেয়েছেলে আছে যে!

মালতীও দেখে ওকে। কেমন মাস্তান মাস্তান চেহারা। সারা মুখে রুক্ষ

কর্কশ ভাব। চোখ দুটো কিন্তু সুন্দর।

'তাড়াতাড়ি করুন। খোচড় আসছে।' ছেলেটি তাগাদা দেয়।

'খোচড়! সে আবার কি?' মালতী অবাক হয়। একটু দ্বিধা নিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেলে।

কালোমাণিক ট্যারচা চোখে মালতীকে দেখে আর একবার। তারপর আপন মনেই হাসে। 'এদিকে তো লাইনের লোক, খোচড় মানে জানে না!'

মালতী খুব বিরক্ত হয়। বোঝে দামী শাড়ী, গাড়ী, প্রসাধন সব কিছুর আড়াল থেকে তার আসল চেহারাটা এক নজরেই ধরে নিয়েছে কালোমাণিক। তার রাগ হয় খুব। কিন্তু পাশে উপবিষ্ট সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় এমন লোক সঙ্গে থাকলে তার পরিচয় জানা কারো পক্ষেই কঠিন নয়। লজ্জায় চোখ নীচু করে মালতী এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই কালোমাণিকের সাথে চোখাচোখি হয়। কালোমাণিক কি ভাবে কে জানে। ঠিক সে মালতীকে অপমান করতে চায়নি। তাই একটু কোমল গলায় এবার সে বলে, ঐ শালা খোচড় এদিকেই আসছে। ও, খোচড় মানে পুলিশের লোক। তাড়াতাড়ি করুন বাবু।'

ব্যাগ থেকে টাকা বার করে দেয় অবাঙালী ভদ্রলোক। দুটো টিকিট গুঁজে দিয়ে সট করে সরে যায় কালোমাণিক। ততক্ষণে ড্রাইভার দরজা খুলে দিয়েছে। মোটা ভদ্রলোকের পিছন পিছন মালতী হলে ঢুকে যায়। এদিক-ওদিক তাকাতে ওর আর একটুও সাহস হয় না। ওর মনে হয় সব মানুষগুলো যেন ওর সাজ পোশাকে মোড়া চেহারাটার আসল রূপ বুঝতে পেরে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। চারপাশের অজস্র কলগুঞ্জন যেন একটি কথাই তার দিকে আঙুল তুলে বলছে, তুমি তো লাইনের লোক।

'আবে সণ্টি!'

ডাক শুনে ঘাড় ঘোরায় সন্টি। কালোবাজারের কালোমাণিক সণ্টি। এই সন্টিই তো দামী শাড়ী মোড়া, দামী গাড়ী চড়া সুন্দরী মালতীকে লক্ষ্য করে অম্লান বদনে বলেছিল, 'লাইনের লোক।'

'কিবে শালা! শুভ কাজে যাচ্ছি, পিছু ডেকে দিলি তো বাগড়া'। সণ্টি খেঁকিয়ে ওঠে।

'শুভকাজ! মাইরী ঢং জানিস বহুত।' একটা অকথ্য অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে চোখ ঘোরায় বিলে।

'আবে হারামজাদা, মুখ সামলে কথা বলবি। খিস্তি করবি তো শালা তোর জান খেয়ে নেব।'

'আস্তে, গুরু, আস্তে।' বিলে সুর নামায়। 'একটা টিপস্ দেতো মাইরী।

আজ নাইট শোয়ের কটা টিকিট চলবে !'

সণ্টি ঘুরে দাঁড়ায়। বিলেকে দেখে একবার। আকাশের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করে।

'একটাও না।'

'সেকি দোস্ত? আজ শালা শনিবার—তার উপর মাধুরীর নতুন বই। বিল কুল হিট পিক্‌চার। আসরানীর খেউড় আর সেই সঙ্গে কিমি কাৎকারের কোমর নাচানো আছে। নাইট শোয়ে কম করে মাইরী তিরিশটা চলে যাবে।'

সণ্টি আর একবার আকাশের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। 'তিরিশ লয়বে তিন শ' চলবে।' সণ্টি সামনে এগোয়।

'মাইরী, গুরু, রাগ কোচ্ছ কেন? থামোনা একটু।'

সণ্টি দাঁড়ায়। বিলের দিকে একবার তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়। 'ছিট্‌ ছাড় শালা।'

বিলে একটা চার্মিনার গুঁজে দেয় সণ্টির হাতে। পকেট থেকে দেশলাই বার করে ভালো করে সিগারেটটা ধরায় সণ্টি। আয়েস করে দুটো টান দেয় তাতে। মনটা ওর নরম হয় কিছু।

'বল, গুরু, কটা চলবে?' নাছোড়বান্দা বিলে ছাড়ে না।

'খচ্চর, এক কথা বারবার। বল্লাম চলবে না বে একটাও। আকাশটা দেখছিস? ভাল করে দেখ দেবদাস রোডের পিছন দিকটা। তেড়ে জল আসবে। তোর কলকেতা ভাসতে কতক্ষণ! জল এলে ব্ল্যাকে সিনেমা দেখার মাল কলকেতা শহরে আছে কটা বে? তাও আবার নাইট শোয়ে! এক শালাও আসবে না লিখে রাখ।'

'কিন্তু গুরু মাধুরীর ডান্স আর কিমি কাৎকারের বেদিং বিউটি—'

'ফের বে টিক্‌রামবাজি করছিস? কাৎরা শালা। জলে কলকেতা ভাসলে তোর মাধুরীকে দেখতে কোনো মিঁয়া আসবে না।'

সন্টি এগোতে গিয়ে ফিরে আসে। বিলের কাঁধে একটা হাত আলতোভাবে রাখে। নরম গলায় চোখ নাচায়, 'লাইন ছাড় চাঁদ। জলে কাদাখোঁচা না বনে চল্‌ শালা এক পাত্তর মাল টেনে আসি।'

বিলের চোখদুটো চক্‌চক্‌ করে ওঠে। সেও একবার আকাশের দিকে তাকায়। দেবদাস রোড ছাড়িয়ে লোকপ্রিয়র মাথাতেও কালো মেঘ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কাল বিলম্ব করে না সে। 'একটু দাঁড়াও দোস্ত, শালা কেনা টিকিট-গুলো কাউন্টারে ফেরৎ চালিয়ে আসি।'

বিলে চলে যায়! ভীড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সণ্টি। হাতের সিগারেটে ঘন ঘন টান দেয় কয়েকবার। একবার মনে পড়ে ঘরে যাওয়া দরকার। সেখানে মা একলা পড়ে জ্বরে ধুঁকছে। ধুঁকছে আজ ক'দিনই। ঘড়ি ছিনতাই এর পয়সায় ডাক্তারও দেখিয়েছে। ক'দিন রাতে রোজগারের ধান্দায়ও বার হয়নি।

বেলাবেলি বাড়ী গেছে। ক'রাত পেটেও পড়েনি মাল পত্তর। তা না পড়ুক। মা-টা ভাল হয়ে উঠুক। শালার সংসারে সব ঘুচে পড়ে আছে ঐ একটা মাত্র প্রাণী। তাও থাকবে না বেশিদিন। একে একে সবাই যাবে। যেমন গেছে তার বাবা। তার বোন তো থেকেও নেই। যাক শালা, সবাই যাক। সেই বা থাকে কেন! একদিন হয়ত এখানেই সেও মরবে। হয়ত কোনোদিন পেটোর ঝাড় খেয়ে মরবে। নয়ত চাকুর ঘা। নইলে বাপ বড়লোকগুলোর এত এত গাড়ী আছে কি জন্য! ওর একটার চাকায় পড়বে সে। দূর শালা ওসব ভেবে লাভ নেই। মরুক, সব মরুক। তার মা মরুক। বোন মরুক। সে মরুক! এই যে সেজেগুজে এত এত সুন্দরীরা হেলে দুলে যাচ্ছে, এরাও মরুক! সব শালা মরুক। সারা দুনিয়াটাতে শুধু মরার খেলাই চলুক। মরতেই যখন মানব জন্ম, তখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামানো কেন! তার চেয়ে মুন্সীর ঠেকে ধেনো খেয়ে পড়ে থাকো বাবা। স্বরগের রাজ্যে অপ্সরাদের সঙ্গে বিনি ঝামেলায় ফুর্তি কর, মজা লোট। একদম নিশ্চিন্দি। পাঁচ টাকায় দুনিয়াদারি করে নাও।

দূর শালা। সন্টির মনে পড়ে, মুনসী শালা ধেনোর দাম চড়িয়েছে—পাঁচ টাকায় আজকাল আর একটুও মাল বিক্রী করে না। হাড় হারামজাদ্ ঐ মুন্সীটা। দামও বাড়িয়েছে, আবার জলও বাড়িয়েছে। শালাকে একদিন খতম করে দিতে হবে। পয়সা নিয়ে বেইমানী করা সে বরদাস্ত করবে না। কিন্তু বিলে শালা আসছে না কেন! কাউন্টারবাবুরা তো সব নিজেদের লোক। টিকিট কটা ফেরৎ নিতে দেরী তো হবার কথা নয়। চুলোয় যাক বিলে। ও শালা ধান্দায় আছে। তার কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি নিশ্চয়ই। গান্ডুটা একদম বিক্লাস। আচ্ছা, ফলটা হাতে হাতে পাবে বাছাধন। একটা টিকিটও ও বেচতে পারবে না। মাঝখান থেকে তার মজা লোটায় বাগ্ড়া দিল। শালাকে কাল বিট্ দিতে হবে। পার্কের রাস্তায় পা বাড়ায় সন্টি।

খানিকটা এগিয়েছে। এমন সময় পিছন থেকে ডাক আসে। 'গুরু' 'গুরু'। ঘুরে দাঁড়ায় সন্টি। ছুটতে ছুটতে বিলে আসছে। আবার শালা কি চায়। শুভকাজে ব্যাটাচ্ছেলে শুরু থেকে হ্যাঁচ্কা দিচ্ছে। খচ্চরটাকে একবার বেধড়ক পিটতে হবে।

'গুরু'। সামনে এসে দাঁড়ায় বিলে। অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছে বোধ-হয়। হাঁফাচ্ছে খুব।

সন্টি ঘুরে ঘুষি তোলে। বিলেকে একটা টিক্ দেবে। দুহাত জোড় করে বিলে বলতে থাকে, 'মেরোনা গুরু। আগে কথা শোন।'

'শালা আবার মাজাকি করছিস!' খুব রেগে গিয়েছে সন্টি।

'মাইরী বলছি, গুরু। শোনো আগে। শালা কাউন্টারবাবু একটাও টিকিট ফেরৎ নিল না।'

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইছে জোরে। সন্টির রাগটা হঠাৎই পড়ে যায়। তবু স্বভাববশত খেঁকিয়ে ওঠে, 'ফেরৎ নিল না মানে! শালারা যে রোজ রোজ বখ্‌রা মারছে তবু ফেরৎ নেবে না কেন!'

'দেখ না মাইরী, সে কথাই তো বল্লুম। কাউণ্টার বাবু টিকিট তো ফেরৎ নিলই না, উল্টে আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিল।'

'চল্‌ তো দেখি। কোন্ ব্যাটা আছে এখন কাউণ্টারে?'

'কেলে বাঁড়ুজ্যে আছে এখন একাই।'

'শালার মাস্তানী বেড়েছে খুব দেখছি। সন্টি মুখুজ্যেকে চেনেনি এখনও। হারামী ব্যাটা চুক্তি করেছে, রোজ লাভের বখ্‌রা নেবে, দরকারে টিকিট ফেরৎ নেবে। আর এখন চুক্তির খেলাপ করবে! বেইমানটাকে খতম করে তবে ছাড়বো।' রাগে সন্টির কালো মুখটাকে আরও কালো দেখায়। টিকলো নাকের উপরে বড় বড় চোখদুটোকে ভয়ঙ্কর রকম হিংস্র লাগে!

দুম দাম পা ফেলে সন্টি আর বিলে হাজির হয় কাউন্টারের সামনে। জোরে জোরে বৃষ্টি পড়া শুরু করেছে। এটুকু আসতেই ওরা খানিকটা ভিজে গেছে। কাউন্টারে বিশেষ লোক নেই। জানালার ফাঁক দিয়ে ভিতরটা একবার দেখে নিয়ে সন্টি পিছন দিকে চলে যায়। ওপাশের দরজা দিয়ে একেবারে কাউন্টার ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

বিলের সঙ্গে সন্টিকে দেখে কাউন্টারবাবুর মুখ শুকিয়ে যায়। 'কি ব্যাপার হে, সন্টি? এসো, এসো, বসো। যা বৃষ্টি শুরু হল! চা খাবে নাকি?'

'ছেনালি ছাড়, কাউন্টারবাবু। তোমার কাছে চা খেতে যে আসিনি তাতো বুঝতেই পারছ। তোমার সঙ্গে চুক্তি কি আছে খেয়াল আছে?' খুব শক্ত-ভাবে সন্টি কথাগুলো বলে।

'আরে বোসোই না আগে। চুক্তি যা আছে সব আমার মনে আছে। চুক্তির খেলাপ আমি করি না।'

কপালের ভিজে চুলগুলো এক ঝট্‌কায় পিছনে ঠেলে দিয়ে সন্টি ঘুরে দাঁড়ায়। খপ্ করে কাউণ্টারবাবুর জামার কলারটা চেপে ধরে সে চাপা গর্জন করে, 'তবে বিলের টিকিটগুলো ফেরৎ নিলে না কেন, বাঁড়ুজ্জেবাবু।

'ছাড়ো ছাড়ো লাগছে। আঃ কি করছ, সন্টিবাবু? ছাড়ো, ব্যাপারটা খুলে বলছি।'

কলারটা ছেড়ে দেয় সন্টি। সামনাসামনি দাঁড়ায় কাউণ্টারবাবুর। 'এবার বলো।'

বিলেকে জিজ্ঞেস করো আজ আমাকে ও একটা পয়সাও ঠেকিয়েছে কিনা!' হাঁফাতে হাঁফাতে কাউণ্টারবাবু বলে।

'বিলে', হুঙ্কার ছাড়ে সন্টি।

'না, দিইনি। মানে আমার ভাইটার বড্ড অসুখ। ওষুধ কিনে আর কিছু থাকল না—মাইরী, গুরু, সত্যি বলছি।' কঁকাতে থাকে বিলে।

'ওসব অসুখ ফসুখ বুঝি না। শালা ছোটলোক, ভদ্দরলোকদের মতো কাঁদুনি গাইবি না। চুক্তি হয়েছে, জান দিয়ে চুক্তি রাখবি। খেলাপ করবি তো শালা আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কিন্তু, গুরু, ভাইটার যে বড্ড অসুখ। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে ওষুধ বিনা। কি করি বলো।'

'কে আমার গোপাল রে!' সন্টি ভেংচে ওঠে। অসুখ হয়েছে তো কি হয়েছে! টাকার দরকার থাকে ছিন্‌তাই কর, লুট কর, কিন্তু শালা কথার খেলাপ করবি তাই বলে!' শেষের দিকে ওর গলায় আর আগেকার উত্তাপ থাকে না।

বিলে মাথাটা নীচু করে। ওকে এক নজর দেখে সন্টি। কেমন যেন মায়া হয়।

'বাঁড়ুজ্জেবাবু এবারের মতো বিলের টিকিটগুলো ফেরৎ নাও। তোমার যা পাওনা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।' ক্লান্ত নিস্তেজ কণ্ঠে সন্টি কথাগুলো বলে।

'তাও পারবো না সন্টিবাবু। ম্যানেজার এসে সব বিক্রী টিকিটের নম্বরগুলো নিয়ে গেছে। এখন বিলের টিকিট ফেরৎ নিলে আমি মারা পড়ব।'

সন্টি এবার বাইরে তাকায়। বৃষ্টি চলেছে। নাইট শো শুরুর কিছুক্ষণ দেরী আছে। শনিবারের রাত। কিন্তু লোকপ্রিয়র গোটা মহল্লাটা এরই মধ্যে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

'টিকিটগুলো তুমি রাখো কাউন্টারবাবু। যে কটা পারো বিকে দাও। যা পারবে না রেখে দেবে। কটা টিকিটরে বিলে?'

'মোটে দশটা। তাও রিয়ার স্টল।' বিলে কাঁদ কাঁদ গলায় বলে। টিকিট বিক্রী না হলে মরে যাবো, গুরু। কাল থেকে ব্যবসা গোটাতে হবে। টাকা পাবো কোথায় আর!'

'শালা কুত্তার বাচ্চার মতো কেঁউ কেঁউ করতে লেগেছে দেখ! টাকা না থাকে এ লাইনে লালবাতি জেবলে দুসরা লাইনে নামবি।' তারপর 'কাউন্টার-বাবুর দিকে তাকিয়ে সন্টি হুকুমের ভঙ্গীতে বলে, টিকিটগুলো যেমন করে পার কাজে লাগিও বাঁড়ুজ্জেবাবু। তোমার বখ্‌রা ঠিক পাবে।'

'আমি এখন কি করে এত টিকিট বিক্রী করব! এই জলের রাতে!'

চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় সন্টি। চোখদুটো তার জ্বলতে থাকে। কাউন্টার-বাবুর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানে সে। 'এ লাইনে অনেকদিন আছি, কাউন্টার-বাবু। জলের রাত হলেও এ পাড়ায় দশটা টিকিট তোমার খুব কাটবে। তার পর শালা মাধুরীর নতুন বই। আর একটা কথা। এটা দেখেছ?'

জামার নীচে থেকে কি একটা টেনে বার করে সন্টি। হাতের চাপ দিতেই

স্প্রিং-এর মতো ছিটকে বার হয় ধারালো ফলাটা। তীব্র বৈদ্যুতিক আলোয় লকলকে জীভ বার করে ওঠে সেটা। সেদিকে একবার তাকিয়ে শিউরে ওঠে কাউন্টারবাবু।

'ঠিক আছে, সন্টিবাবু। আপনি যান। টিকিট ঠিক বিক্রী করে দেব।'

খুশির ঝিলিক মারে সন্টির মুখে। সব শালা নেড়ী কুত্তার বাচ্চা। তেড়ে গেলে লেজ গুটিয়ে পালায়। প্যান্টের হিপ পকেট থেকে সে একটা দশ টাকার নোট বার করে। টেবিলের উপর পাথর চাপা দিয়ে সেটা রাখে।

'তোমার বখ্রা।' এক নজর কাউন্টারবাবুর দিকে করুণা মেশানো দৃষ্টিতে তাকায় সন্টি। 'আচ্ছা চলি, কাউন্টারবাবু। চল্ বে শালা বিলে। যত খেড়া বাধিয়ে বাজারটাই মাটি করে দিলি। এখন শালা মুনসীর দোকানে পাত্তর না জুটলে তোর চোদ্দ পুরুষকে তুলো ধুনে ছাড়ব।'

বিলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায় সন্টি।

রাত অনেক হবে তখন। হয়ত বা শেষ রাত। বৃষ্টি ধোয়া আকাশটা মাথার উপর তারার চুমকি দেওয়া আঁচলটা জড়িয়ে আছে। রাস্তার আলো-গুলো এক একটা দৈত্যের মতো কিম্ভূত। অসীম নৈরাশ্যে আর নিঃসঙ্গতায় তারা পানসে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে ওখানে মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে নেড়ী কুত্তার দল। দুর্মদ শহরটাকে কে যেন যাদু করে নিঃশব্দ মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছে।

অনেক দূর থেকে একটা আওয়াজ আসে। চটি ঘষে ঘষে চলার আওয়াজ। ক্লান্ত দুখানা পা টেনে টেনে টলোমলো ভঙ্গীতে কে একজন ধীরে ধীরে চলেছে। কাছে এলে বোঝা যায় সে সন্টি। নেশায় বুঁদ। ভাবের ঘোরে কোথায় চলেছে সে নিজেই জানে না।

'বাবা বিলচাঁদ, একটা গান করত।' আপনমনে জড়িত স্বরে বিড় বিড় করে বলে সন্টি। তারপর চুপ করে যায়। খানিক গোঁজ হয়ে চলার পর হঠাৎ গর্জন করে ওঠে সে। 'শালা বিলে, ঢপবাজ, বেল্লিক কোথাকার! মুন্সীর বাড়ী মাল টানলি বাপ, আর এখন গান করতে বল্লে চুপ করে আছিস।'

আবার চলে সন্টি। না বিলে নেই। মুনসীর ভাঁটিখানায় শালা এতক্ষণ মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। না থাক বিলে। গান আমি করবই।

'আজকাল তেরে মেরে প্যার্‌কে চর্‌চে হরজবান পর
সব্‌কো মালুম হ্যায়, সবকো খবর হো গয়ী'॥

দূর শালা তোর প্যারের নিকুচি করেছে। শালা প্যার! ভদ্দর লোকের ভাষায় পেরেম! যতসব ন্যাকামি। সব ব্যাটারা গান লেখে প্যার-মোহব্বত নিয়ে। শালাদের পেট ভরাতো। অভাব কিছু নেই। তাই প্যার-মহব্বত ছাড়া

আর কিছু মগজে খেলে না। তার চেয়ে এ গানটা করা যাক।

'মেরে স্বপ্নকে রাণী কব্ আয়েগী-তু।
আয়ি রুত্ মাস্তানী কব্ আয়েগী-তু' ॥

স্বপ্নকে রাণী! ঝাঁটার বাড়ি মার ওসব রাণী ফানীর মুখে। পেটে ভাত নেই, রাজা রাণীর কারবার।

দূর শালা হিন্দী গানের মুখে আগুন। যে দিকে যাও ঘুরে ঘুরে সেই শালার দিলের কোরবানী, দিল্লাগীর ছিবড়ে আর প্যার কি মৌসুম। তার চেয়ে সে বাংলা গান গাইবে। কোন গান! দাড়িওয়ালা কবির গান। কি নাম যেন হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। রবি ঠাকুর। শালা ইস্কুলে থাকতে রবি ঠাকুরের অনেক পদ্য মুখস্থ করতে হয়েছিল। উঃ সে একদিন গেছে। কিন্তু রবি ঠাকুরের কি গান সে গাইবে! ও, মনে পড়েছে!

ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে।
বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।

এ গান তার বাবা বেঁচে থাকতে গাইত। বেড়ে ছিল বাবার গলা। তাকে আর তার বোনকেও শিখিয়ে ছিল বাবা। ও আমার দেশের মাটি। শালা মাটি কোথায় রে বাবা! চারদিকে শুধু ইট আর লোহা, সিমেন্ট আর পাথর। আর দেশ! কোথায় শালা তার দেশ! লন্ডন না আমেরিকা! নারে শালা দেশতো বার্মা মুল্লুক না হয় চীন। দূর ব্যাটা, কলকেতা হল দেশ! না, মনে পড়েছে, যশোর না কোথায় দেশ ছিল। তার দেশ নয়। তার বাবার দেশ। সে শালাও বোধহয় জন্মেছিল যশোরেই। কিন্তু মায়ের দুধ আর কলকেতার দুধ খেয়েই সে মানুষ। দূর পাগল, দুধই বা কবে খেল আর মানুষই বা কবে হল! না হয় সে শালা ভেড়া, গোরু, গাধা। কিন্তু যশোর! সে আবার কোথায়! পাকিস্তানে! এখন আবার নাম হয়েছে বাংলাদেশ! যাঃ বাব্বা, সব গণ্ডগোলের ব্যাপার। এই দেশ ফেশ ওসব মাথায় ঢোকে না। মাটিই নেই, তার দেশ। এই কলকেতা শহরটাই দেশ। ঠিক। এবার সব ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। কলকেতা শহরটার পায়ে শুধু মাথা কেন বাবা, গোটা জীবনটাই তো ঠেকানো আছে। রাখলেও কলকেতা, মারলেও কলকেতা। ও আমার কলকেতা, তোর পায়েই মাথা ঠেকাই। দে বাবা, একটু মাটির স্বোয়াদ!

সন্টি হুমড়ি খেয়ে ফুটপাথের উপর পড়ে। রাস্তাটাকে দুহাতে আঁকড়াতে চেষ্টা করে। মাথাটাকে জোরে জোরে ঠুকতে যায়। বাঁধানো রাস্তায় কপাল ঠুকে ঠুকে সে বিড় বিড় করে কি বকে চলে। শালা ঘর নেই, বাড়ী নেই, দেশ দিয়ে কি হবে! দেশ ধুয়ে জল খাবে! আর শুধু কি ঘর বাড়ী! দুনিয়াতে তার কে আছে! কেউ নেই! এত বড় জগৎটা শুধু নিজের তালে চলেছে।

সশ্টির জন্য হা-হুতাশ করার কেউ নেই। না না, এখনও আছে। তবে আর থাকবে না!

সশ্টির চোখদুটো হঠাৎই জলে ভরে উঠল। মদিরার ধোঁয়াটে আবরণের মধ্য থেকে আস্তে আস্তে তার মনের সামনে ভেসে উঠল একটা নারী মূর্তির ছবি। জীর্ণ বসনা. রিক্ত বৈধব্যের অযত্ন রক্ষিত, রোগগ্রস্তা, শীর্ণ পাণ্ডুর একটি নারী। তার মা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনও আছে সারা দুনিয়াতে সশ্টির নিজের লোক. প্রাণের লোক। এখনও আছে একজন যে সশ্টির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে, তাকে সামনে বসিয়ে অনেক যত্নে রাঁধা ভাত ডাল খাওয়ায়। সে তার মা। মা! মা! মাগো! মার কথা মনে পড়তেই সশ্টি পীচ বাঁধানো রাস্তাটাকে পরম সোহাগে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু মা কোথায়! সেতো আজ কদিন হল মাকে অসুস্থ দেখে এসেছে! তার পরের খবর তো আর রাখেনি। আওয়ারা জীবনে এখানে ওখানে দিন রাত কাটিয়েছে। কিন্তু যাদবপুরের ভাঙ্গা বস্তীর ভাঙ্গা ঘরে তার মা কেমন আছে, মরেছে না বেঁচে আছে, সে খবর নেয়নি আর। মাগো, তুমি বেঁচে থেকো মা। তোমার অধম ছেলে তোমার কাছে যাচ্ছে। সশ্টি শক্ত হাতের ভরে নিজেকে টেনে তোলে।

যাদবপুরের প্রান্ত ছাড়িয়ে হতাশাগ্রস্ত একটা নোংরা বস্তি। তারই একটা হতমান ভাঙা ঘরের সামনে সশ্টি যখন এসে দাঁড়ালো রাত তখন শেষ হয়ে গেছে। পুব আকাশে লালের ছটা। নতুন দিনের আগমনী সংকেতে নতুন প্রভাত পৃথিবীর তোরণে দাঁড়িয়ে। আর একটি নতুন প্রভাত। রোজই নতুন করে নিজেকে সাজিয়ে নতুন প্রভাত আসে। কিন্তু এ বস্তী আর বস্তীর বাসিন্দাদের জীবনে নতুন প্রভাত কোনোদিনই আসে না।

বস্তী ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। আল্‌তো করে সশ্টি ঠেলল। শালা বুকটা এত ধুক্‌পুক্‌ করছে কেনরে বাবা! মা-টা মরে যায়নি তো আবার! কে জানে! হয়ত ভিতরে দেখবে কেউ নেই। পা দুটো নিজের অজান্তেই কাঁপতে থাকে। দরজাটা আস্তে খুলে যায়। সন্তর্পনে উঁকি মারে সশ্টি।

না. ঐতো আছে! জয় জগদম্বা! জয় ব্যোমশঙ্কর! মা-টা এখনও বেঁচে আছে। খুশীতে হঠাৎই সশ্টির হাল্কা লাগে খুব। দৌড়ে চলে যায় ঘরটার কোণায়। সেখানে স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপর ছেঁড়া কাঁথা বিছিয়ে সশ্টির মা শুয়েছিল। পায়ের শব্দে চোখ খুলল।

'কে! সশ্টি! এসেছিস বাবা!' ক্লান্ত কণ্ঠ মার।

সশ্টি মার কপালে হাত রাখে। ইস্‌ কি গরম! কত জ্বর! কে জানে। ফুটে যাবার দশা নাকি! সশ্টি উঠে দাঁড়ায়।

'আয় বাবা, কাছে আয়। কোথায় যাচ্ছিস? অ সশ্টি, সশ্টি!'

সশ্টি কোথায়! একলাফে সে ঘরের বাইরে আসে। বস্তীর ভাঙ্গাচোরা গলি রাস্তা ধরে সে ছোটে: ডাক্তার ডাকতে হবে, ডাক্তার! কোন ডাক্তার

আসবে! ধনঞ্জয় ডাক্তার! না, ও শালা চামার! ঘড়ি ছিনতাই এর গোটা রোজগারটা কদিন আগে ওর হাতে তুলে দিয়েছে সন্টি। তবু শালা এমন ওষুধ দিল যাতে কাজ কিছু হল না। আর কাজ হবেই বা কি করে! ব্যাটার ওষুধ তো রং করা জল। না হলে চকের গুঁড়ো। শয়তানটা নিশ্চয়ই জাল ওষুধেরও কারবার করে। গরীবের কলজে নিংড়ে পয়সা করেছে গাদা গাদা। চারতলা বাড়ী হাঁকিয়েছে। গাড়ী চড়ছে। কিন্তু শালা গরীব মারার বেলায় পয়লা নম্বর ওস্তাদ! কেন বাবা, গরীবের কি জানের দাম নেই। সবাই কি বাওয়া বেনোজলের মাল! রাগে সন্টির কপালের দুদিকের শিরা ফুলে ওঠে। ঠিক আছে, শয়তান ধনঞ্জয় ডাক্তারকে উচিতমতো শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু এখন নয়, এখন তার মার অসুখ। আগে তার মা সারুক, তারপর বদলা নেবার সুযোগ সে পাবেই।

কিন্তু এখন কাকে ডাকবে। ওদিকটায় অর্থাৎ গোড়ের দিকে কে নাকি নতুন ডাক্তার এসেছে। বিলেত থেকে পাশ করা। ছোকরা ডাক্তার একদম নতুন। তা হোক, শালা বিলেতে সাহেবদের কাছে পাশ করা ডাক্তার, ও জরুর ভালো হবে। ওকেই ডাকি! নতুন ডাক্তার যখন হয়ত যত্ন করেই তার মাকে দেখবে!

গড়িয়া গিয়ে হতাশ হল সন্টি। ছোকরা ডাক্তার নেই। ডিস্পেন্সারীই তুলে দিয়েছে। সরকারী চাকরী নিয়ে জলপাইগুড়ি না কুচবিহার কোথায় চলে গিয়েছে কে জানে। এখন কোন্ ডাক্তারকে যে ডাকবে! ভালো ডাক্তার আর কেই বা আছে! পায়ে পায়ে চলে আসে ধনঞ্জয় ডাক্তারের বাড়ীতে।

ধনঞ্জয় ডাক্তার ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতে সেদিনের খবরের কাগজ দেখছে, এমন সময় সন্টি হাজির হল।

'ডাক্তারবাবু মার অসুখের বাড়াবাড়ি।'

'হবেই তো।' ডাক্তার খিঁচিয়ে ওঠে।

'হবেই তো মানে!' সন্টি অবাক হয়।

'একদিনের চিকিৎসাতেই তোর মা ভালো হবে ভেবেছিলি নাকি? তোকে তখনই তো বলেছিলাম অসুখ খারাপ ধরনের—ভালো করে চিকিৎসা করতে হবে। শুনলি কই! একদিন না দুদিন ওষুধ নিলি, ব্যস তারপরই হাওয়া।' বিরক্ত ডাক্তার।

'তোমাকে নগদ একটা বড় পাত্তি হাতে দিয়েছিলাম, ডাক্তারবাবু। বলে-ছিলাম চিকিৎসে চালাও—ঠিক ঠিক টাকা পাবে। তুমি ওষুধ দিয়ে যাওনি কেন? ভেবেছিলে টাকা দেব না!' রাগে সন্টির মুখ শক্ত হয়।

'তোর মা, তুই খোঁজ নিবি না! রুগী কেমন থাকল না থাকল কেউ জানাবে না, ওষুধ নিতে কেউ আসবে না। সব দায় কি বাবা ডাক্তারের! একশ টাকায় এত হয় না বাপধন।' ডাক্তার ব্যঙ্গ করে বলে।

সন্টি চুপ করে থাকে। ডাক্তার তো ঠিকই বলছে। তার মা, অথচ সে নিজে কিছু খোঁজ নেবে না! ডাক্তারের কি দায়! কিস্‌স্যু না। সত্যিই শালা কাজটা বড় অন্যায়ই হয়েছে। আজ তার মা যদি না সারে তবে তার জন্য সব দায় তারই। কপালটা দেওয়ালে ঠুকতে ইচ্ছে করে সন্টির।

'ডাক্তারবাবু, যা হবার হয়ে গেছে। এবার চলো এক্ষুণি। মার খুব জ্বর। কপালটা পুড়ে যাচ্ছে।' কঁকিয়ে কঁকিয়ে সন্টি বলে।

'চলো বল্লেই যাওয়া যায়! আমার অন্য কাজ অনেক আছে। যা দশটা নাগাদ আমি যাবো। এখন মার মাথায় জল হাওয়া করগে যা।'

'তাড়াতাড়ি এসো ডাক্তারবাবু। তোমার পায়ে পড়ি।' সন্টির গলাটা ধরা ধরা।

ডাক্তার অবাক হল। সন্টিকে সে চেনে আজ অনেক দিন ধরে। অবশ্য যে সন্টিকে সে চেনে, সে আজকের সন্টি নিশ্চয়ই নয়।

এইতো মাস পাঁচ ছয় আগেই সন্টি এসেছিল। সঙ্গে ওদের বস্তীর সুদামের মা। রাত তখন অনেক – দুটো কি তিনটে। সুদামের নাকি বড্ড বাড়াবাড়ি অসুখ। সুদামের দাদা আগে ডাকতে এসেছিল—ধনঞ্জয় ডাক্তার তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। এত রাতে সে রুগী দেখতে যেতে পারবে না। কাল সকালে যেন আসে।

ঘুমটা নতুন করে সবে এসেছিল কি আসেনি এমন সময় আবার দরজায় ধাক্কা। এবার এসেছিল সুদামের মা, সঙ্গে সুদামের দাদা। চাকর ডাকতেই ধনঞ্জয় ডাক্তারের মাথায় রক্ত ছুটে গিয়েছিল। হতভাগারা রাতেও একটুও স্বস্তিতে ঘুমুতে দেবে না! পায়ে চটি গলিয়ে ফট্‌ফট্‌ করতে করতে নীচে নেমে এসেছিল ডাক্তার। তীব্র হুঙ্কার দিয়েছিল ওদের সামনে। 'আবার এসেছ! বলছি না রাতের কলে আমি যাই না।'

'ডাক্তারবাবু, আমার বাছা বড্ড গোঙাচ্ছে গো! তোমার পায়ে পড়ি, একবারটি চলো।'

'তোর ছেলেকে তো বলে দিয়েছি একবার, রাতে আমি রুগী দেখি না। দরকার হয় সুদামকে হাসপাতালে নিয়ে যা।' দরজা বন্ধ করে দেয় ধনঞ্জয় ডাক্তার ওদের মুখের ওপর।

দশ মিনিট পরে আবার দরজায় ধাক্কা। এবার খুব জোরে। রাগে মাথা ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে ধনঞ্জয় ডাক্তারের। দেওয়ালে টাঙ্গানো শঙ্কর মাছের লেজ দিয়ে তৈরী চাবুকটা পেড়ে নেয়। এইসব নোংরা জঘন্য লোকগুলোকে জন্মের মতো শিক্ষা দিতে হবে। চাবুকে পিঠের ছাল তুলে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে বেয়াদপীর একটা সীমা আছে।

চাবুক হাতেই দরজাটা খুলে দাঁড়ায় ডাক্তার। সামনে সুদামের মা। আবার এসেছিস তুই, তোদের লজ্জা নেই, না?' চাবুকটা তুলতে উদ্যত হয় ধনঞ্জয় ডাক্তার।

এক ঝট্‌কায় সুদামের মাকে পিছনে সরিয়ে সামনে যে এসে দাঁড়ায় সে সন্টি। বেহেড মাতাল হয়ে টল্‌তে টল্‌তে নিজেদের খুপ্‌রীর দিকে যাচ্ছিল এত রাত্রে। সুদামের মার কাছে সব শুনে সেই তাকে আবার ডাক্তারের বাড়ীতে টেনে এনেছে।

'সাবধান ডাক্তার।'

ধনঞ্জয় ডাক্তার হক্‌চকিয়ে যায়। সন্টিকে সে চেনে। তাকে সে আশা করেনি এখন। হাতের উদ্যত চাবুকটা আপসে নেমে আসে।

'আরে সন্টি যে! তুমি আবার এত রাত্রে কেন বাবা?'

'সুদামের অসুখ। তোমায় দুবার ডাকতে এসেছে। যাওনি কেন এতক্ষণ? রাত্তিরে নাকি রুগী দেখবে না?'

'তুই আমার কৈফিয়ৎ চাইছিস? জানিস না রাত্রে আমি বাইরে গিয়ে রুগী দেখি না।' রাগে ধনঞ্জয় ডাক্তার জ্বলে ওঠে।

'দেখি না মানে! ওসব ন্যাকামি ছাড়ো, ডাক্তার। তোমায় রাত্রে কেউ বিয়ের নেমন্তন্ন খাবার জন্য ডাকতে আসেনি। রোগীর বাড়াবাড়ি—তোমায় যেতে হবে।' কেটে কেটে কথাগুলো বলে সন্টি।

মাথায় রক্ত উঠে যায় ডাক্তারের। এত বেয়াদপি! অসহ্য! ইচ্ছে হয় শঙ্কর মাছের চাবুকটা সপ্‌ সপ্‌ করে সামনে দাঁড়ানো উদ্ধত ছোক্‌রাটার মুখে বসিয়ে দিতে। কালো মুখে লাল রক্ত গড়িয়ে পড়লে সম্‌ঝে কথা বলতে শিখবে হারামজাদা।

'তোমার কথায় যেতে হবে! কে আমার লাটসাহেব এলে হে!' বিদ্রূপ করে ডাক্তার।

'লাটসাহেব কি অন্য কিছু সে সব গপ্প পরে হবে, ডাক্তার। এখন চলো দেখি। ছোঁড়াটা মরুক তাই তুমি চাও?' একটু নরম লাগে সন্টিকে।

'দেখ্‌ সন্টি, আমার কথা আমি বলেছি। সারাদিন খেটেখুখে রাত্রে যদি নিশ্চিন্তে একটু না ঘুমিয়েছি তো আমার চলে কি করে! আমারও মানুষের শরীর।'

'সেতো ঠিক কথা ডাক্তারবাবু। রুগীর বাড়াবাড়ি না হলে তোমায় ডাকতে আসতাম না।' মিন্‌মিন্‌ করে সুদামের মা।

'দেখ ডাক্তার, তোমার কথা আমি মানছি। কিন্তু ঠেকায় পড়েই না তোমায় ডাকছি। নইলে শখ্‌ করে এত রাত্রে তোমার দরজায় কে ধর্ণা দেবে বাবা।' সন্টিও প্রায় মিনতির সুরেই কথা বলে।

ধনঞ্জয় ডাক্তার রাস্তা পাল্টায়। তার জেদ সে ছাড়বে না। 'দেখ তোমাদের কথা বুঝেছি। রুগীর বাড়াবাড়ি হলে হাসপাতালে পাঠাও না কেন! হাসপাতাল বাড়াবাড়ি রুগীর জন্য খুবই ভালো।'

'হাসপাতালে পাঠাবার আগে আপনি একটু দেখুন, ডাক্তারবাবু!' সুদামের

মার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

'বেশ। যদিও রাতে আমি রুগী দেখি না। তবে তোমরা যখন এত করে বলছ রুগী দেখতে আমি যাবো। কিন্তু একশ' টাকা ফি লাগবে। আর সেটা আগাম দিতে হবে।'

'অতটাকা কোথায় পাবো গো, ডাক্তারবাবু?' সুদামের মা ডুকুরে ওঠে।

'রোয়াবী করবার জায়গা পাওনি ডাক্তার?' ভদ্রতা আর ধৈর্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে যায় সন্টি। 'একশ' টাকা। ওসব ফেরেববাজী অন্য জায়গায় কোরো। সোজা কথা বলছি তুমি এক্ষুণি যাবে কিনা। তোমার যা ন্যায্য ফী তাই পাবে। এক পয়সাও বেশি পাবে না।'

'একশ টাকার এক পয়সা কম পেলে যাবো না।' ধনঞ্জয় ডাক্তার দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হয়।

'ডাক্তার!' চিৎকার করে ওঠে সন্টি। 'এই ন্যাপলোটা দেখে রাখো। আজ হিসেবের খাতায় তোমার নাম উঠল। ভালো কথায় যাবে তো চলো। নইলে তোমার মতন ভূষিমালকে দুনিয়া থেকে সরাতে সন্টি মুখুজ্জ্যের বাঁধবে না।'

ধনঞ্জয় ডাক্তার প্রমাদ গণে। মুহূর্তে তার রাগ পড়ে যায়। এক গাল হেসে বলে, 'এই দেখ, কি বলে তার ঠিক নেই। আরে তোর সাথে দরাদরির কি আছে বাবা। রুগীর বাড়াবাড়ি যখন বলছিস, তখন একবার দেখতে তো হবেই। তবে কি জানিস বাবা, একবার রাতে বেরোলে হুট্ হুট্ করে সারা রাত ধরে লোক ডাকাডাকি করতে আসবে।'

'ডাক্তারকে দরকার হলেই লোক আসবে। তোমার সাথে খেউড় গাইবার জন্য কেউ নিশ্চয়ই আসবে না।' সন্টির চোখে হাসির ঝিলিক।

সেদিনের সন্টি আর আজকের সন্টির মধ্যে অনেক অনেক পার্থক্য খুঁজে পায় ধনঞ্জয় ডাক্তার।

টেনে টেনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে সন্টি। দুপাশ দিয়ে কত লোক যাচ্ছে। এদের কারো সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। সে বাঁচল কি মরল তা নিয়ে এদের কারো মাথা ব্যথা নেই। আশ্চর্য শহর কলকাতা। সন্টি ভাবে। এত অগুণতি লোক, অথচ কেউ কারো নয়। শালা সব যেন জঙ্গলের পশু। জানোয়ারের দল। সব ব্যাটা নিজের নিজের ধান্দায় ঘুরছে। দিন ভোর খাটছে খুটছে। রাতের বেলায় সুড়সুড়িয়ে নিজের নিজের ডেরায় ঢুকছে। সেখানেই যত বন্ধন, যত টান। এত এত লোক চলছে রাস্তায়। কিন্তু কেউ কারো নয়। একটা লোক পথে মরে পড়ুক না। সবাই ভীড় করে শুধু দেখবে। মজার কিছু যেন। দূর শালা দুনিয়াটাই স্বার্থপর, সবাই নিজের নিজের তালে ঘুরছে। এই যে তার মাটা কদিন ধরে ধুঁকছে, এক শালা একবার খবর নিল না। কোনো বেটাছেলে একবার ডাক্তার ডাকলে না, ওষুধ আনলে না। কেন! সব দায় সন্টির বলে! এতো পুরো জানোয়ারদের মতো ব্যবহার। মানুষ বলে চালাচ্ছ

নিজেকে, একই ছপ্পরের তলায় গাদা মেরে বাস করছ আর পাশের ঘরের অসুস্থ লোকটার খবর কেউ নেবে না ! গুলি মারো এমন দুনিয়াকে। কুত্তার বাচ্চা-গুলোকে লাথ মেরে মেরে পগার পার করে দাও।

'সন্টি, অ সন্টি, এতদিনে ঘরে ফিরলি বাপ !' পাশ থেকে কে যেন ডাকল। মেয়ে মানুষের গলা।

মাথা নীচু করে আপনমনে সন্টি হাঁটছিল। খেয়াল করেনি কখন সে নিজেদের বস্তীর ছাতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কলতলাটার কাছে গুচ্ছের লোক বালতি আর খালি টিনের লাইন লাগিয়েছে। ওরি মধ্যে কয়েকজন আবার লাইন নিয়ে ঝগড়া করছে। ওখান থেকেই কেউ ডাকল সন্টিকে।

সন্টি এপাশ ওপাশ তাকায়। সুদামের মা না ! হ্যাঁ তাইতো, সুদামেরই মা তাকে ডাকছে। দূর বাবা, সকাল বেলা উঠেই আবার ডাকে কেন ? ঘরে যে মাটা একলা পড়ে আছে।

'কিগো মাসী, ডাকছ কেন ?' পায়ে পায়ে সন্টি এগোয়।

'কোথায় ছিলি বাপ এ কদিন ! তোর মা যে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।'

'তাইতো ডাক্তার ডাকতে গেছিলাম।' সন্টি জবাব দেয়। তার মন অনেকটা নরম হয়। তাহলে অন্তত একজনও তার মার খোঁজ নিয়েছে।

'ভালো করে ডাক্তার দেখা বাবা।' সুদামের মা আপনজনের মতো বলে। তারপর গলাটা একটু নামিয়ে আনে। অন্তরঙ্গের মতো ফিসফিস করে বলে, 'হ্যাঁরে তোর বোনের কোন খবর পেলি ?'

বোনের খবর সন্টি কিছু জানে না। অনেক অনেকদিন হল বোনটি তার কোথায় হারিয়ে গেছে। অনেকটা যেন ইচ্ছে করেই কোন খবর রাখেনি সে। তাই নিস্পৃহ কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়, 'না'।

'আমাদের মহেশ বলছিল ও নাকি বাজারে নেমেছে।' গলাটা খুব নামিয়ে আনে সুদামের মা। 'লেক টাউনের ওদিকে কোথায় নাকি আছে। মহেশ নিজে দেখেছে।'

বন্‌বন্ করে মাথাটা ঘুরে ওঠে সন্টির। মিথ্যে কথা বলছে সুদামের মা। একদম মিথ্যে, ঝুট্। মিথ্যেবাদী মহেশ। তার বোন খারাপ, খুব খারাপ। কিন্তু সে মরে গেলেও বাজারে নাম লেখাবে না। তার চেয়ে সে গঙ্গায় ডুবে মরবে। এই মাগীটার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। সাতসকালে উঠে তাই অপরের কেচ্ছায় লেগেছে। খুব রাগ হয় সন্টির। ইচ্ছে হয় এক চড়ে সুদামের মার দাঁতগুলো খুলে নেয়। কিন্তু না। সে নিজেকে সংযত করে। ওতে সুদামের মারই সুবিধে হয়। সকালে উঠেই খেউড় ধরবে। গোটা রাস্তা লোক জমবে আর ও রসিয়ে রসিয়ে তার বোনের কেলেঙ্কারীর কথা বলবে।

এরা তো ঐ চায়। অথচ শালা এত বড় বস্তীর কোন্ ঘরে অল্প বিস্তর

কেচ্ছা নেই। সে এখানে থাকে না বলে কি কিছুই জানে না! সব ঘরের সব নষ্টামীর গপ্‌পো তার জানা। এই সুদামের মাই যে কত গঙ্গাজলে ধোয়া জানা আছে। হাটে একবার হাঁড়ি ভাঙলে সেও ছাড়বে না। কিন্তু আস্তাকুঁড়ের কুত্তাদের মতো খেয়োখেয়ি তার ভালো লাগে না। এই শালাদের সব ব্যাটা লোম ওঠা ঘেয়ো গা নেড়ী কুত্তার জাত। এই মাগীটাই আরো খচ্চর। কিন্তু না বাজে কথায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার মা ঘরে একলা আছে। এখন কেমন আছে কে জানে!

সুদামের মার দিকে একটুও না তাকিয়ে সন্টি এগিয়ে যায়। কানে আসে সুদামের মার গলা—'মরণ। যাচ্ছে দেখ না যেন রাজাসাহেব। ইদিকে বোন খাতা খুলেছে, আর নিজে মাতাল হয়ে লোক খুন করে বেড়াচ্ছে!'

সন্টির গা বমি বমি লাগে। সারা শরীরটা রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে। কিন্তু না, সে থামে না। এগিয়ে চলে। ছেঁড়া কথায় কান দিলে এখন তার চলবে না।

জীর্ণ ঘরটায় ঢুকে পড়ে সন্টি। কই মার গলা তো সে পেল না। মা-কি মরে গেল নাকি এরই মধ্যে! বুকটা ধড়াস করে ওঠে ওর। ছুটে যায় মায়ের কাছে। কপালে হাত রাখে। না গা ঠাণ্ডা নয়। খুব গরম। এত গরম যে সন্টির নিজের হাতটাতে যেন ছ্যাঁকা লাগল। মার মুখের দিকে তাকায় সে। মা তারই দিকে তাকিয়ে আছে। কথা বলছে না। কথা বলছ না কেন মাগো? সন্টি আপনমনে বিড়বিড় করে। মার চোখের পাতা দুটো বুজে যায়।

ঘরের কোণে দৌড়ে যায় সন্টি। কলসী থেকে জল ঢেলে নেয় বালতিতে। একটা কাঁসার গ্লাস সামনে পায়। গ্লাসে জল নিয়ে হড় হড় করে ওর মায়ের মাথায় ঢালে। জল গড়িয়ে ছেঁড়া কাঁথাটা ভিজে যায়। মেঝেয় জল গড়াতে থাকে। সন্টির ভ্রূক্ষেপ নেই। সে পাগলের মত ঢালতে থাকে।

কতক্ষণ জল ঢেলেছে ওর খেয়াল নেই। এতক্ষণে মায়ের মুখের দিকে ভাল করে তাকায় সন্টি। ঘরে ছোট্ট একটা জানালা একদিকে। তাই দিয়ে সামান্য আলো আসে। সেই আলো আঁধারিতে মাকে দেখে সে। ইস্‌ মায়ের গালে কোথাও মাংস নেই। খালি চামড়া দিয়ে হাড়গুলো ঢাকা। চোয়ালের হাড় দুটো কত উঠে আছে। মায়ের নাকটা এমনিই চোখা, এখন মনে হচ্ছে খাঁড়ার মতো ধারালো। ওর মার রং আগে কত ফর্সা ছিল, কিন্তু এখন কে বলবে সে কথা! মায়ের চোখ দুটি বোজা। আর সন্টি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সেই বোজা চোখ দুটোর পাশ দিয়ে দুটি জলের ধারা শুক্‌নো গাল বেয়ে নেমে গেছে। মাগো, তুমি কাঁদছ! কাঁদবেই তো! এমন পশুর জন্ম দিয়েছ, মাগো, যে তোমার অসুখের সময়েও চোরা কারবার আর ছিনতাই করে বেড়াচ্ছে। মা, মাগো, তোমার জানোয়ার ছেলেটাকে ক্ষমা করে দাও মা। তুমি ভালো হয়ে ওঠো, দেখো তোমার অধম ছেলে কত ভালো হয়ে যাবে।

বুক ভেঙ্গে একটা কান্না আসে সণ্টির। আহা, কত দুঃখিনী মা তার। বাপটা ভাগ্যবান, তাই আগেই গেছে। ওমা, মাগো, কথা বলো। তোমার সণ্টে তোমার কাছে বসে আছে। ওমা, এই তোমার পায়ে ধরি। তুমি ভালো হয়ে যাও মা। এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমি আর কোনদিন মুন্সীর দোকানে যাবো না, ন্যাপ্‌লা-গজ ছোঁব না, ছিনতাই ছেড়ে দেব। মা, ওমা, এই দেখ, তোমার জানোয়ার ছেলে তোমায় ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছে সে আর কালোবাজারে যাবে না, মস্তানী করবে না।

মায়ের পায়ের উপর মুখ রেখে হু হু করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সণ্টি। মনে পড়ে তার বোনের কথা। লক্ষ্মী বোনটি, তুইও অভাগী। কোথায় আছিস! কত দুক্‌খু পাচ্ছিস! আয় বোন, ফিরে আয়। আয় মায়ের পায়ের কাছে বসে আমরা আমাদের মাকে ভালো করে তুলি। আয়, আমরা আবার ভদ্দরলোকদের মতো হবার চেষ্টা করি।

কতক্ষণ এমনি করে উবুড় হয়ে থেকেছে সণ্টির খেয়াল ছিল না। চমক ভাঙ্গল কার ডাকে। কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। ধড়মড়িয়ে ওঠে সে। ছেঁড়া গামছাটা দেওয়ালে টাঙ্গানো দড়ি থেকে তুলে নেয়। চোখ মুখ মোছে ভাল করে।

'ডাক্তারবাবু! আসুন। জ্বরে যে মার গা পুড়ে যাচ্ছে।'

সণ্টির পিছন পিছন ধনঞ্জয় ডাক্তার ঘরে ঢোকে। একটা রুমাল সন্তর্পণে তার নাকে চাপা।

'ইস্, জলের মধ্যে মাকে যে ভাসিয়ে রেখেছিস! শিগগীর ভিজে কাঁথা টাঁথাগুলো পাল্টা, বাবা।'

ধনঞ্জয় ডাক্তারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেয় সন্টি। সযত্নে মার বিছানা পাল্টে দেয়। গামছা দিয়ে ভিজে চুলগুলো আস্তে আস্তে মুছিয়ে দেয় সে।

ধনঞ্জয় ডাক্তার খুব ভাল করে রোগীকে দেখে। নাড়ী টিপে, চোখের পাতা উল্টে, বুক পিঠ অনেকক্ষণ ধরে স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে দেখে মাথা নাড়ে।

'কেমন দেখলেন, ডাক্তারবাবু?' সণ্টির সাগ্রহ প্রশ্ন। 'আমার মা ভালো হবে তো?'

'খুব ভালো বুঝছি না বাবা। ধনঞ্জয় ডাক্তার সন্টির চোখের দিকে চাইতে পারে না। দেওয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'আমি বলিকি সন্টি, তোর মাকে হাসপাতালে পাঠা।'

'হাসপাতালে!' সন্টি যেন গুমরে উঠল। 'হাসপাতালে কেন, ডাক্তারবাবু?'

'দেখ, সন্টি, তোর ঘরে তোর মাকে যত্ন করার লোক কেউ নেই। তুইও ঘুরে বেড়াস এদিক সেদিক। কখনও সখনও নাকি ঘরেই ফিরিস না। এ অবস্থায় মাকে যদি বাঁচাতে চাস তো হাসপাতালে দে।'

'ডাক্তারবাবু। আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমি মাকে ফেলে কোথাও

যাবো না। তুমি যা যা করতে বলবে, যেমন যেমন বলবে সব করব। কিন্তু মাকে আমার হাসপাতালে পাঠাতে বলো না। হাসপাতালে ওরা লোককে চিকিচ্ছের নামে খুন করে। একটু একটু করে খতম করে। সেখানে মাকে আমার পাঠাবো না। তুমিই চিকিচ্ছে করো, ভালো ওষুধ দাও। তোমার হাতেই মা ভালো হবে।'

'দূৎ পাগল! হাসপাতালে কঠিন রুগীর জন্য কত ভালো ব্যবস্থা আছে। যখন যা দরকার সব জিনিস সেখানে আছে। তাছাড়া সেবা যত্ন, ঘন্টায় ঘন্টায় পরীক্ষা সব হচ্ছে। হাসপাতালে পাঠা, তোর মা সেরে যাবে তাড়াতাড়ি।'

'তুমি পয়সার জন্য বলছ, ডাক্তারবাবু? টাকার জন্য ভেব না। মাকে তুমি ভালো করে দাও—যত টাকা বলবে আমি দেব যেমন করেই হোক।'

সন্টির মা অস্ফুটে কি যেন বকতে সুরু করে। সন্টি মার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে। 'কি বলছ মা? হাসপাতালে যাবে?'

'অ সন্টি ঐ দেখ হাসু এসেছে। কেমন দুগ্গা পতিমার মতো সেজেছে দেখ। ও হাসু, জামাই কোথা! তোর বাবাকে ডাকনা। দাঁড়িয়ে কেন!'

'মা কি বলছ সব? কোথায় হাসু? তোমার মাথা খারাপ হল নাকি?' সন্টি মাকে আস্তে আস্তে ধাক্কা দেয়।

'তোর মা প্রলাপ বকছে, সন্টি।' ধনঞ্জয় ডাক্তার উঠে দাঁড়ায়। 'শোন রোগটা খুব ভালো ঠেকছে না। এখানে থাকলে কিন্তু আজ রাতটাও কাটবে কিনা বলতে পারি না। একটা ইঞ্জেকসন লিখে দিচ্ছি। এটা এনে কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে লাগিয়ে নে এক্ষুণি। আর চল, এ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে দিচ্ছি। ওরা এসে তোর মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।'

সন্টিও উঠে দাঁড়ায়। দুহাতে মুখ ঢেকে থাকে কিছুক্ষণ। একটা প্রচণ্ড কান্নার বেগকে কোনো মতে সামলে নেয়। তার মা বাঁচবেনা! তার মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

'ঠিক আছে, ডাক্তারবাবু। তুমি যেমন বলবে তেমনই হবে। ওপরে ভগবান আছে। তাঁর হাতেই আমার মাকে তুলে দিচ্ছি।' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কথাগুলো বলে সন্টি।

এক ঘন্টার মধ্যেই এ্যাম্বুলেন্স এলো। স্ট্রেচারে সন্টির মাকে ধরাধরি করে তোলা হল। তারপর হাসপাতাল।

বড় হাসপাতালে এমার্জেন্সীতে রুগীকে ভর্তি করে নিল। কাগজপত্র সই হবার পর সন্টি পাগলের মতো ইমার্জেন্সীর ছোকরা ডাক্তার বাবুদের কাছে শুধু মিনতি করে বেড়ালো তার মার যেন কোনো কষ্ট না হয়। তার মা যেন ভালো হয়ে যায় তাড়াতাড়ি।

হাসপাতাল থেকে সন্টি যখন বেরল তখন দেড়টা বেজে গিয়েছে। শ্লথ মন্থর পায়ে রাস্তা ধরে দক্ষিণমুখে হেঁটে চলে সে। হাটবার শক্তিও যেন তার আর নেই। পেটের ভিতরটাও জ্বলে যাচ্ছে ভীষণ। পেটেরই বা দোষ কি। কাল রাতের পর সেখানেও তো সারাদিন দানাপানি পড়েনি।

সামনে একটা তেলেভাজার দোকান। সন্টি দাঁড়ায় সেখানে। ঠাণ্ডা আলুর চপ আর বেগুনী খেল কটা। তারপর আঁজলা পেতে পেট ভরে জল খেল। এবার যেন খানিক জোর বেড়েছে তার। জোর কদমে এগিয়ে চলে। তার এখন টাকার দরকার। বহুৎ টাকার। হাসপাতাল থেকে একটা প্রেসক্রপসন দিয়েছে। বলেছে ওষুধগুলো যেন সন্ধ্যের মধ্যে পেঁাছে দেয় সে। অনেক টাকার ওষুধ।

হাসপাতালেও টাকা লাগে! সরকার নাকি গরীবের জন্য হাসপাতাল বানিয়েছে! কে একথা বলে শালা। ওসব শুধু কথার কথা। গরীবের জন্য কোনো ব্যাটা কিছু করেনা। নইলে হাসপাতালে রুগী থাকলেও তার বাড়ীর লোককে এত এত ওষুধ কিনতে বলবে কেন! শালা দুনিয়াটা শুধু বড়-লোকের জন্য। গরীবের জন্য কিস্যু নয়। ওষুধ কিনে দাও ভালো কথা। না দিলে তোমার মা মরবে। হাসপাতালের যেন কোন দায় নেই। সরকারেরও কোনো দায়িত্ব নেই। আরে বাবা টাকাই যদি থাকবে, ওষুধই যদি কিনবার মুরদ হবে তবে কোন শালা তোদের হাসপাতালের খপ্পরে যায়। সন্টির হঠাৎ খুব ইচ্ছে করে ফিরে গিয়ে গোটা হাসপাতালটার উপর কটা রুটী ঝেড়ে আসে। কিন্তু না। তাতে লাভ নেই। অনেক লোক মরবে। তার মা মরবে। আর মরবে তার মার মতো আরো অনেকগুলো গরীব। বড়লোকদের শালা কোনো ক্ষতিই হবেনা।

এস্প্ল্যানেড থেকে ট্রামে চাপে সন্টি। তাড়াতাড়ি ছপ্পড়ে পেঁাছতে হবে। দিন ভোর রোজগার নেই। ধনঞ্জয় ডাক্তারের প্যালা দিতেই মূলধনে হাত পড়েছে। আজ আমদানী না হলে মায়ের ওষুধ কেনা হবে না। ম্যাটিনী তো ফাঁকাই গেল। ভরসা ইভ্নীং। বিলে শালা আজ বাজার মাৎ করছে। প্যান্টা আর গুলেও ভালো কামাচ্ছে নিশ্চয়ই।

একটা স্টপেজে ট্রামটা থামে! সামনেই একটা সিনেমা হল। হলটার সারা গায়ে একটা বাংলা বই-এর দারুণ পাবলিসিটি। সন্টি একবার তাকায় সেদিকে। তাপস পাল শতাব্দীকে জাপটে ধরে ঘাড়টা কামড়ে ধরেছে। শালা বাংলা বইও বেড়ে দিচ্ছে! বোম্বের সঙ্গে যেতে চায়। এখানেই একবার চান্স নেবে নাকি! আজ কি বার! রোববার বোধ হয়। ওঃ শালা, গরম বাজার। ঝট্ করে সন্টি নেমে যায় ট্রাম থেকে।

হলটার কাউন্টারে সটান হাজির হয় সে। রিয়ার স্টলের টিকিট নেই একটাও? তবে? খালি ব্যালকনি আছে? কটা পাওয়া যাবে?'

'কটা চাই ?' কাউন্টারের ভেতর থেকে প্রশ্ন আসে।

'যে কটা আছে সবকটা দিন। বিশ—তিরিশ।'

'বিশটা টিকিট !' কাউন্টারের কর্মচারী অবাক। সন্টির দিকে ভালো করে তাকায় একবার। ফিক্ করে হাসে একটু। 'এখানে একদম নতুন মালুম হচ্ছে।'

'যা বলেছেন। কপালটা এখানে একবার বাজিয়ে দেখি। চলছে কেমন ?'

'দারুণ। কিন্তু আমারটা ?'

'হবে, দাদা হবে। নাফা হলে তোমার পাওনা ঠিক বুঝে পাবে।' সন্টি হাসে !

সঙ্গে কমিশন কুড়িটা টিকিট নিয়ে নেয় সন্টি। গুণে গুণে দাম দেয়। পকেট উল্টে দেখে কটা পয়সা মাত্র পড়ে আছে।

ম্যাটিনীর ভীড় জমতে সুরু করেছে। হলের বাইরে বোর্ড ঝুলে যায় হাউসফুল। ওপাশে ফ্রণ্ট স্টলের লাইনও খুব বড় হয়ে গেছে। এই তো শালা সুযোগ। লক্ষণ ভালো। সণ্টি একবার শীষ দেয়। হলের বাইরে ফুটপাথের একটা সুবিধে মতো কোণ বেছে নিয়ে দু পকেটে হাত ভরে নিয়ে দাঁড়ায়।

'আবে সণ্টে, তুই শালা এ পাড়ায় ?'

পাশ থেকে আসা কথাগুলো সণ্টির কানে যায়। আমিরী চালে বাঁয়ে ঘাড়টা একটু কাৎ করে সে। মনা দাঁড়িয়ে। এককালে তারই সাক্রেদ ছিল। সণ্টিই ওকে হাত ধরে এ লাইনের কাজ কর্ম শিখিয়েছে। কিন্তু বেশিদিন মনাকে সণ্টি সহ্য করতে পারেনি। শুধু যে বারবার ও বেইমানী করেছে তাই নয়, মেয়েছেলের ব্যাপারেও অনেক কেচ্ছা করেছে। শেষকালে সণ্টিই একদিন লাথি মেরে ওকে তাড়িয়েছে। সেই মনার উদ্ধত ভাবটা ওর আদৌ ভালো লাগে না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ছবিটা দেখতে দেখতে সে ছোট্ট উত্তর দেয়। 'তোর বাপের কি ?'

'আবে শালা, মুখ সামলে কথা বলবি। বেপাড়ায় এসে রোয়াবী করবি তো গুষ্টির নাম ভুলিয়ে দেব।' চোখ লাল করে মনা।

'নোঙ্গর তোল চাঁদ। কেটে পড়। মেলা বকবক করিস নি।' সণ্টি ট্যারচা চোখে মনার দিকে তাকায়।

'কাটব কেন ? তোর বাপের রাস্তা শালা ? আজ ঝাড়ে পেয়েছি—তোর সেদিনের লাথের বদলা লাথ দেব।'

সণ্টি আর ভাবে না। সট্ করে পকেট থেকে হাত দুটো বার করে নেয়। সামনে একটু এগিয়ে বাঁয়ে ঝুঁকে ধড়াস্ করে ডান হাতটা চালিয়ে দেয় মনার তলপেটে। কোঁ করে একটা আওয়াজ বের হয় মনার মুখ থেকে। সে একটু পেছিয়ে যায় আচমকা মারের গুঁতোয়।

'শালা বেপাড়ায় মস্তানী ! গিনেদৌড় শালা তোকে ভর পেট্টা খতম করব।'

মনা একটা তীব্র শীষের আওয়াজ করে নিজের পকেটে হাত ঢোকায়।

এ আওয়াজ সন্টির চেনা। বিপাকে পড়লে সহকর্মী বন্ধুদের সাহায্যের জন্য এমন আওয়াজ তারাও করে। জামার নীচে গোঁজা ন্যাপ্লাটা সে একবার দেখে নেয় শুধু। তারপরই ছুটে যায় মনার দিকে।

মনা পালাতে চায়। সন্টি তাকে ধরে ফেলে। বাঁ পায়ে আল্তো লেঙ্গি মেরে সে সজোরে একটা ঘুষি চালায় মনার ডান রগ ঘেঁষে। 'শালা দেশী মুর্গীর বিলায়তী বোল! আমার কাছে কাজ শিখে শালা আমাকেই রোয়াবী! তোর কলিজা ছিঁড়ে নেব আজ—দেখি কোন্ বাপ তোকে বাঁচায়।'

মনা নিজেকে কোন মতে মুক্ত করতে চেষ্টা করে। বাঁ হাতে কৌশলে সে তার কানপুরীয়াটা বার করে। তারপর চালায় সন্টির পাঁজর লক্ষ্য করে। বিদ্যুৎ বেগে সরে যায় সন্টি, তাই রক্ষে। সেও তার ন্যাপ্লাটা বার করে নেয়।

ঠিক সেই সময়ে ফট্ ফট্ করে কটা বোতল ফাটার আওয়াজ আসে। কোথা থেকে উড়ন্ত চাকীর মত আধ্লা ইঁট ছুটে আসে। চারদিকে ভীত সন্ত্রস্ত লোকজনের দৌড়াদড়ি। সন্টি বিপদ বোঝে। বুঝতে পারে মনার বন্ধুরা এসে পড়েছে ওকে সাহায্য করার জন্য। পালানো ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সেটাই কি খুব সোজা কাজ!

ভাগ্য ভালো সন্টির। যে মুহূর্তে খোয়া না ইঁটের একটা উড়ন্ত টুকরোয় ওর কপালের বাঁ দিকটা কেটে রক্ত ঝরতে লাগল, সেই মুহূর্তেই ওর হাতটা একটা চলন্ত বাসের হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে ধরল। পিছনে একটা হৈ হৈ চিৎকার। দুটো মাল ফাটার আওয়াজ। কিন্তু সন্টি ততক্ষণে একেবারে নিরাপদ জায়গায় পেঁাছে গেছে।

নিজেদের আড্ডায় সে যখন পেঁাছল তখন তাকে দেখে চেনার উপায় ছিল না। কপালের বাঁ দিকে তুলোর উপর ব্যাণ্ড-এড সাঁটা। ক্লিষ্ট, আহত, ক্লান্ত একটা জীবন্ত অবসাদ যেন।

ওকে দেখে বিলে ছুটে এল।

'গুরু, একি হাল হয়েছে তোমার?'

গুলে আর প্যাণ্টা কোথায় ছিল। তারাও এলো। 'কি হল গুরু?' সবারই এক প্রশ্ন।

সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে সন্টি।

'মনা শালা! বেইমানের বাচ্চা! সত্যি মরদ হলে একলা লড়ত। কুত্তার বাচ্চাগুলোকে সঙ্গে আনত না। আচ্ছা, আমিও বাপের ব্যাটা। আমার কাছে ওর তালিম। বাঁশের চেয়ে কঞ্চিকে বড় হতে শালা জান থাকতে দেব না। আজ নয়, আজ শালা আমার কাজ আছে! তবে মালগুলোকে ঠিক রাখিস। শালাদের খতম করে তবে আমার শান্তি।'

'ঠিক ঠিক গুরু। অপমানের বদলা চাই। গুরুর গায়ে যে শালারা হাত

দিয়েছে, তাদের হাতগুলোকে মুচড়ে দিতে হবে, গুঁড়িয়ে দিতে হবে চিরকালের মতো।'

সবাই সায় দেয়। বিলে, প্যাণ্টা আর গুলে। ওরা সন্টির এই অবস্থায় সমান মর্মাহত, সমান বিপর্যস্ত। 'শালাদের জান খতরা করে দিতে হবে'। সকলের রায়।

একটু পরেই বিশে আসে। সন্টি এসেই তাকে হলটায় পাঠিয়ে ছিল ব্যালকনির টিকিটগুলোকে ঝেড়ে দেবার জন্য। ওকে দেখেই সাগ্রহে চেঁচায়, 'কি হলরে বিশে ?'

'মোটে নটা বিক্রী হল। তাও কেনা দামে।'

'সেকিরে !' সন্টির মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে।

'হ্যাঁ, শো আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আমি যেতে যেতে। কোন মতে ধরাধরি করে কটা গছালাম। কেউ শালা নিতেই চায় না এত দেরীতে।' এগারোটা টিকিট আর কটা টাকা এগিয়ে দেয় বিশে।

সন্টি গুম মেরে যায় ! খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। লাভ তো হলই না। উল্টে মূলধন ভেঙ্গে গেল। ওদিকে সন্ধ্যে প্রায় হতে চলেছে। এক্ষুণি একগাদা ওষুধ নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে। কিন্তু অত টাকাই বা সে কোথায় পায় এখন ! সমস্যাটা বলে বন্ধুদের। সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করে। অন্তত দু'শ' আড়াইশ' টাকার ধাক্কা। কোথায় পাবে তারা এক সঙ্গে এত টাকা ! মূলধন না ভেঙ্গে দশ বিশ জোর হতে পারে।

সন্টি উঠে পড়ে। টাকা তার চাইই এবং এক্ষুণি চাই। যেমন করেই হোক। তার মাকে বাঁচাতে হবে। জান কবুল, টাকা চাই। দরকার হলে দুচারটেকে খরচা করবে, কিন্তু টাকা চাইই।

'গুরু, ৩০২ করলেই যে টাকা পাবে এমন গ্যারাণ্টি তোমায় কে দেবে ! তার চেয়ে চারশ' বিশে দেখ কিছু আসে কিনা।' গুলে পরামর্শ দেয়। '৩০২এ শালা বেজায় ঝামেলা। ও লাইনে না যাওয়াই ভালো।'

সন্টি কথা বলে না। বিশেকে কি ইশারা করে। সে চলে যায়।

খানিক বাদে বিশে ফিরে আসে। ছাপ্পড় থেকে মাল এনেছে। দুটো বড়, দুটো ছোট। দরকার হলেই ঝাড়বে। চারটে মালে চারশ' লোকের মহড়া নেওয়া যাবে।

সন্টে ফিস্ ফিস্ করে বিশেকে কি বলে। ওরা দুজনে দুদিকে চলে যায়।

মতিলাল নেহেরু রোডে ঝক্‌ঝকে লাল রঙা মারুতী একটা এসে থামে। পিছনের দরজা খুলে নামে একটি সুবেশ সুন্দর পাশী যুবক। পাশে একটি পাশী সুন্দরী। দামী শাড়ী আঁট করে পরা। হাল্কা আঁচলটা বুকে জড়িয়ে থাকতে চায় না, খালি খুলে খুলে পড়ে। এক হাতে আঁচল চেপে আর এক হাতে হাত ব্যাগ দুলিয়ে মহিলা এগোয় সিনেমা হলের দিকে। দু-সেকেণ্ড, পাঁচ

সেকেণ্ড, সাত সেকেণ্ড। সুন্দরী মহিলা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে। 'আমার ব্যাগ কে নিয়ে গেল, আমার ব্যাগ।' পাশের্র যুবকও চেঁচায়—'চোর, ডাকু, ব্যাগ্ লেগে ভাগা।'

মুহূর্তে হৈ হৈ, চিৎকার চেঁচামেচি। কিন্তু না। ব্যাগ্ পাওয়া গেল না। যে নিয়েছে তাকে কোথাও দেখা গেল না।

গড়িয়াহাট বাজারের পিছনদিকের গলিতে তখনও বিশু হাঁপাচ্ছে। ওঃ কি দৌড়টাই না সে দৌড়েছে। পিছনে পিছনে এল সন্টি। ও বরাবর বিশেকে গার্ড দিয়ে রেখেছে যাতে সে কোন বিপদে না পড়ে।

'এই লাও, গুরু, লুটের মাল। এখন তোমার কপালে কি জোটে দেখ।' কালো রঙের সুদৃশ্য ভ্যানিটি হাত বিশে সন্টের হাতে তুলে দেয়।

সাগ্রহে ব্যাগটাকে খুলে ধরে সন্টি। একটা সিল্কের লেডিজ রুমাল। একটা পাউডার পাফ, ছোট আয়না, লিপষ্টিক, সেন্টের শিশি, কি একটা ওষুধের কতকগুলো বড়ি পর পর সাজানো একটা প্যাকে, কটা খুচরো পয়সা।

'ব্যস, এই সব!' সন্টির মুখটা কালো হয়ে যায়। 'না, না, এই তো আছে, ভিতরে আর একটা পকেট চেন টেনে খোলে সে। এই তো আছে! কত? ভাঁজ করা নোটগুলো বার করে গোনে সন্টি। 'মোট বিয়াল্লিশ টাকা সত্তর পয়সা। দূর শালা। এর জন্য-এত রিস্ক!' মুখটা বিকৃত করে সন্টি। মেয়েছেলেগুলো রংচং মেখে গাড়ী করে হিল্লে দেয় শুধু। নাগর সঙ্গে নিয়ে হিড়িক মারছ বাবা আর ট্যাঁক গড়ের মাঠ করে রেখেছ! শালা মোটে বিয়াল্লিশ টাকা! এদিকে সব দিব্যি লপেট্টা মেমসাহেব সেজে আছে!

সন্টি ব্যাগটাকে রাগ করে ছুঁড়ে দেয়। ঘাড় গোঁজ করে খানিক বসে থাকে। এক সময় বাইরের দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে ওঠে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে যে অনেকক্ষণ। হাসপাতালের ডাক্তার বলেছিল ছ'টার মধ্যে ওষুধ নিয়ে যেতে। না, ওষুধ নেওয়া আর হল না। মাকেও দেখা হল না। মাটা বোধহয় মরেই যাবে। যাক্‌গে, যার টাকা নেই তার কেউ নেই। মা-ই বা মায়া বাড়াতে বেঁচে থাকে কেন! যাক্ শালা, শেষ হয়ে যাক্। দুনিয়াটার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে বুকে যাক্। তখন আর সন্টিকে পায় কে! কাকে তার পরোয়া! শালা খাবে দাবে ফুর্ত্তি করবে, মজা লুটবে। কারো জন্যে কোনো চিন্তা নেই, ভাবনা নেই—খালি ফুর্ত্তি। দিনভোর গুলতানি করো আর রাতভোর মাল টেনে বেহুঁশ থাকো। ব্যস্। শালা আর চাই কি! দুনিয়াদারি করো, মাল ঝাড়ো আর মাল টেনে পয়মাল হয়ে থাকো।

'সন্টিদা, গুরু, একটা আইডিয়া এসেছে।' সন্টির বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বিশে বলে।

'কিরে?' উৎসাহের সুরে সন্টি জিজ্ঞাসা করে।

'মোদকের দোকানে রাত এগারোটা-বারোটা নাগাদ চলো।'

'কেন, ওখানে কি আছে?' উদাস প্রশ্ন সন্টির।

'শালারা ওসময় ক্যাশ বন্ধ করে। সারা দিনের বিক্রী বাটা হিসেব করে ঘরে নিয়ে যায়। অনেক টাকা।'

'হুঁ।' সন্টি ছোট্ট উত্তর দেয়।

'হুঁ কি! তোমার টাকার দরকার। ওদের টাকা আছে। তুমি চাইলে বেটাচ্ছেলেরা একটা পয়সা ঠেকাবে না। কিন্তু কেড়ে নিলে সব ল্যাঠা চুকে যায়।'

'কিন্তু টাকার দরকার যে আমার এখনই। উদ্বিগ্ন সন্টি। মায়ের ওষুধ কিনতে হবে।'

'ওষুধ কাল কিনে দেবে। কাল দেখবে তোমার হাসপাতাল আর একটা লিষ্টি ধরিয়েছে। তখনও অনেক টাকা লাগবে। অত টাকা পাবে কোথায়? মাথা কুটলেও একটা পয়সা কোনো বাপ্তৎ দেবে না। চলো, সোজা আঙ্গুলে ঘি যখন উঠবে না, তখন কেড়ে নিই গায়ের জোরে।' বিশুকে খুব উত্তেজিত মনে হয়।

'কিন্তু থানা পুলিশ! ও শালারা তো সহজে ছাড়বে না—মামা ঘরে পাঠিয়ে ছাড়বে।' চিন্তিত সন্টি। মনে মনে উত্তেজিতও।

'গুরু, তোমায় আমি কি বাৎলাবো! পুলিশের কোঁচড়ে মাল ঢেলে দাও, শালারা একদম বোবা বনে যাবে। সিনেমা হলে দেখনি, গুরু? মাস্‌কাবারী পেলেই ঠাণ্ডা। সে তুমি দাঙ্গাবাজী করো আর চুরি ডাকাতি করো। আর তাছাড়া ধরতে পারলে তো!'

বিশের যুক্তির প্রশংসা না করে পারে না সন্টি। বিশুয়া বয়সে কম হলে কি হয়, মাল পাকা। ওর মাথাটাও বেজায় সাফ্। চট্‌পট্ প্ল্যান বানাতে ওস্তাদ। কোনদিন সন্টিকে গুরুগিরি ছেড়ে ওরই না চ্যালা হতে হয়।

'সাবাস বেটা! তোর হবেরে হবে!' জোরে একটা চাপড় মারে সন্টি বিশুর পিঠে। 'ঠিক্ হ্যায়, শালা মোদকের দোকানই ফাইন্যাল। রাত এগারোটার আগে নয়, বুঝ্‌লি!'

সোৎসাহে মাথা নাড়ে বিশু। এতদিনে গুরু তার বুদ্ধির তারিফ করেছে।

'বিশুয়া।' সন্টি সস্নেহে ডাকে।

'বল গুরু।'

'শালা কাজের বহুৎ দেরী আছে এখনও। দেমাগ্‌টা বড্ড খারাপ লাগছে। তুই ঝট্‌পট্ কিছু খাবার আর সোট্‌লা নিয়ে আয়। একটু মাল টাল টানলে মগজটা সাফ্ হবে আর শালা হিম্মৎটাও বেড়ে যাবে।'

এ প্রস্তাবে বিশুর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। গরম গরম মাংস পরটার সঙ্গে গুরুর পেসাদ ছিঁটেফোঁটা যা পাওয়া যায়।

এগারোটা বাজতে আর সামান্যই বাকি আছে। বিশু আর সন্টি পায়ে পায়ে বালিগঞ্জ ট্রামডিপোর কাছাকাছি হাজির হয়। সঙ্গে গুলে, বিলে আর প্যান্টাও আছে। এসব ব্যাপারে দলে ভারী থাকা ভালো। কোথায় কি ফ্যাসাদ ঘটে কে জানে! হয়ত দরকারে মাল ঝাড়তে হতে পারে অনেকগুলো। ঠোলাও এসে যেতে পারে। তখন তাদের উপরও দু-চারটে পেটো ছুঁড়তে হয়। নইলে পালানো কঠিন।

মোদকের দোকান খুব বড়। এ অঞ্চলের সবিশেষ প্রসিদ্ধ! অনেক রাত পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে, কেনা বেচা চলে। রাত গভীরে ক্যাশ মেলানো হয়। অনেক টাকার ক্যাশ। গোটাটা হাতাতে পারলে ওদের পাঁচজনের বেশ কিছুদিন ভালোই চলবে।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওরা পজিশন নেয়। বিলে আর গুলে দুটো মোড়ে। চারদিকে সতর্ক নজর রাখে ওরা। কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকলে ওরা শীষ দিয়ে জানিয়ে দেবে।

বারোটা প্রায় বাজে। মোদকের মালিক ক্যাশ মিলিয়ে মিলিয়ে নোটগুলো তাবড়া বেঁধে সিন্ধুকে ঢোকাতে থাকে। খরিদ্দার আর কেউ নেই। দোকান কর্মচারীরা ধোয়া মোছায় ব্যস্ত। পিছনে ভিয়েন জ্বলছে। বড় বড় কাঠের বারকোশে সন্দেশ সাজানো হচ্ছে। ভিয়েনের একটায় দুধ ফুটছে। একজন বাতাস দিয়ে দিয়ে সর টানছে। আর একটায় চিনির রস পাক্ হচ্ছে।

হঠাৎ প্রচন্ড একটা আওয়াজ হয় একেবারে দোকানের ভিতর। ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় সবাই। মুহূর্ত মাত্র। মুখোশ পরা সন্টি সিন্দুক আর ক্যাশবাক্স থেকে নোটের বান্ডিলগুলো ঝপাঝপ্ তুলে নেয়। মালিক হাঁ হাঁ করে বাধা দিতে যায়। প্যান্টা চোখের নিমেষে একটা লম্বা ছোরা তার গলার কাছে উঁচিয়ে ধরে। তারও মুখে মুখোশ আঁটা। কয়েক সেকেন্ড। আবার ভীষণ আওয়াজ হয়। ঝন্‌ঝন্ করে শো কেশের কতকগুলো কাঁচ ভেঙে পড়ে। ফস্ করে দোকানের সব কটা আলো নিভে যায় এক সঙ্গে। মেন্ সুইচ অফ্ করল কেউ। তারপর একটা হুটোহুটি, বিশৃঙ্খলা, চিৎকার। চার দিক থেকে অনেক লোক ছুটে আসে। পুলিশের বাঁশি শোনা যায়।

আবার আলো যখন জ্বলে তখন দোকান কর্মচারীদের দেখা যায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। ভাঙ্গা কাঁচ, বারুদের গন্ধ, ধোঁয়া আর একটা আতঙ্ক বিরাট দোকান ঘরটাকে ঘিরে থাকে। দুবৃত্তদের কাউকে ধারে কাছে পাওয়া যায়না।

সে রাতে মুনসীর ভাঁটিখানা গুলজার। সন্টি, বিশে, প্যান্টা, বিলে আর গুলে ঠেসে বাংলা টেনেছে। বিশের শখ হয়েছিল একটু বিলিতি চাখতে। কষে ধমক দিয়েছে সন্টি। 'শালা, হাতে পয়সা এয়েছে অমনি নোলা সকসক

করে উঠছে। নোলা বাড়াবি না বিশে, কপালে অশেষ দুর্গতি জুটবে।'

বিলিতি খাওয়া আর হয়নি। খেয়েছে দেশী মাল। মুনসীর জলের মাত্রা ওরা পুষিয়েছে অনেকগুলো বোতল খালি করে। সবারই দিলে মৌতাতের মেজাজ। যাক শালা, অনেকগুলো টাকা হাতে এসেছে। বেশ কদিন রোজগার না করে ফুর্তিতেই কাটবে।

পরের দিন সন্টির ঘুম ভাঙ্গল অনেক বেলায়। দশটা কি তারো কিছু পরে। খুব বেশি মাল টানা হয়েছিল। মাথাটা এখনও বেজায় ভারী রয়েছে। আর এক পাত্তর টানলে হয়ত শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। সন্টি হুকুম চালায়, মাল লে আও।'

মাল টানতে টানতেই সন্টির খেয়াল হল ওর সাঙ্গাতরা কেউ নেই। ওরা যার যার মতো এদিক ওদিক সটকেছে। আস্তে আস্তে তার গত রাত্রের কথা মনে পড়ল। হিপ পকেট আর প্যান্টের সাইড পকেট দুটোয় হাত দিল। বেশ মোটা পকেটগুলো। ভাগ্যিস শালা রাতে কেউ পকেট কাটেনি। নেশায় বুঁদ হয়েছিল, পকেট কাটলেই হল। তবে মুনসীর সে পুরনো খদ্দের। সবাই ওকে চেনে। মুনসীও ভালো করে জানে। ওর পকেটে হাত দিলে কোন শালাই যে জানে আস্ত থাকবে না তা ওদের ভালো করেই মালুম আছে। বেশ একটা তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে সন্টি। নিজেকে বেশ কেউকেটা মনে হয়। মনে হয় তার একটা আলাদা পজিশন আছে, ইজ্জৎ আছে। সবাই তাকে ভয় পায়, দলের সবাই তাকে মানে। এক কুত্তার বাচ্চা মনাটা ছাড়া। এক নম্বর বেইমান। শালাকে এায়সা ঝাড়তে হবে না বাপের জম্মে আর ওর পিছনে লাগবে না। মনার কথা মনে হতেই ওর গত সকালের কথা মনে পড়ে। মার কথা। ইস মাইরী কত দেরী হয়ে গেছে! শালা নিজে মাল টেনে খাকী হয়ে রয়েছে, ওদিকে যে মাটা ধুঁকছে! ধুঁকছে কি মরেই গেছে কে জানে!

টান মেরে ধেনোর বোতল আর কাঁচের গেলাসটা সন্টি সরিয়ে ফেলে। লাফ দিয়ে ওঠে। তারপর মুনসীর দোকান থেকে চলে আসে বড় রাস্তায়।

সামনেই একটা খালি ট্যাক্সি পায় সন্টি। হাত দেখিয়ে গাড়ীটাকে দাঁড় করায়। তারপর ছোটে হাসপাতালে। লিনডসেতে ঢুকে একবার ট্যাক্সি থেকে নামে। প্রেসক্রিপশন মাফিক ওষুধগুলো কেনে। একেবারে বড় হাসপাতালের ভিতরে গিয়ে ট্যাক্সিটাকে বিদায় দেয় সন্টি।

অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। হাসপাতালের আউটডোরেও রুগীর ভীড় খুব পাতলা হয়ে গিয়েছে। পায়ে পায়ে সন্টি এগোয় ব্লাড ব্যাংক মার্কা বড় বাড়ীটার সামনে। অজানা একটা আশংকায় তার বুক কাঁপতে থাকে। খুঁজে খুঁজে তার মার ওয়ার্ডের দিকে ছোটে সন্টি।

ওয়ার্ডের বাইরে দারোয়ান ওকে বাধা দিল। এখন রুগীর সঙ্গে দেখা করার সময় নয়। দেখা করতে হলে ডাক্তারের অনুমতি লাগবে।

সন্টি মিনতি করে। 'আরে, ভাই, মেরা মা বেমার হ্যায়। উস্‌কী লিয়ে দাবাই লে আয়া। বহুৎ জরুরী হ্যায়।'

দারোয়ান নাছোড়বান্দা। ডাক্তারের কাছ থেকে কাগজ ছাড়া ঢুকতে দিতে পারেনা।

কোথায় ডাক্তার! কোথায় তাকে এখন পাওয়া যাবে! দূর অত শত খোঁজ খবর পরে নেবে। সে আগে একবার তার মার কাছে যাবে। মাকে দেখবে প্রথমে, তারপর ডাক্তার-কবিরাজ।

পকেট থেকে একটা নোট বার করে সন্টি। কাগজের সাইজটা দারোয়ানেরও চোখে পড়ে। সেটি হস্তগত করতে করতে তার মুখের শিরাগুলো নরম হয়। গোঁফের নীচে হাসির ঝিলিক্ দেয়। 'ক' নম্বর বেড্‌মে আপ্‌কী মা হ্যায়?' জিজ্ঞাসা করে সে।

'ওসব নম্বর ফম্বর জানিনা। সুহাসিনী আমার মার নাম। কাল দুপুর নাগাদ ভর্তি হয়েছিল।'

'ক্যা নাম? সুহাসিনী? ভারী বিমার কি পেসেন্ট্ থী?' দারোয়ানের চোখ দুটো কুঁচ্‌কে যায়।

'জি হাঁ।' সন্টি শঙ্কিতভাবে দারোয়ানের মুখের ভাব লক্ষ্য করে।

'তেরা নম্বর বেড। লেকিন্ উয়োতো নহী হ্যাঁয়।'

'নেহী হ্যায়? কোথায় গেল? আবার কি ওয়ার্ড পাল্টেছে নাকিরে বাবা। এ হাসপাতাল একটা গোলক ধাঁধা।'

'কাল সাম্‌কো বাদ উযোতো মর্ গয়ী। উন্‌কী কোই আপ্‌না আদ্‌মী ভী নহী আয়া। আজ হি সুবে সৎকার সমিতি ডেড্ বডি কো লে গ্যায়া।'

মর্ গয়ী! তার মা মরে গেছে! তার মা আর বেঁচে নেই! তার মা আর কোনোদিনই তাকে ডাকবে না! আদর করবে না! পা দুটো ভীষণ কাঁপতে থাকে সন্টির। একটা বিরাট কান্না গলার কাছটায় জমাট বেঁধে যায়। ওর মনে হয় সে এক্ষুণি পড়ে যাবে। না। না। ঝুট্। দারোয়ান তাকে মিথ্যে কথা বলছে। তার মা মরেনি। কেন মরবে তার মা? সন্টি ওষুধ আনেনি বলে! এই তো এক গাদা ওষুধ এনেছে সে।

'আপ্ চালিয়ে অফিস মে। উহাঁই সব কুছ্ মালুম হোগা।' দ্বারোয়ান সন্টির হাত ধরে। এমন দৃশ্য সে অনেক দেখেছে। তবু সন্টিকে দেখে তার মায়া হয়।

দারোয়ানের সঙ্গে সন্টি অফিসে হাজির হয়। কেরাণীবাবু ওর কাগজপত্রগুলো দেখে মাথা নাড়ে। দারোয়ানের কথাই ঠিক। গতকাল রাত আটটা নাগাদ তের নম্বর বেডের পেসেন্ট্ সুহাসিনী দেবী মা এ্যাকিউট মেনিনজাইটিসের কেস ছিল। পুলিশ মারফৎ হাসপাত এখানে দেওয়া ঠিকানায় খবর পাঠিয়েছিল। কিন্তু সে ঠিকানা

দেবীর কাউকে পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে আজ সকালে হিন্দু সৎকার সমিতিকে ডেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের হাতেই বেওয়ারিশ মৃতদেহ সঁপে দিয়েছে। সমিতি দেহের সৎকার এতক্ষণে করে ফেলেছে নিশ্চয়ই।

কেরাণীবাবুর কথাগুলো সন্টির কানে যাচ্ছিল না ঠিক। সে ভাবছিল অন্য কথা। তার মা বড্ড অভিমান নিয়ে চলে গেছে। তার আদরের সন্টির উপরে অভিমান। সন্টি যে তাকে হাসপাতালে দিয়ে গেল, কিন্তু খোঁজ নিল কই! ওষুধ আনল কই! মরবার সময় পর্যন্ত সে কাছে এলনা। আর শেষ পর্যন্ত এল যদিবা কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। অভিমান নিয়েই তার মা তাকে চিরদিনের মতো ফাঁকি দিয়েছে। ভাবতে ভাবতে সন্টির কান্না পায়। মা! মাগো! সন্টি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। টেবিলে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদে সে। বাচ্চা ছেলের মতো ডুকরে কাঁদে। কেরাণীবাবু তাকে সান্ত্বনা দেয়। মা কি কারো চিরকাল থাকে! কত লোকের মাই তো এই হাসপাতালে রোজ মারা যাচ্ছে।

হাসপাতালের বড় গেটটা পেরিয়ে সন্টি যখন আবার রাস্তায় পড়ল তখন তার মনে হল সে একেবারে একা। পৃথিবীতে তার নিজের বলতে আর কেউ নেই। কেউ রইল না! দুপাশে প্রবহমান জনতার প্রতিটি মুখে সে অসীম আগ্রহ নিয়ে খুঁজতে চেষ্টা করে তার একান্ত আপন কাউকে। পথ চলতি গাড়ীগুলোর মধ্যে ভেজা চোখ দুটো তুলে ধরে যদি একান্ত নিজের জনকে সেখানে দেখতে পায়। কাউকেই সে চেনে না। অচেনা লোকের সমুদ্রে সে দিশাহারা হয়ে পড়ে। একটা বিবিক্ত নির্জনতার মধ্যে সে যেন অত্যন্ত বন্ধুর একটা পথ হেঁটে চলে। এ পথে আলো নেই. সূর্য নেই, চাঁদ নেই, তারা নেই। এ পথ মসৃণ নয়। এ পথে আশা নেই, ভরসা নেই। একটা সীমাহীন হতাশার মধ্যে সন্টির নিজেকে মনে হয় অত্যন্ত অসহায়, নিঃসম্বল, অকিঞ্চন। সে যেন হাজার বছর ধরে এ পথ ধরে হেঁটে গেলেও অভিপ্সীত জনকে কোনদিনও পাবে না। প্রাণের স্পন্দন থেমে গেলেও হারানো মানুষ, হারানো জগৎ, অতীত জীবনকে সে যেন আর কোথাও কোনোভাবে কোনদিনও খুঁজে পাবে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্টি। দুটি চোখ বারবার তার জলে ভরে যায়।

সারাদিন ধরে সন্টি শুধু হাঁটছে। হাঁটছে তো হাঁটছেই। কলেজস্ট্রিট বউবাজার, বিনয়—বাদল—দীনেশ বাগ, এস্প্ল্যানেড সন্টি হেঁটে হেঁটে চলে। হাঁটতে হাঁটতেই চলে যায় একবার শিয়ালদা স্টেশন।

কত লোক রাস্তায়। কত লোক স্টেশনে। কিন্তু না, সন্টি আকাঙ্খিত মুখের দেখা পায় না। শেয়ালদায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেলগাড়ী দেখে। কতদূর থেকে কত লোক আসছে শহরে। এমনি কোনো বহুদূরের গাড়ী থেকে তার

মা কি নেমে আসবে না! তার বাবা! তার বোন! না, কেউ আসবে না। বহুদূরে যাচ্ছে যে গাড়ীগুলো, যেগুলো অনেক দেশ পেরিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে অনেক অনেক দূরে চলে যাচ্ছে, তারই কোনোটাতে চড়ে তার বাবা অনেক অনেক দিন আগেই দেশান্তরে পাড়ি দিয়েছে। সে কতদিন! বহুদিন। সণ্টির কোন হিসাব নেই, সাল তারিখ জানা নেই। কিন্তু মনে পড়েছে বহু হাজার বছর আগে তার বাবা একটা লাল রঙা গাড়ীতে চড়ে চলে গিয়েছে। সে সে শুধু গাড়ীর পিছনের লাল আলোটা দেখেছে, গার্ডের সবুজ নিশান ওড়ানো দেখেছে, কিন্তু বাবাকে দেখেনি। আজ এতদিন পরে তার মাও তাকে ফাঁকি দিয়ে অমনিই একটা দেশান্তরের গাড়ীতে চেপে চলে গেল। এবার সণ্টি গার্ডের পতাকা নাড়ানো দেখতে পায়নি, গাড়ী ছাড়ার বাঁশি শোনেনি, দুধারের বাড়িগুলো কাঁপানো আওয়াজের এতটুকু তার কানে আসেনি। সে শুধু বহু দূরে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া দেশান্তরের গাড়ীর লাল আলোটুকু দেখেছে। তাই বা দেখেছে কই! সণ্টি ভাবছে দেখেছে। কিন্তু আসলে দেখেনি কিছুই। সে যখন গভীর ঘুমে ডুবেছিল তখনই মা চুপিচুপি কাউকে কিছু না বলে, কারো ঘুম না ভাঙ্গিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই ভিনদেশে পাড়ি জমিয়েছে। অভিমান বুকে নিয়ে মা চলে গিয়েছে। আর মা ফিরে আসবে না। কোনদিনও আসবে না। মাগো! ছেলের উপর রাগ করতে নেই মা। তোমার ছেলে তো জানোয়ার, পশু। অবলা পশুর উপর কেউ রাগ করে নাকি! ফিরে এসো, মাগো। সত্যি বলছি, মাইরী বলছি, আমি এখন থেকে খুব লক্ষ্মী ছেলে হয়ে যাবো। দেখো তুমি বলবে আমার সণ্টে বড় ভালো ছেলে। আমাকে আদর করতে করতে তুমি আবার রূপকথার গল্প বলবে, যেমন বলতে অনেক হাজার বছর আগে যখন তোমার সণ্টে এতটুকু ছিল, আবোল তাবোল কথা বলত।

না, শান্তি নেই কোথাও। শেয়ালদা স্টেশন থেকে সন্টি ফিরল। কোথায় যাবে সে! যাবার মতো কোথায় তার জায়গা আছে! এত বড় জগৎটার যেদিকেই তাকাও কোথাও দু-দণ্ড শান্তিতে থাকবার মতো এতটুকু জায়গা তার জন্য নেই। একবার ইচ্ছে হল মুনসীর দোকানে যায়। হাত দিয়ে একবার পকেট দেখে নিল। বেশ মোটা আছে ওগুলো। যাই শালা মুনসীর ওখানে মাল টেনে পড়ে থাকি। একমাত্র মালে শান্তি। কি সুধা আছে ধেনোর নীল্‌চে কালো বোতলগুলোয় কে জানে! একবার পেটে পড়লে তুমি কার, কে তোমার। শালা জগৎটা কেমন ঘোলা ঘোলা হয়ে যায়। যত ঝামেলা ঝঞ্ঝাট সব কিছু আপসে ডুব মারে। মালের করুণায় মুনসীর দোকানের গ্যাঁড়া ছেলেটাকেও মাঝে মাঝে মনে হয় দেবদূতের বাচ্চা, নয়ত স্বর্গের কিন্নরী।

না, সন্টি তবু মুনসীর দোকানে যাবে না। ঐ মুনসী ব্যাটাই তো তাকে ডুবিয়েছে। কাল রাতে অত মাল না খেলে হয়ত সকালেই সে হাসপাতালে পৌঁছে যেত। আর তাহলে তার মাকে অন্তত শেষ দেখা দেখতে পেত।

আর শুধুই কি তাই! মায়ের মরা মুখে সে একটু আগুন ছোঁয়ায়নি পর্যন্ত। অথচ সকালে গেলেই সেটুকু কর্তব্য অন্তত সে করতে পারত। তার মার এমনি পোড়া কপাল যে মরেও ছেলের হাতের একটু জল পেল না, মুখে কেউ একটু আগুন ছোঁয়াল না। সন্টির ইচ্ছে করে নিজের বুকে দুম দুম করে ঘুষি মারে। ন্যাপলা টেনে নিজেকে জবাই করে। শালা বেজম্মা! শালা নেড়ী কুত্তা! নিজেকেই সে গালাগালি করতে থাকে।

সারা দুপুর, সারা বিকেল সন্টি হেঁটেছে। হাঁটতে হাঁটতে সে আবার চলে এসেছে এসপ্ল্যানেড। রাজভবনের পাশ দিয়ে, ইডেনকে এক দিকে রেখে সে চলে আসে আউটরাম ঘাটের দিকে। কিন্তু পা আর চলতে চায় না। ও দুটো বেজায় ভারী লাগে, যেন দুটো বিশমনী পাথর।

সামনেই গঙ্গা। সন্টি নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে আসে সে-দিকেই। একটা খালি বেঞ্চ পেয়ে তার উপর বসে পড়ে। সে আর কিছু ভাবছে না। ভাবতে গেলেই তার মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মাথার ভিতরে অনেকগুলো শোঁয়া পোকা এক সঙ্গে নড়ে বেড়াচ্ছে। কুরে কুরে খাচ্ছে তার মগজটা।

গঙ্গার দিকে আনমনে চেয়ে থাকে সন্টি। এ পাশে দুটো জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। দূরে, খিদিরপুরের দিকে আরো অনেকগুলো জাহাজ দেখা যায়। অনেকগুলো স্টীমার এখানে সেখানে। আর আছে দেশী নৌকা। একটা পাল তোলা নৌকার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় এতে করে মানুষ চলে যায় না। মানুষ আসে। তারাও এসেছিল এমনি একটা নৌকায়। দূর নৌকা কেন, তারা তো রেলগাড়ী চেপেই এসেছিল! তারা মানে সন্টির বাবা আর মা। সন্টি তখনও হয়নি। এসব কথা সে পরে শুনেছে মায়ের কাছে। কোনো কোনো দুপুরে বা রাত্রে মা দেশের গল্প করত। দেশ ছাড়ার কথা শোনাত। দেশে তার বাবা নাকি আর থাকতে পারছিল না। হিন্দুরা সবাই তখন তাড়া খাচ্ছিল। ওটা নাকি পাকিস্থান হয়ে গেছে। হিন্দুদের দেশ আর নেই ওটা। হিন্দুদের তাড়িয়ে নাকি মুসলমানরা সেখানে একছত্র রাজত্ব করবে! তারা সুখে থাকবে!

কিন্তু সুখ কি অমনি করে আসে! পূব বাংলায় সত্তর-একাত্তরে এত রক্ত ঝরল কেন তাহলে! ওখানকার মানুষগুলো স্বাধীনতার জন্য এত মরীয়া লড়াই করল কেন! আর হিন্দুরা চলে আসার পরই কি ওরা সুখে ছিল! বোধহয় না। অন্তত রাজাবাজারের ডিমওয়ালা বুড়ো তো তাই বলত। কি নাম যেন ছিল বুড়োর! আব্দুল হালিম না আব্দুল আনসারী। ওর বাড়ীও তো ছিল ওপার বাংলায়। সে তো দেশে সুখে ছিল না। তাই ডিম ফিরি করে বেড়াত এই শহর কলকাতায়। ওপারে নাকি সুখ নেই, খাবার নেই, ব্যবসা নেই। ও তাই বলত। ওখানে নাকি থাকে কতকগুলো জানোয়ার আর তাদের পায়ের

তলায় মুখ থুবড়ে পড়া পূব বাংলার গরীব মানুষ। শালা গরীব মানুষ সব দেশেই মার খায়। গরীবের আবার ধম্ম! জাত! হিন্দু! মুসলমান! সব শালা গরীবের এক জাত। মার খাওয়া লোকের কি ধম্ম থাকতে হয় না জাত থাকতে হয়! আচ্ছা বুড়ো আব্দুল গেল কোথায়! বহু দিন তো আর ওকে দেখেনি সন্টি। হয়তো বা মরেই গেছে বুড়ো এতদিনে।

রাণাঘাট না হাসনাবাদ কোথায় নাকি ক্যাম্পে ছিল বহুদিন সন্টিরা। ক্যাম্পেই সে জন্মায়। পরে বোন যখন হয় তখন তারা ক্যাম্প ছেড়ে গেছে। কি সুন্দর দেখতে ছিল বোনটাকে। কেমন নরম তুলতুলে গাল, মাথায় কত চুল। আর রং। তার মতো কালো নয়। ফর্সা ছিল বোনটা। মার রং পেয়েছিল।

ক্যাম্পের কথা সন্টির ভালো মনে নেই। শুধু মনে আছে সপ্তাহে ওরা একদিন করে ডোল পেত। সেই ডোল নিয়েই কত মারামারি। তা থেকেও নাকি আবার বখরা দিতে হত ক্যাম্প বাবুদের। শালা বাবুদের নজর সব ভাগাড়েই আছে। যা কিছু করবে সঙ্গে সঙ্গে বখরা দাও! সে তোমার ন্যায্য পাওনাই হোক আর গতরের খাটনীরই হোক, বাবুদের ভাগ দিতেই হবে। না দিলেই বখেড়া বাধাবে। ঝনঝাট হবে! কে আর সে সব চায়। আর শালা একটা ক্যাম্পে কত লোক থাকত! যেন সব গরু ছাগল! এক একটা খোঁয়াড়ে ভরা জীবজন্তুর দল! তার মধ্যেই রান্না-খাওয়া শোওয়া বসা সব কিছু। এ ধারে ও ধারে পায়খানা-পেচ্ছাব, ছেঁড়া কাঁথা শুকনো, বাচ্চা বিয়োনো, মার আড্ডা ইয়ার্কি, গান বাজনা সব কিছু।

তবে ভাগ্য ভালো, ক' বছরের বেশি সন্টিদের সে ক্যাম্পে থাকতে হয়নি। কলকাতার কোন মাতব্বরকে ধরে ওর বাবা একটা কাজ জুটিয়েছিল। প্রেসের কাজ! দেশে থাকতেই বাবা এ কাজ জানতো। তাই বোধহয় চটপট কাজটা জুটে গিয়েছিল।

প্রেসের কাজটা পেয়ে সন্টির বাবা ওদের নিয়ে যায় হাতিবাগানের কাছে একটা ভাড়া বাড়ীতে। একতলায় অন্ধকার ঘর একটা। তবু ওদের মনে হয়েছিল অনেক অন্ধকার থেকে যেন অনেক আলোর রাজত্বে এসে পড়েছে।

এ সময়টা ওদের খুব ভালো কেটেছে। ওর বাবা পরিশ্রম করত উদয়াস্ত। সন্টির মনে পড়ছে ওর মা তখন সারাদিন। রান্না বান্না ঘর গেরস্থালীর কাজ সারত। তারপর সন্ধ্যে হলে কেমন সুন্দর করে চুল বাঁধত। সাবান কাচা ফর্সা শাড়ী পরত। মাঝে মাঝে কপালে টীপও পরত, আবার পায়ে আলতা লাগাতো। সন্ধ্যের আলো জ্বলে উঠলে ওর মা লক্ষ্মীর ছবির পাশে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করত। একটু পরেই লক্ষ্মীর বাতাসা নিয়ে ওরা ভাই বোনে ঝগড়া করত। বকুনিটা খেত সন্টি, আর বোন পেত বাতাসা। মাঝে মাঝে বাতাসা বেশি থাকলে আর ঝগড়া হোতো না।

এরপর ওর মার কাজ ছিল দুভাই বোনকে নিয়ে পড়াতে বসানো। পড়ত

তো ঘেঁচু। দু একবার চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়ত ব এ হ্রস্বই ক এ রফলা আর ম—বিক্রম অথবা দু এর পিঠে সাত সাতাশ, দু এর পিঠে আট আঠাশ। আর বোন পড়ত ক ম অ জ বিবি আর মাথা গুঁজে শেলেটে হিজি-বিজি দাগ কাটতো। একটু পরেই সন্টির মাথা ঘুরত, ত্রিভুবন দুলত। আস্তে আস্তে চোখ দুটো বুঁজে আসত আর তার পিছন পিছন আসত যত রাজ্যের ঘুম। বেশ ছিল কিন্তু তখন তারা সবাই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্টি।

বেশ ছিল তারা অনেক দিনই। তখন তারা রীতিমতো ভদ্দরলোক হয়ে গেছে। সে ইস্কুলে পড়ত। বোনটাও স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। এক ক্লাশ দু ক্লাশ করে সন্টি উপরে উঠেও যাচ্ছিল।

কেমন সুন্দর সহজ মধুর ছিল ওদের জীবন। সন্টির বাবা সকালে উঠে কাজে যেত। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে যেত। কিন্তু তবু রাত্রে শোবার আগে তার বাবার কাছে ওদের দু ভাই বোনের গল্প শোনা চাইই। কত গল্পই তার বাবা করত। রাজা-রাণী-রাজপুত্তুরের গল্প, ভূতের গল্প, ইতিহাস আর নানা দেশ-বিদেশের গল্প। তার বাবা আরো গল্প করত। পিছনে ফেলে আসা দেশের গল্প। কত ভালো লাগতো বাবার মুখে নতুন নতুন গল্প শুনতে। আর যদি কোনদিন তার বাবার ছুটি থাকত সেদিন তো আর কথাই নেই। সকাল থেকেই দু ভাই বোন বাবার পিছনে ছায়ার মতো ঘুরত। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরই তারা বেড়াতে যেত কোথাও না কোথাও। কোনোবার দক্ষিণেশ্বর, কোনোবার কালিঘাট, কোনোবার চিড়িয়াখানা, আবার কোনোদিন বা শিবপুরের বোটানি বাগান বা গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

সন্টির মনে আছে একবার তারা গিয়েছিল দমদমে উড়োজাহাজ দেখতে। এরোড্রোমে ঢুকতে না পেয়ে ওরা বাইরে থেকে দেখেছিল হাওয়াই জাহাজের ওঠা নামা। সেদিন কি যে আনন্দ আর বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছিল ওদের মনে সে আজো মনে আছে। ওর বোন সব থেকে অবাক হয়েছিল যখন দেখতে পেল একটা প্লেনের পেট থেকে অনেক লোক নেমে আসছে। সেও অবাক হয়েছিল খুব। কিন্তু বোনের কাছে গম্ভীর ভাব দেখিয়েছিল। যেন সে সব জানে।

কিন্তু ভদ্দরলোক হবার জন্য তো ওরা নয়। তাই একদিন ওদের ঘর ভাঙল। বাবা বাড়ী ফেরার পথে বাসের ধাক্কা খেল। বাড়ীতে খবর পেঁছিতে না পেঁছিতেই আরো খবর এসে গেল। হাসপাতালে ওর বাবার মৃত্যুর খবর। সন্টি হঠাৎ শিউরে ওঠে। তার বাবাও মরেছে হাসপাতালে। আর তার মাও তাই। তবে হাসপাতালই কি তাদের মতো লোকদের মরবার জায়গা! বাঁচবার জায়গা কোনটা! দূর তাদের আবার বাঁচবার জায়গা! শালা তারা তো ছোটলোক—তারা তো বাঁচবার জন্য জন্মায়নি। কিন্তু না, ওদের বাঁচার জন্য আছে মুনসীর দোকান, লোকপ্রিয়র আড্ডা, যাদবপুরের বস্তী! দূর শালা, ওগুলো তো বাঁচবার জায়গা নয়! একটু একটু করে মারবার জন্য বাঁচিয়ে রাখার জায়গা।

সন্টি উঠে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু উঠেই আবার বসে পড়ে। সামনে একটা গাড়ী দাঁড়ালো। গাড়ীর নম্বরটা কেমন যেন চেনা চেনা। শালা কত গাড়ীর নম্বরই তো তারা চেনে টিকিটের দৌলতে। ও সেই গাড়ীটা! ওই তো সেই মোটা মাড়োয়াড়ী আর ডবকা ছুঁড়ীটা নামছে। শালা এই এক দুনিয়া! মোটু শালা কেমন ছুঁড়ীটাকে নিয়ে ঘুরছে! বেড়ে আছে ব্যাটা। চাঁদির জুতো মেরে দুনিয়ার সব মজা লুটে নিচ্ছে। আরে দূর, পয়সা আছে বলেই মেয়ের বয়সী একটা ছুঁড়ীকে নিয়ে ঘুরতে হবে! তাজ্জব দুনিয়াকী হাল!

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চারিদিকে শহর কলকাতা দীপাবলীর মালা গলায় জড়িয়েছে। কিন্তু সামনের গঙ্গা অন্ধকার। এখানে ওখানে আলোর চ্ছটা এসে পড়েছে। তবু কেমন একটা অনাদি অন্ধকারের স্রোত বয়ে চলেছে বলে মনে হয়। সন্টি সেদিকেই তাকিয়ে ছিল। আলোর পাশেই অন্ধকার। আলোর লোক মোটুরা আর শালা তারা কুত্তার দল, সব আঁধারের জীব। নোংরা ঘেঁটে ঘেঁটে আর অন্ধকারে খোঁচড়া মেরে তাদের জীবন। ওরা আলো চায় না। ও আলোয় অনেক ঝঞ্ঝাট। তার চেয়ে এ আঁধারে গোলমাল নেই। মুখে আর মুখোশ এঁটে ঘোরার ঝামেলা থাকে না।

মোটু আর মেয়েটা ওপাশে ঘাসের উপর বসেছে। শালা পীরিত দেখ। এমন ভাবে বসেছে যেন নতুন বিয়ে করা বৌকে নিয়ে গঙ্গার পাড়ে ফুর্তি লুটতে এসেছে। রাগে সন্টির গা জ্বালা করে। আবে শালা সন্টি, তোর কি! ওরা যদি ফুর্তি করে তোর মনে অমনি হিংসে হবে কেন! মোটু শালা মরদ, মেয়ে মানুষ পোষার হিম্মৎ রাখে। আর তোরা শালারা লেড়ীর দল, নিজেদের খাবার মুরদ নেই, আবার অন্যে খেলে কাছে গিয়ে কেঁউ কেঁউ করবি। কড়া ধমক দেয় সন্টি নিজেকে।

অনেকক্ষণ এখানে বসে আছে সন্টি। অনেক অনেকক্ষণ। গঙ্গার ধারে ভীড় কমতে সুরু করেছে। তবু এখনও অনেক লোক আণ্ডা বাচ্চা নিয়ে ঘুরছে। অনেক মেয়েপুরুষ এখনও এখানে ওখানে বসে। ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ। ফুচ্‌কাওয়ালার কাছে ভীড় একটুও কমেনি। আর ভীড় কমেনি ওপাশের ঠাণ্ডাপানীর দোকানে। সন্টির গলাটাও শুকিয়েছিল অনেকক্ষণ থেকে। ঠাণ্ডা পানীর দোকান দেখে তেষ্টাটা যেন আরো বাড়ল। যাবে নাকি ওখানে সে। একটা বোতল গলায় ঢাললে হোত! দূর রং করা জলের বোতলে কি তেষ্টা যায়! মালের বোতল হলে হত। না, মাল আর সে খাবে না। জান কবুল।

উঠে পড়ে সন্টি। হঠাৎ ওর চোখ যায় ওপাশের ঘাসের উপর বসে থাকা মোটু আর মেয়েটার দিকে। আইসক্রীম খাচ্ছে দুজনে। মোটু কি বলছে মাঝে মাঝে আর মেয়েটা হাসছে। ল্যাম্প পোস্টের আলো মেয়েটার মুখে পড়েছে। দিব্যি দেখতে তো ছুঁড়িটাকে। বেশ মিষ্টি মিষ্টি মুখ খানা। হাসিটাও শালা

বেড়ে। না মোটু শালা লাকী। আরে দাদ্‌দা, ছুঁড়ীটা যে বারবার তাকেই দেখছে। হ্যাঁ, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর ঘুরে ঘুরে তাকেই দেখছে। যা শালা চিনতে পেরেছে নাকি রে! আর চিনলেই বা কি! ও আছে ওর নাগর নিয়ে। আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক! সন্টি চলতে সুরু করে।

সন্টির অনুমান সত্যি। মালতী অনেকক্ষণ থেকেই তাকে দেখছিল।

প্রথমটা চিনতে পারেনি। কেনা কে বসে আছে। কিন্তু রাস্তার জোরালো আলোয় সন্টির তীক্ষ্ম নাসা আর বড় বড় চোখ দুটো ওর নজর এড়ায়নি। এই তো সেই ছোঁড়াটা। উঠতি গুণ্ডা! না পুরো মাস্তান। একে তো সে সেদিন দেখেছিল বিকন লাইট' সিনেমার ওখানে। কালোবাজারে টিকিট বিক্রী করছিল। পুলিশের ভয়ে ওদের গাড়ীতেই টিকিট দিয়ে গেল। পুলিশকে যেন কি বলে ওরা। মালতী মনে করতে চেষ্টা করে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। খোচড়। সঙ্গে সঙ্গে মালতীর কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে একটা কথা মনে পড়ায়। কালো মাণিক তাকে যেন কি বলেছিল! লাইনের লোক! কি দুঃসাহস ছেলেটার। কিন্তু সেদিন একে যেন অনেক উজ্জ্বল, অনেক প্রাণবন্ত লেগেছিল। আজকের মতো নয়। আজ ছোঁড়াটাকে কেমন যেন লাগছে! কপালের বাঁ দিকে প্লাস্টার আটকানো। মুখটা ভীষণ শুকনো। বড় বড় চোখ দুটোর চারপাশ ঘিরে কালি পড়েছে। কে জানে কি হয়েছে ওর। কালোবাজারী গুণ্ডা, কোথায় হয়ত মারামারি করেছে। হয়ত পালিয়ে এখানে এসে বসে আছে। তাই হবে। নইলে কোথায় 'বিকন লাইট' সিনেমা আর কোথায় আউটরাম ঘাটের গঙ্গার ধার। কিন্তু সত্যিই ছেলেটাকে খুব বিষণ্ণ লাগছে। বিষণ্ণ আর হতাশ। হয়ত ও খুব ক্লান্ত। দূর, এই মস্তানরা কখনও ক্লান্ত হয় না। ওদের মুখে কেউ কোনদিন অবসাদ দেখতে পায় না। মারছে, ধরছে, মারখাচ্ছে, পুলিশে ধরছে। ওদের মুখ দেখে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। কিন্তু তবু, মালতীর মনে হয়, সে ভুল দেখেনি, ভুল দেখছে না। ছেলেটিকে সত্যিই অত্যন্ত মনমরা লাগছে। নিশ্চয়ই ওর কিছু হয়েছে। বড় কিছুই বোধহয়। কালোমাণিকের জন্য কেমন একটা মায়া বোধ করে মালতী।

'কি ভাবছ, মাল্‌তী?' মালতীকে অন্যমনস্ক দেখে ওর সঙ্গী প্রশ্ন করে।

'না, কিছুই না। আচ্ছা ঐ ছেলেটাকে চিনতে পারছ?' সন্টির চলন্ত মূর্তিটা দেখিয়ে মালতী জিজ্ঞাসা করে।

'না তো। কত ছেলিয়াকে রোজ দেখ্‌ছে হামি—এতো খেয়াল কি রাখা যায়! কেনো কি হলো? ওকে তুমি চিনছ নাকি?'

'দেখেছি। ঐ সেদিন গাড়ীতে সিনেমার যে টিকিট দিয়ে গেল।'

'ওঃ কালোবাজারের কালোমাণিক! কিন্তু উ বেটা ইখানে আবার কেনো?'

'কেন এখানে আসলে কি হয়েছে?' মালতী সকৌতুকে প্রশ্ন করে।

'কি হয়েসে! তুমি তো জানো না, মাল্‌তী, ওরা সোব পারে। ছিনতাই,

হাজানী, চোরি মায় আদমী খুন পর্যন্ত। ইখানে হারামীটা কোন্ মোৎলব নিয়ে এসেছে কে জানে!' একটু থেমে মোটা সঙ্গী আবার বলে, 'চলো মালতী রাত বাড়ছে। শালারা সুযোগ মতো ফাঁসিয়ে দিলেই মুসকিল।'

মোটুর কথা শুনে খিল খিল করে হাসে মালতী। 'তুমি তো আচ্ছা ভীতু। ও তো একলা আছে, আর এখানে কত লোক। একলা ওকি করবে?'

'একলা নয়, মাল্‌তী, একলা নয়। উ শালাদের দল সোব সোময় হাজির থাকে। দরকার মত জুটিয়ে যায়। বোমা মেরে, চাকু চালিয়ে সব লুটে পুটে নিয়ে যায় তারপর।'

আবার মালতী হাসে। 'এত ভয় যদি তবে মেয়ে মানুষ সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার হাওয়া খেতে এসেছ কেন? তুমি বসো, আমি একটু ঠাণ্ডা পানী খেয়ে আসি। তুমি খাবে?'

'আরে ব্বাপ্! এই তো আইসক্রীম খাইলাম। ঠাণ্ডায় আমার দাঁতগুলো এখনও ঝন্‌ঝন্ করছে। ইয়ার উপর ঠান্ডাপানী।'

'আমি আসছি।' মালতী উঠে যায়! সে দেখেছে কালোমাণিক ঠাণ্ডা পানীর দোকানে গেছে। ওকে ও দেখবে সামনাসামনি। দেখবে কোন সাহসে ও তাকে অপমান করেছিল।

অন্ধকার কোণটায় দাঁড়িয়ে সণ্টি থাম্‌স আপে কাঠি ডুবিয়ে তারিয়ে তারিয়ে টানছিল। সেখানে এলো মালতী। তারও হাতে ঠাণ্ডা পানীর বোতল। সামনাসামনি এসে দাঁড়ায় মালতী, মুখোমুখি। সণ্টির ঠোঁটে ধরা স্ট্রটা থাম্‌স আপের বোতলে ডোবানো। মালতীর হাতে ধরা বোতল। দুজনে দুজনের দিকে তাকায়। একবার। দুবার। সণ্টির সারা শরীরে একটা শিহরণ বয়ে যায়। কেমন একটা কাঁপন লাগে পা দুটোয়। শালা ছুঁড়ীটা উঠে এখানে এসেছে কেন! কি চায় ও? এমন করে ওকে দেখছেই বা কেন!

'চিনতে পারছ?' মালতীর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

'কাকে বলছেন? আমাকে?' সন্টি ঠিক বুঝতে পারে না। আসলে ও ভাবতেই পারছে না যে মালতী যেচে ওর সঙ্গে কথা বলবে।

'তোমাকে বলছি নাতো আর কাকে বলছি! চিনতে পারছ?'

সন্টি মাথা নাড়ে। না সে চিনতে পারছে না।

'ন্যাকা। সেদিন গাড়িতে টিকিট বিক্রী করে গেলে মনে নেই?'

সন্টি মালতার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামায়। কি মৎলব ছুঁড়ীটার! দিল্লাগী করতে এসেছে নাকি! কিন্তু হঠাৎ তার গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে দিল্লাগী করবার কারণ কিছু নেই তো!

হঠাৎ সন্টির চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, ঠিক। ওকে দিয়ে হয়ত ছুঁড়ীটা কোন মৎলব হাসিল করতে চায়। বেজায় শয়তান এই মেয়েছেলেগুলো। এরা শালা পয়সার জন্য সব পারে। ভুঁড়িওয়ালা বাপের বয়সী আদমীর সঙ্গে

যেমন সিনেমা যেতে পারে, গঙ্গার ঘাটে বসে মোহব্বতের খালসা দেখাতে পারে, তেমনি আবার শালা হাসতে হাসতে লোকের খাবারে বিষ মিশিয়ে খতম করে দিতে পারে। এদের না আছে শরম, না আছে আব্রু, না আছে ডর। তাদের ছিনতাই আর কালোবাজারী পার্টির ছেলেগুলো এদের কাছে নেহাৎই দুধের বাচ্চা। সন্টির এমনিতেই মেজাজ খারাপ। এখন মালতীকে দেখে খাপ্পা হয়ে যায় মনে মনে। কিন্তু ছুঁড়ীটা অমন মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসছে কেন? কি চায় ও?

'কি চাই আপনার?' অসম্ভব গম্ভীর লাগে সন্টির গলা।

মালতী একটু থতমত খায়। ও হয়ত একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। তা হোক। ও তবু দেখবে কালোমাণিককে। কোথায় ওর জোর! কোন জোরে ও সেদিন তাকে যাচ্ছেতাই বলেছিল।

'তোমার নাম কি?'

'কেন? আমার নামে আপনার কি দরকার?'

মনে মনে শঙ্কিত হয় সন্টি। ছুঁড়ীটা ওর নাম জানতে চাইছে কেন আবার। একটা সম্ভাবনায় সে আশঙ্কিত হয়। ছুঁড়ীটা পুলিশের লোক নয়ত আবার! মোদকের দোকান লুঠের ব্যাপারে সন্দেহ করছে না তো তাকে!

'বলই না তোমার নাম। নামটা বলার মতো সাহস নেই বুঝি?'

আত্মাভিমানে ঘা লাগে সন্টির। বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়। 'আমার নাম সন্টি।'

'কি জাত? উপাধি কি? নাম কিভাবে বলতে হয় তাও জানোনা?'

মেয়েটা যেন ধমকাচ্ছে! সণ্টি খুব অবাক হয়।

'সন্টি, সন্টি মুখার্জী।'

'বামুনের ছেলে! কোথায় থাকো?'

এবারে রেগে যায় সন্টি। এত হাঁড়ির খবরে তোমার দরকার কি বাপু! দেয়ালা করার জায়গা পাওনি বাবা।

'অত খবরে আপনার দরকার কি? কেটে পড়ুন তো এবার। খুব হয়েছে।'

যাঃ বাব্‌বা। ছুঁড়ীটা ভয় পাচ্ছে না তো একটুও। কেমন করে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে! চোখ দুটো বেশ। সণ্টির সারা শরীরে একটা হিল্লোল বয়ে যায়। সেও হেক্কড়বাজী করবে নাকি! না। খুব কষে সণ্টি নিজের মনকে একটা ধমক দেয়। মেয়েছেলে মানে যত অশান্তি! শালা ও সব লাইনে গিয়েছ তো মরেছ। এক্কেবারে খতম।

সণ্টি কথা বলে না। গম্ভীরভাবে ঠাণ্ডাপানীর দোকানে খালি বোতলটা ফেরৎ দেয়। পকেট থেকে পয়সা বার করে দিতে যাচ্ছে, মালতী বারণ করল।

'পয়সা দিতে হবে না।'

'কেন ?' সন্টি অবাক হয়।

'আমি দাম দিয়ে দিয়েছি।'

দাম দিয়ে দিয়েছে! সংশয় আর সন্দেহের দোলায় সন্টি দোলে।

'কেন? কেন দাম দিলেন? কে আপনাকে দাম দিতে বলেছিল? ফেরৎ নিন পয়সা।' সে একটা দশ টাকার নোট বার করে।

'এমনিই দিলাম।' সন্টিকে ভালো করে দেখতে দেখতে মালতী নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দেয়। কেমন একটা বেদনার ছোঁয়া তার প্রাণে জাগে। কারণ কিছু বুঝে উঠতে পারে না। কোথায় কোন লুকানো বীণার তারে হঠাৎ ঘা লেগেছে। গোপন গভীর ব্যথার একটা সুর তার মনে টন্‌টন্‌ করে ওঠে। তার খালি মনে হতে থাকে কোথাকার একটা গোপন সূত্রে সে যেন বাঁধা ঐ আওয়ারা মার্কা বাউণ্ডুলে ছেলেটার সঙ্গে।

ইখানে কি হইতেসে, মাল্‌তী? ঠাণ্ডাপানী খাইয়েস তো! আভী চলো, ঘর চলো।' মোটা মারোয়াড়ী হন্তদন্ত হয়ে আসে। সে দূর থেকে লক্ষ্য করেছে মালতী আর সন্টির কথা বলা।

'হ্যাঁ, চল।' খুব বড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালতী।

ফিরতে গিয়ে সন্টির দিকে বড় বড় চোখ মেলে একবার তাকায়। সে চোখে কি লেখা সন্টি বোঝে না। তার খালি মনে হয় যে চোখে এতক্ষণ ঝিলিক্‌ ছিল সে চোখ দুটো যেন হঠাৎই স্তিমিত হয়ে গেছে। চোখের সব বিদ্যুৎই যেন হারিয়ে গিয়েছে কুয়াশার সমুদ্রে।

মালতীরা চলে যায়। সন্টি তবু দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের গাড়ীর পিছনের লাল আলোটুকুও মিলিয়ে যায়। সন্টি তবু তাকিয়ে থাকে। কেন এসেছিল মেয়েটি! কি নাম ওর! কোথায় থাকে! কিছুই তো জানা হয়নি। জানবার সময়ই বা পেল কোথায়! যেটুকু জানবার ওই তো জানাছিল। সন্টি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

যত শালা বখেড়া! সন্টি নিজেকে চাঙ্গা করতে চায়। বদমাস্‌ ছুঁড়ী, ওর সঙ্গে একটু মজাকী করে গেল। চোখের ঈশারায় শালা দিল্‌কা দেওয়ানী করতে এসেছিল। আসলে ছুঁড়ীটা এক নম্বরের রংবাজ। মোটুর কাছে নিজের কিম্মৎ বাড়াবার জন্য সন্টির সঙ্গে ফরবেশী করল। হ্যাঁ ঠিক্‌ ধরেছে সন্টি। মোটু শালা যেভাবে ছুটে এল তাতে মনে হচ্ছিল যেন ওর প্যারের মাল্‌কে কেউ লুটে নিচ্ছে। দাম বাড়া বাবা, নিজের দাম বাড়িয়ে যা। মোটু যেন পায়ের তলায় চিরদিন থাকে। তবেই শালা সুখ আর শান্তি পাবে। নিজের দাম কমিয়েছ তো মোটু তোমার পাছায় লাথি মেরে বার করে দেবে। তারপর নতুন চিড়িয়া আম্‌দানী করে নিজের ফুর্ত্তি বজায় রাখবে।

সন্টি পুব মুখো হাঁটতে থাকে। কটা বাজে এখন! কে জানে! তার আবার বাজাবাজির কি দরকার! ছুপড়ে ফিরতে হবে। সারাদিন যেখানেই থাকো বাওয়া, রাতের বেলায় সেই ছুপড়। হয় মুনসীর দোকান, নয় গাড়িয়া-

হাটের ভাঙ্গা ঘর। আর একটা জায়গা ছিল যেখানে সে প্রায় রাতেই ফিরত কিন্তু সেখানে আর সে যাবে না কোনদিন। সে ঘরের সঙ্গে ওর নাড়ীর বন্ধ ছিল। কিন্তু আজ সকাল থেকে সে সব চিচিং ফাঁক্ হয়ে গেছে। ঐ দে দু'চোখ ভরে আবার জল গড়িয়ে পড়ছে! দূর শালা, সারা দিন তো প্যান প্যান্ করে মেয়ে মানুষের মতো কাঁদলি। এবার থাম বাবা। মরদের বাচ্চ মরদ! অত প্যান্ প্যান্ করলে শালা ঘোম্‌টা দিয়ে রাস্তায় হাঁট। প্যাণ্ট খুলে শাড়ী পরে নে।

মেট্রো সিনেমার সামনে এসে দাঁড়ায় সণ্টি। আর হাঁটতে ভালো লাগছে না। আর হাঁটতে পারছে না সে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। জবর ক্ষিধে পেয়েছে। সকাল থেকে তো না খেয়েই আছে বলতে গেলে। আবার কা থেকে হবিষ্যি না কি যেন বলে তাই করা। দূর শালা মা মরলে যখন মুখে আগুন দিলি না তখন লোক দেখানো ভড়ং কেন বাবা! হবিষ্যি মবিষ্যি ওস করা হবে না। মা মরে গেছে, কেঁদে নে খুব করে। সুবিধা মতো গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে দে। চুকে যায় সব ল্যাঠা! তা না ঢং করে গলায় কাঁচা বেঁধে নতু সরায় আলোচাল সেদ্ধ চিবিয়ে দিন কাটাও। তাতেও কি শেষ আছে! কদিন পরে বামুন ডেকে শ্রাদ্ধ করো। পাঁচ শালাকে ডেকে একগাদা খরচ করে ভূরি ভোজ করাও। তারপর ন্যাড়া মাথায় খোল করতাল নিয়ে নেচে নেচে কেত্ত করো। দূর তোর আচার নিয়ম! ওসব তার দ্বারা হবে না। আর তাছাড় যার মা হাসপাতালে বিনি চিকিৎসায় মারা যায় আর মরার পরও জল্‌জ্যান্ত ছেলে থাকতে ছেলের হাতে মুখে আগুন পায়না, তার পক্ষে ওসব নিয়ম কানুন মান অসম্ভব শুধু নয়, অন্যায়। এ যেন শালা ঠিক নিজের হাতে খুন করে তারপর সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য লোক দেখান ধুম ধাম, শ্রাদ্ধ শান্তি। ওসব ভড়ং সে করবে না। সে লোকে যাই বলুক্।

দক্ষিণ মুখো একটা বাসে চেপে বসে সণ্টি।

পাঁচ দিনের দিন সণ্টি হাজির হয় তার পুরনো আড্ডায়। চেনা মুখগুলো ওকে দেখে বিস্মিত হয়। একি সেই সন্টি! ওকে দেখে ছুটে আসে ওর সাঙ্গাৎরা। বিলে, গুলে, প্যাণ্টা আর বিশু।

'কোথায় ছিলে এতদিন গুরু?'

সণ্টির মা মরার খবর ওরা কোথা থেকে শুনেছে। একটা না বলা গভীর বেদনায় ওদের ম্লান লাগে খুব। সণ্টি সেটুকু লক্ষ্য করে। ওর খুব ভালো লাগে। তার ব্যথার ভাগীদার এরা। এরা তার বন্ধু, সহকর্মী, সহমর্মী কৃতজ্ঞতায় গলে পড়ে সণ্টি। ইচ্ছে করে ওদের প্রত্যেককে এক সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরে। তার বলতে ইচ্ছে করে—এই দুনিয়াতে আমি একলা নই, আমার সঙ্গে

এরা আছে। এই গুলে, বিলে, প্যাণ্টা আর বিশু। আমার দুঃখে এরা কাঁদে। আমার সুখে এদের সুখ।

নানা কথা বলে ওরা। সন্টিকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে ওরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এ-কদিন সবাই কেমন ঝিমিয়ে ছিল। কোনো কাজে উৎসাহ ছিল না। কোনো কিছুতেই স্ফূর্তি আসত না।

'হ্যাঁরে, সেল দিচ্ছে কেমন?' সন্টি জিজ্ঞেস করে।

'আর বোলোনা মাইরী। প্রথম দুদিন খুব চলেছিল। এখন শালা ফ্রণ্ট স্টলই ফুল হচ্ছে না।' গুলে উত্তর দেয়।

'কাল নতুন বই দিচ্ছে গুরু। অমিতাভ বচ্চন, রেখা, গোবিন্দ আর কল্পনা আইযার আছে।' প্যাণ্টা সুখবর দেয়।

'দূর অমিতাভের জেল্লা খতম হয়ে গেছে। তবে গোবিন্দ একাই একশ।' গুলে ফোড়ন কাটে।

'ইস্‌মে রেখা হ্যায় হুঁসিয়ার!' প্যাণ্টা লাফিয়ে ওঠে। সবাই জানে ও রেখার ফ্যান্‌। সকলে হেসে ওঠে।

'সকালে উঠেই লাইন লাগাতে হবে গুরু। কাউণ্টারবাবু লাইনের বাইরে টিকিট দেবে না বলে দিয়েছে। ঠোলা এসেছিল। নতুন দারোগা নাকি শাসিয়ে গিয়েছে।' বিলে সবিনয়ে জানায় ওদের বর্তমান অসুবিধার কথা।

'ভালো কথা গুরু। পরশুদিন কে একটা ছুঁড়ী তোমাকে খুঁজতে এসেছিল। খুব সুরৎ লড়কী। পাকা আপেল মাইরী।' বিশের হঠাৎই কথাটা মনে পড়ে।

ছুঁড়ী খুঁজতে এসেছিল! তাকে! সন্টি ভীষণ অবাক হয়। দূর বাজে কথা। তাকে খুঁজতে কোনো মেয়ে আসবে কোথা থেকে! তাও আবার খুব সুরৎ লড়কী। এমন সৌভাগ্য তার হবে কেন!

'কাকে না কাকে খুঁজছিল। তুই অমনি ঝাড়লি আমাকে খুঁজতে এসেছিল।' সন্টি মৃদু ধমক দেয়।

'খোদার কসম গুরু। তোমায় শালা গুল ঝাড়ব আমি! কি যে বলছ গুরু।' বিশে নিজের বক্তব্যে অবিচল থাকে।

'হ্যাঁগো, গুরু। একদম পক্কী বাৎ। আমাকেও শুধিয়েছিল তোমার কথা। কেমন করে যেন ছুঁড়ীটা বুঝে গিয়েছিল আমরা শালা একদলের।' বিলে বিশেকে সমর্থন করে।

'কেমন দেখতে বলত? ফর্সা রং, মিষ্টি চেহারা আর ভাসা ভাসা চোখ?' সন্টি যেন আস্তে আস্তে চোখের সামনে দেখতে পায় একটা পরিচিত চেহারা।

'খুব সুরৎ লড়্‌কী খুব! তুমি যেমনটা বলছ তেমনটাই বটে। মাধুরী পাশে দাঁড়াতে পারবে না। আবার এসেছিল গাড়ী হাঁকিয়ে।' বিশে জবাব দেয়।

গাড়ী চড়ে এসেছিল! খুব সুরৎ লড়্‌কী! ফর্সা রং, মিষ্টি চেহারা আর

ভাসা ভাসা চোখ! সন্টির আর সন্দেহ থাকে না। সেই মেয়েটিই এসেছিল তাকে খুঁজতে। কিন্তু কেন! আবার কি মৎলব ভেঁজেছে কে জানে! শালা গভীর গাড্ডায় ফেলল তো ছুঁড়ীটা। দিল্লাগী করার ধান্দায় এবার নিশ্চয়ই আসেনি। কোনো প্যাঁচ্ আছে ভিতরে? জরুর। কিন্তু কি সেটা! সন্টি বন্ধুদের কাছে পুরো ব্যাপারটার কিছুই ভাঙ্গে না। দেখাই যাক্ না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

'কি, গুরু, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ মাইরী?' বিলে ফোড়ন কাটে।

'গাড়ী চড়া লড়কী! তায় বেজায় সুন্দরী! ব্যাপারটা সিনেমার মতন। লেকিন্ সাবধান গুরু।' বিশুরা সতর্ক করে।

'গোপনে পেরেম জমে উঠেছে। কি বল গুরু?' প্যাণ্টা ঠাট্টা করে।

'চুপবে। ওসব পেরেম পীরিতের ঢং আমার ভালো লাগে না! ছুঁড়ী খোঁজ করলেই পেরেম হয়ে যায়! শালা পীরিত কি রাস্তায় পড়ে থাকে বে।' সন্টি নিজেকে রক্ষা করতে চায়।

'চালাকি ছাড় গুরু। শালা প্যার করছ লুকিয়ে লুকিয়ে, আবার চিপ্‌ছ! তোমার কপাল ভালো, সন্টিদা। বেড়ে মাল লড়িয়েছ।' বিলে কটাক্ষ করে।

'চুপ কর শালা ছৌড়িবাজ। তোর মত সবাই নাকিবে? সুন্দর পানা মেয়েছেলে দেখলেই তোর তো লোলা দিয়ে জল ঝরে।' শক্ত ধমক দিতে চায় সন্টি।

প্রসঙ্গ পালটায় সে। কিন্তু মনটা অকারণ পুলকে যেন উড়তে চায়। সন্টির হঠাৎই খুব ইচ্ছে করে একটু টুইস্ট নাচতে। কিন্তু চেপে যায়। বেসামাল হলেই মুস্কিল! ছোঁড়াগুলো অমনি ওকে ছিঁড়ে খাবে।

'এখন কি প্রোগ্রাম গুরু?' প্যাণ্টা জানতে চায়।

'মুনসীর দোকানে মাল খাওয়া।' বিলে চটপট জবাব দেয়। 'গুরু লড়িয়েছে, আমাদের শালা এখন ফুর্ত্তির টাইম।'

'বিলে, এবার তোর কলজে ছিঁড়ে নেব। শালা ইতরামীর একটা সীমা আছে।' সন্টি এবার সত্যিই চটে যায় ভীষণ। কোথাকার একটা মেয়ে। কিনা কি মৎলবে ঘুরছে, আর এ শালারা ধরে নিল সে তার সঙ্গে প্যারমোহাব্বত করছে। শালারা কি জানেনা ওসব বেলেল্লাপ'না তার ভালো লাগে না। চ্যাংড়ারা এতদিনেও কি বোঝেনি মেয়ে মানুষ নিয়ে কেচ্ছা করা তার নীতি বিরুদ্ধ। মনাকে সে ঐ জন্যই দল থেকে তাড়িয়েছিল। আর তাছাড়া পীরিত ফীরিতের নোংরা তাদের মতো ছোট লোকদের জন্য নয়। শালা ভদ্দরলোক হও, ট্যাকে মালকড়ি থাকুক, ওসব পেরেম ফেরেম শোভা পাবে। একটার পর একটা ছুঁড়ী পাল্টে যাও, রোজই নতুন নতুন মাল চাখো, কোনো দোষ নেই। তোমরা এসব কোর না বাপু। তোমরা শালা ছোটলোক। বড় জোর মাল খাও, বাংলা টেনে বুঁদ হয়ে থাকো। মহাশান্তি পাবে।

কিন্তু মাল সে আর খাবে না ভেবেছিল যে। দূর শালা, ওসব ভাবাভাবি ছাড়ো। সারাদিন ফেরেববাজি করবে, হুজ্জোত-হাঙ্গামা পোয়াবে আর রাত্তির বেলা একটু মাল টানবে না! তবে দুনিয়াতে কি থাকল বাওয়া! গরীব বলে কি একটু আমোদ-ফুর্ত্তি করার অধিকার নেই! আছে বে আছে। বড় লোক হলে, ভদ্দরলোক হলে বিলাতী মাল চালাও। শালা হুইস্কি খাও, রাম খাও, ভোড্কা খাও, ভাট্ সিক্সটি নাইন খাও। আর গরীব হলে ধেনো টানো। পকেট একেবারে গড়ের মাঠ থাকলে চুল্লুর আড্ডায় ভীড়ে যাও। পেসাদ জুটে যাবেই। আর যদি কারো বউ-এর মাথার দিব্যি থাকে তবে সে শালা আর কি করবে! গাঁজার কল্কে চড়িয়ে দমভরে টানবে। শালা মগজে ধোঁয়া চড়ুক—দেখতে দেখতে ত্রিনয়ন খুলে যাবে।

মালের চিন্তায় সন্টির জিভে জল আসে। ওঃ শালা পাঁচ-সাত দিন পেটটা খালি। দুনিয়াটা একদম ফাঁকা লাগছে। মগজে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাচ্ছে। শরীরে শালা একদম শক্তি নেই। কিন্তু মাল খাবে না যে ভেবেছিল! কি আমার সতীরে! শালা কালোবাজারে সিনেমার টিকিট বেচবে, ছিন্তাই করবে, সুযোগ পেলে হেক্কড়বাজী করবে আর সকালে সন্ধ্যায় তুলসী পাতা ধোয়া জল খাবে। ন্যাক্ড়াবাজী ছাড়ো বাবা। ওসব পতিজ্ঞে ফতিজ্ঞে শিকেয় তোলো। এখন দমভর মাল টানো। জয় বাবা মালদেবের জয়।

সন্টিরা সদলে মুন্সীর দোকানের দিকে যাত্রা করে।

পরের দিন। সন্টির দলের কারো সময় নেই সকাল থেকে। আজ নতুন বই রিলিজ করবে। অমিতাভ-রেখার ছবি। সঙ্গে আছে গোবিন্দার দুঃসাহসিক কাজকর্ম। পেন্টালের ভাঁড়ামি আর কল্পনা আয়ারের স্বল্পবাস দেহের চটুল নৃত্য অতিরিক্ত আকর্ষণ। সকালেই ওরা লাইনে দাঁড়িয়েছে। বুকিং খোলার সঙ্গে সঙ্গেই রিয়ার স্টলের টিকিটের সেল খতম। ম্যাটিনি আর ইভিনীং দুটো শোয়েরই অনেকগুলো টিকিট সন্টির দল কব্জা করেছে। সঙ্গে কিছু আছে ইভিনীং-এর ড্রেস সার্কল ও ব্যালকনী। খুব খুশী ওরা। ক'দিন বাজার একদম ডাল গেছে। আজ কিছু আমদানী হবে।

সন্ধ্যের শো সুরু হবার সময় হয়ে আসছে। সন্টির কাছে রিয়ার স্টলের টিকিট আর নেই। ব্যালকনিও উঠে গেছে। দুটো ড্রেস সার্কেল বাকি আছে। তাও থাকবে না। অনেকক্ষণ আগে 'হাউসফুল' লটকে গেছে। এদিকে পার্টি এসে গেছে। দরাদরি করছে। ছ্যাঁচ্ড়া পার্টি এটা। সন্টি হাসে। ভালো পার্টি দরাদরি করে না। যা দর হাঁকে তাতেই টিকিট কেনে। ওরা সিনেমা দেখতে এসে ফিরে যায় না কখনও। অনেকেই জোটে এমন দরাজ দিলের। দু-একটা ছ্যাঁচ্ড়া আসে। কুচো চিংড়ীর বাজার দরাদরি করে। দশ পয়সা দাম কম দিতে পারলে খুশী হয়। মনে করে খুব জিতলাম। এদের করুণা করে সন্টি। শালা ব্ল্যাকে টিকিট কিনে সিনেমা দেখবে আবার মেছোহাটার

বাজার বসাবে। কিন্তু জিততে এরা বিশেষ পারে না। ডিমাণ্ড বুঝে, বই বুঝে, আর পার্টি বুঝে সণ্টিরা আগেই দাম চড়িয়ে রাখে। কিছু ছাড় দিলেও লাভ বেশি।

শেষ টিকিট দুটো হাতছাড়া করে দিল সণ্টি। মনটা বেজায় খুশী। আমদানী ভালোই হয়েছে আজ। বইটা হিট্ করলে আরো অনেক দিন পয়সা দেবে। তবে শালা বাজারে ভিডিও ক্যাসেট না বেরিয়ে যায়। ক্যাসেট বেরলেই সিনেমা চলে না। ওদেরও মন্দা চলে।

আপকো বোলা রহী হ্যায়।

মুখ ফেরায় সণ্টি। কথাটা তার কানে গেছে। সামনে দাঁড়িয়ে উর্দি আঁটা একটা লোক। পোযাকে ড্রাইভার জাতীয় মনে হয়।

'কৌন?' ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে সে।

'মেমসাব! ওহী গাড়ীমে হ্যায়।' ড্রাইভার জানায়।

মেমসাব! মেমসাব আবার কে ডাকে! আবার তাকেই বা ডাকবে কেন! চকিতে একটা সম্ভাবনার আলো সন্টির চোখে ঝিলিক মারে। আলগোছে চুলে একবার হাত বুলিয়ে নেয় সে।

'আপনি! এখানে!' বিস্ময়ে কথা জোগায় না সন্টির।

'অবাক হচ্ছ? আমি আরো একদিন ঘুরে গেছি।' মালতী উত্তর দেয়।

'আমার কাছে এখন কোনো টিকিট নেই আর। সব সেল হয়ে গেছে।'

'টিকিট তোমার কাছে কে চাইছে। ওর জন্য আসলে আগে একদিন ঘুরে যাওয়ার কথা বলতাম না এটাও বুঝতে পার না?'

'তবে!' সন্টিকে খুব বোকা বোকা লাগে।

'তোমাকেই দরকার।' মালতী মুচ্কি হাসে।

'কেন? আমাকে কি দরকার?' কঠিন কণ্ঠে সন্টি জবাব দেয় এবার।

মালতী আবার মৃদু হাসে। 'দরকার আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে তো সে সব কথা বলা যাবে না। এসো, গাড়ীতে ওঠো।'

ওরে শালা, এ ছুঁড়ী সাংঘাতিক ধড়িবাজ তো! তাকে ভুলিয়ে গাড়ীতে তুলতে চাইছে। তারপর শালা কোথায় ফাঁসাবে কে জানে। 'গাড়ীতে ওঠার কোনো দরকার নেই। যা বলবার এখানেই বলুন।'

মালতী এবার কটাক্ষ করে। শরীরটাকে একটু দোলায়। বুকের উপর থেকে আঁচলটা আল্‌তোভাবে খসে পড়ে। অবহেলায় সেটিকে যথাস্থানে রাখতে রাখতে একটু হাসে আবার। 'বীরপুরুষের বুঝি গাড়ীতে চাপতে ভয় করছে? কেন ভয় কিসের? গাড়ীতে শুধু তো একলা আমিই আছি।'

'ভয়ের কথা উঠছে কেন! আপনার সঙ্গে আমার এমন কোনো সম্পর্ক নেই যে আপনি ডাকলেই আমাকে গাড়ীতে উঠতে হবে।' সন্টিকে খুব আত্মমর্যাদা সচেতন লাগে।

মালতীর খুব ভালো লাগে সন্টির এই ভাবটি। চটুল হাসিতে সারা মুখ সে ভরিয়ে তোলে। কাঁধের পাশে নিজের অনাবৃত ফর্সা সুন্দর দেহাংশটি সে একবার সামান্য নাচায়। বুকের আঁচল আবার খসে পড়ে। এবার সেটির পুনর্বিন্যাসে সময় লাগে। চোখের তারায় শরাঘাত হানে মালতী আর একবার। 'এসো, উঠে এসো গাড়ীতে।'

সন্টি সব কিছুই লক্ষ্য করে। লক্ষ্য করে আর শঙ্কিত হয়। শালা বডি। দেখিয়ে ভোলাতে চাইছে। না, এ মেয়েছেলের খপ্পরে কিছুতেই পড়া চলবে না। ওর মনে নিশ্চয়ই কোনো বদ মৎলব আছে। 'না। মাফ করুন। আচ্ছা, এবার আপনি আসুন।'

মালতী খুব অবাক হয়। এ কেমন মস্তান ছেলে যে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গ পেয়েও ছেড়ে দেয়। হয়ত ও জানে তার আসল পরিচয়। কিন্তু কতটুকু জানে! আর জানলই বা! আজকালকার ছেলে, তায় মস্তান, কালোবাজারী করে পেট চালাচ্ছে আর সুন্দরী সুসজ্জিতা তরুণী দেহের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে! অদ্ভুত তো!

'তুমি আমার সঙ্গে আসবে না তাহলে! আসলে হয়ত ভালো করতে!' মালতী ধীরে ধীরে বলে। ওর মুখে একটা কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে। প্রত্যাখ্যানের ছায়া।

সন্টির চোখে পড়ে মালতীর মুখের পরিবর্তন। একটু খারাপ লাগে তার। কারো মনমরা ভাব দেখলেই তার খারাপ লাগে। তার উপর যখন সুন্দর পানা মেয়েছেলের মুখ কালো হয় তখন শালা আরো খারাপ লাগে। কল্জের কাছটা কেমন টনটন করে ওঠে। যাবে নাকি ওর সঙ্গে! কোথায় আর নিয়ে যাবে! তার নিজেরই তো রাস্তায় ঘর। এ বড় জোর এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায় নিয়ে যাবে। এক গলি থেকে আর এক গলি। মূলে শালা সেই একই ডাস্টবিন্ ঘাঁটা।

'আমার ঠিকানাটা রেখে দাও।' সন্টিকে নিরুত্তর দেখে মালতীই কথা বলে। হাতের সুন্দর ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে একটা কার্ড সন্টির হাতে তুলে দেয়।

'এটা কি?' সন্টির প্রশ্ন।

'আজ তুমি আমায় ফিরিয়ে দিলে। কিন্তু কোনোদিন আমাকে তোমার দরকার হয়ত হতেও পারে। তখন আমার সঙ্গে দেখা কোরো। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো।' মালতী চাপা সুরে বলে। ওর কণ্ঠে আর উত্তেজনার আমেজ নেই। সেখানে এসেছে হতাশার গ্লানি।

আপনাকে কোনদিন দরকার হবে না। সন্টি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলতে পারল না। মালতীর চোখ দুটো কেমন যেন বিষণ্ণ লাগছে। দূর শালা, ছুঁড়ীটা কোথা থেকে এসে অশান্তি সুরু করেছে। কেটে পড়ো বাবা তাড়াতাড়ি। ঐ দেখ চলে গেল যে! যাবার সময় পিছনের কাঁচ দিয়ে ওকে

দেখছে আবার! যেন শালা সতীলক্ষ্মী—যেতে মন আর চায় না। যত সব ন্যাক্‌ড়াবাজী!

মালতী চলে যেতে সন্টি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যাক বাবা, বিদায় হয়েছে। উঃ আবার ঠিকানা দিয়ে যাওয়া। তোর শালা ঠিকানা ধুয়ে জল খাবো! হাতে ধরা কার্ডটার দিকে সে একবার তাকায়। ছাপানো কার্ড। কি লেখা! মালতী কংকরিয়া! কংকরিয়া! শালা বাঙালী না তাহলে! কিন্তু পুরো বাঙালী বলেই তো মনে হয়। কিস্‌সু শালা বোঝাই যায়না দেখে। নামটা তো ভালোই। মালতী। আশা বা শর্মিলার চেয়ে খারাপ নয়। কোথায় থাকে! দেওদার স্ট্রীটে। মালতী কংকরিয়া। মালতী। মালতী। নামটা মনে মনে কবার বলে সন্টি। একি তাহলে মোটুর বৌ! হতে পারে। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা না কি যেন একটা শোলোক আছে। এ শালা ঠিক তাই। মোটুর তো নাত্‌নীর বয়সী হবে। দূর শালা, এসব ভেবে তার দরকার কি। কেনা কে, তার সম্পর্কে অত কি দরকার!

সন্টি আন্‌মনা হয়েই দাঁড়িয়েছিল। মনকে বোঝালো বটে এক কথা। কিন্তু অন্তরকে কি বোঝালো!

'বেড়ে জমিয়েছ, গুরু।' গুলে কাছে আসে। এতক্ষণ ওরা কাছাকাছিই ছিল। সব ব্যাপারটা পুরো লক্ষ্য করেছে।

'ভাগ শালা। ইয়ার্কি মারতে এসেছিস?' সন্টি ধমকের সুরে বলে।

বিলে, বিশু আর প্যান্টা এগিয়ে আসে। প্যান্টাই আগে দেখেছিল মালতীকে। সন্টির সঙ্গে তার কথা চলার সময়ে বিদ্যুতের মতো খবর পৌঁছে গিয়েছিল দলের বাকি সকলের কাছে।

'শেষটাক লটকালে মাইরী! কি অত বলছিল ছুঁড়ীটা?' প্যান্টা জানতে চায়।

'কড়া মাল ছাতিয়েছ গুরু। পেরেমের বুলি শেষ হতেই চায়না।' বিলে মশলা চড়ায়।

'বেড়ে জিনিস, মাইরী। শালা ইচ্ছে করছে লাইন লাগাতে। কিন্তু গুরুর জিনিসে হাত দিলে জানটা কি আর আস্ত থাকবে!' গুলে ফোড়ন কাটে।

'শালারা বদামি করবার জায়গা পেলি না! এক ঝাপ্পড়ে তোদের কিচেন বানাবো।' খুব গম্ভীর হতে চেষ্টা করে সন্টি।

'মাইরী, গুরু, বলোনা ছুঁড়ীটার সঙ্গে তোমার এত কি কথা হচ্ছিল।'

'ছিপ ছিপকে চল্‌না মাৎ।'

'শালা, গুরু, তুমি আমাদের বিশ্বাস করছ না? ভাবছ তোমার জিনিসে আমরা নজর লাগাবো!'

'ভাঙ্গো, দাদা। চেপে রেখে আমাদের অশান্তি বাড়িও না।'

সব কথাগুলোই সন্টির কানে যায়। মনে মনে হাসে সে। সাঙ্গাৎরা ভাবছে ওদের সন্টিদা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছে। ভাবুক না শালা! ভেবে যদি

আনন্দ পায়, পাক না। শালা পেরেম করলে সন্টি মুখুজ্যে লুকিয়ে করবে না, সদরেই করবে। কাকে শালা সে কেয়ার করে।

ভাবতে ভাবতেই সে একটু অবাক হয়। একটু লজ্জাও পায়। পেরেমের নামে সে যেন একটু পুলক বোধ করছে। ভালো লাগছে। প্যার মহব্বৎ শুধু বড় লোকের একচেটে একথা আর আগের মতো জোর দিয়ে বলা যাচ্ছেনা। আচ্ছা তা না হয় বলা গেলনা। কিন্তু সে শালা পেরেম করল কোথায় যে এ ছোকরারা ফক্‌ড়ামি করছে। শালা কোথাকার কে মালতী কংকরিয়া, কোন পেটমোটা হোঁৎকার বৌ না রক্ষিতা, তার সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলেছে আর অমনি প্যার হয়ে গেল। এমন হলে শালা হিন্দী সিনেমার বাপ হয়ে যাবে।

'কি গুরু, চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছুঁড়ীটার কথা ভাবছ বুঝি? গভীর গাড্ডার ব্যাপার মনে হচ্ছে। এবার একটু নীচের দিকে তাকাও বাওয়া। আমরা যে এতগুলো লোক তোমার পেসাদের জন্য হা-পিত্যেশ করছি।'

প্যান্টার কথায় সন্টির চমক ভাঙ্গে।

'হ্যাঁরে শালারা, প্রেম করছি। বেশ করছি। তোদের কি তাতে?' সন্টি রাগ দেখায়।

'চটো না, মাইরী, চটোনা। তুমি শালা একশবার পেরেম কর। হাজার বার পেরেম কর। বাপেদের কেন, আমাদেরও কিছু বলার নেই। কিন্তু, গুরু, মরদের মত সেটা মুখে মেনে নাও। ঢাক ঢাক গুড় গুড় রেখ না। শুধু মাঝে মাঝে আমাদের কিছু ছেড়ো বাবা—তাহলেই আমরা খুশী।' বিশু হাসতে হাসতে বলে।

'মেলা ফচ্‌ফচ্‌ করিস নাতো, বিশু। তোদের তো বলেছি অনেকবার। পেরেম ফেরেম আমার আসে না। ছুঁড়ীটা কোনো এক ধান্দায় আমায় ফাঁসাতে চেয়েছিল। শালা স্রেফ হাঁকিয়ে দিয়েছি। মুখের ওপর বলে দিয়েছি এ পাড়ায় ফের বেলেল্লাপানা করতে আসলে ঝাড় খাবে। গাড়ী চড়া, পয়সাওয়ালা মেয়েছেলে আমাদের মতো রাস্তার লোকেদের সঙ্গে পেরেম করতে আসে কখনোরে, বুদ্ধু? জীবনটা সিনেমা নয়, চাঁদ।' সন্টি দার্শনিক ভাবে ব্যাপারটা খোল্‌সা করে।

'অতশত বুঝি না, গুরু। যাবার বেলায় ছুঁড়ীটাকে কেমন মিয়োনো মনে হল। ঘুরে ঘুরে তোমায় দেখছিল আবার।' বিলে বলে।

'শয়তানী, স্রেফ শয়তানী, বুঝলি বিলে। ঢং করে, ছেনালি পানা করে আমায় শালা গাড়ীতে তুলতে চেয়েছিল। আমাকে একদম গা'ডু ভেবেছিল বোধ হয়। আমি গাড়ীতে উঠি একবার, তারপর আমাকে ফাঁসাতে আর কতক্ষণ! তোদের সাবধান করে দিচ্ছি শোন। এই সব রংচং মাখা দু'নম্বরী মেয়েদের থেকে তফাতে থাকবি। সব সময় জানবি আমাদের মত রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে পেরেম করার কথা কোন ভালো মেয়ে কোনোদিনই ভাবে না। সিনেমায় হর বকৎ যা

দেখিস ও সব শালা পুরো বানানো গপ্‌পো। ওসব কখনও সত্যি হয়নারে। আমরা শালা ফুটপাথের লোক। আমাদের ফুর্ত্তির জন্য দুটো রাস্তা খোলা। এক শালা মুনসীদের দোকান আর দু'নম্বর হল হাড়কাটা গলি, সোনাগাছি কিংবা খিদিরপুরের বস্তী। উপরের দিকে তাকিয়েছ কি চাঁদ চেয়েছ বাপধন। মারের চোটে জন্মের মত বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে।'

সন্টির কথাগুলো নাড়া দেয় সকলের মধ্যে।

ঠিক বলেছ, গুরু। আমাদের জন্মই শালা আস্তাকুঁড়ে। আস্তাকুঁড়ে এঁটো পাতা খেয়েই আমরা মরব একদিন। এতবড় দুনিয়াটার ভাল কিছুতে আমাদের লোভ করতে নেই।' গুলের কথাগুলো কতকটা কান্নার মতো শোনায়।

এরপর আড্ডা আর জমল না। এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে সবাই।

সন্টি যেন বদলে যাচ্ছে। মনে মনে বুঝতে পারে যে কোথায় তার একটা পরিবর্তন আসছে। খুব ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনের ছোঁয়া তাকে নাড়া দিচ্ছে। কিন্তু কোথায়, কেন তা কিছুতে বুঝতে পারে না। অবশ্য ওকে বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। আগের মতোই সন্টি আছে। সকালে চায়ের দোকানে আড্ডা, দুপুরে মুকুন্দ ভোজনালয় কিংবা হাসানের দোকান, তারপর সিনেমা পাড়ায় টিকিটের কালোবাজারীর সঙ্গে পুরো মস্তানী। রাত বেশী হলে মুনসীর দোকানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা সবই আগের মতো আছে। আড্ডা-ইয়ার্কি কিছুই কমেনি। তবু যেন এসব কিছুতেই তার মন নেই। ধেনো খেয়ে পড়ে থাকলেও সে যেন ঠিক শান্তি পায় না।

শান্তি পায় না অনেক কিছুতেই। ইদানীং আর একটা রোগ বেড়েছে। দুপুরে বা সন্ধ্যার শোতে যখন সুন্দর সুন্দর মেয়েছেলেরা ভালো ভালো পোষাক পরা মেনীমুখো ছেলেগুলোর সঙ্গে সিনেমায় ঢোকে তখন বুকের মধ্যে কেমন একটা খোঁচা লাগে। সেজেগুজে কলকল করতে করতে যখন সুন্দরী ছুঁড়ীগুলো রাস্তায় ঘাটে ঘুরে বেড়ায় তখন কে জানে কেন তার নিজের অজানতেই গলাটার কাছে কি যেন বেদম ঠ্যালা মারে। মনে হয় সব কিছু ছেড়েছুড়ে কোথাও বিবাগী হয়ে চলে যায়। অনেক ভাবে সন্টি, এমন মেয়ে হ্যাংলা কেন সে হয়ে উঠছে। উত্তর খুঁজে পায় না কিছু।

মাঝে মাঝেই ওর মনে পড়ে মালতীর কথা। মালতী কংকারিয়া। মোটার বৌ নাকি কে জানে! কিন্তু ওর সুন্দরপানা মুখটা বারবার মনে আসে। খুব ইচ্ছে করে ছুটে চলে যায় ওর কাছে। গিয়ে শুধু বলে, আমি এসেছি। তুমি ডেকেছিলে, তাই এসেছি। কিন্তু শালা যেতে বড় ভয় হয়। যদি মালতী এখন তাকে চিনতে না পারে। কিংবা চিনতে না চায়। যদি দারোয়ান ডেকে তাকে

আপমান করে তাড়িয়ে দেয়! না। মালতী তা করবে না বোধহয়। কেন করবে না! শালা তোমাকে ফাঁসিয়েও একটা কাজ বাগাতে চেয়েছিল। তুমি এক নম্বরের বুদ্ধু তাতে বাদ সাধলে। এতদিন অন্য কোন মক্কেল পাকড়ে নিশ্চয়ই নিজের কাজ উদ্ধার করে নিয়েছে। তাই সন্টিকে আর তার কোনো দরকার নেই। তবু, তবু তার মন মানে না। ইতিমধ্যে দুদিন দেওদার স্ট্রীটে ঘুরে এসেছে। নম্বর খুঁজে খুঁজে মালতীর বাড়ীটা দেখে এসেছে। মস্ত ফ্ল্যাট বাড়ী। তার কোন ফ্ল্যাটে মালতী থাকে তা অবশ্য দেখেনি। দেখার সাহস হয়নি বরং বলা যায়। খালি ভয় করেছে মালতী যদি ওকে দেখে ফেলে। যদি ও ধরা পড়ে যায়। বেইজ্জত করে ছাড়বে ওকে তখন।

সন্টিদের জীবনে কেমন একটা একঘেয়েমি এসে যাচ্ছিল। দলের সবাই সেটা বুঝতে পারছিল। হঠাৎই যেন জীবন থেকে বৈচিত্র্য চলে গেছে। সব উত্তেজনা হারিয়ে ওদের অস্তিত্ব যেন একটা মজাপুকুর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ওরা এটা বুঝছিল বটে তবে সেই সঙ্গে একটা স্বস্তিও পাচ্ছিল। চলে তো যাচ্ছে ঠিক। তবে আর কি চাই। রোজগারে কম বেশি আছে। কারবারে লাভ লোকসান হয়। তবু দিন যখন বিনা ঝনঝাটে কেটে যাচ্ছে তখন আর বেকার মাথা ব্যথা কেন! তার চেয়ে গ্যাঁজা। দিন ভোর গেঁজিয়ে কাটা। সকাল থেকে গুলতানি কর। সুট সুট করে সময় দিব্যি কেটে যাবে।

তবু প্রতিটি দিন স্তিমিত থাকে না। কখনও সখনও স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। একে ওকে ধরে ধোলাই দিতে হয় নিজেদের সামগ্রিক অস্তিত্বের স্বার্থে। এই ধোলাইটা এইবারে আড়ং-এর পর্যায়ে উঠে গেল মনার এক বন্ধুর বেলায়। সে এসেছিল না জেনে ওদের সীমানার মধ্যে ছোঁড়ীবাজী করতে। পড়তো পড় সন্টির হাতেই পড়। ওকে ধরে সবাই মিলে হাতের সুখ করে নিল। 'প্যাঁদা শালাকে। বাপের নাম ভুলিয়ে দে আখড়াই দিয়ে। আর শালা এ পাড়ায় লটকাতে আসবে না।'

সে চলে গেল বটে। কিন্তু ফিরে আসল আবার। এবং খুব তাড়াতাড়ি। পরের দিন সন্ধ্যার পরই। সঙ্গে নিজেদের দলবল। ন্যাপ্লা, গজ, পেটো, রুটী সব কিছু নিয়ে। আচমকা আক্রমণের জন্য এরা ঠিক তৈরী ছিল না। প্রথমে রুখে দাঁড়াল। আধলা ছুঁড়ল অনেকগুলো। কিন্তু পেটো আর রুটির মুখে টিঁকতে পারলো না। এদিক ওদিক পালালো। পালাবার পথে বোমার টুকরো লেগে প্যাণ্টার ডান পাটা জখম হল।

সন্টিও পালাচ্ছিল। প্যান্টার অবস্থা চোখে পড়ল তার। কোন মতে ওকে

কাঁধে তুলে গলির রাস্তায় দৌড়ল। একটা ডাক্তারখানার বাইরে ওকে নামিয়েই আর দাঁড়াল না। ভীড়ের সঙ্গে মিশে চলে গেল হাজরা—আশুতোষ মুখার্জীর মোড়।

অনেক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সেখানে ভীড়ের মধ্যে মিশে। কখনো হাজরা পার্কের আলো আঁধারিতে আত্মগোপন করে রাখল নিজেকে। চোখ দুটো তার ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে প্রতিহিংসার দারুণ জ্বালায়। একটা অশান্ত আত্মার নিপীড়ন তাকে পুড়িয়ে মারতে লাগল প্রতিটি মুহূর্তে।

দশটা নাগাদ ওরা ফিরল। মনার দল। হৈ হৈ করে ফিরছে। কারো কারো পা একটু বেসামাল। মাল টেনেছে ওরা। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ উৎসব পালন করছে। ওদের দেখে সন্টির সারা শরীর রি রি করে উঠল। জামাটার তলায় একবার সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে দেখল। ন্যাপ্‌লাটা ঠিক আছে।

হল্লা করতে করতে সাত আট জনের দলটা হাজরার পাশ দিয়ে চলেছে উত্তরের দিকে। পার্কের ধারের একটা বড় কৃষ্ণচূড়ার ছায়া পড়েছে রাস্তায়। আবছা আঁধারে গাছতলাটা রহস্যে মোড়া। নিঃশব্দে সন্টি সেখানে এসে দাঁড়াল। চোখে তার হিংস্র প্রতিশোধের বন্য-ছায়া। রক্তে রক্তে আদিম নেশা। উত্তেজনায় তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। এক মিনিট ··দু' মিনিট! মনা চিৎকার করে পড়ে গেল। কে যেন পাশ থেকে তাকে আঘাত করেছে প্রচণ্ড ভাবে। তল পেটে বাঁ থেকে ডানে ধারালো অস্ত্র কে যেন অপারেশনের কায়দায় নিপুণ হাতে চালিয়েছে। কে? কে? কেউ নেইতো আশে পাশে যাকে সন্দেহ হতে পারে। তবু সবাই দৌড়ল চারদিকে। দলের সবাই। রাস্তার লোকজন কিছু। পুলিশ ছুটে এল। খুনীকে ধরো। আদমী মার ডালা।

অনেক দিন পরে মুনসীর দোকানে বসে ধেনো টেনে বড় আনন্দ পেল সন্টি। এতদিনে সে বদলা নিয়েছে। অনেক অপমানের বদলা। ইজ্জতের উপর বারবার হামলার চরম প্রতিশোধ নিয়েছে। শালা মনা, মাল চেনেনি! শেয়ালের বাচ্চা হয়ে বাঘের ঘরে হাত ঢুকিয়েছিলে!

সন্টির মতো খুশী ওর দলের সবাই। বিশে, বিলে, গুলে আর প্যান্টা। পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্যান্টা এসেছে। ডাক্তারের মানা শোনেনি। গুরুকে সালাম জানাবে। তার উপর হামলার বদলা নিয়েছে গুরু। সাবাস। এই না হলে শালা গুরু!

'ওরা কিন্তু ছাড়বে না ওস্তাদ।' বিলে বলে।

'জানে যদি একদম খতম না হয়ে থাকে তবে মনা শালা আবার আসবে। এবার অনেক তৈরী হয়ে আসবে। শালা খুনকা বদলা খুন নেবেই।' প্যান্টা জানায়।

'আমরাও তৈরী থাকব এবার। শালা বেমককা ঝেড়ে যাবে সে হতে দেব না।' বিশের গলায় আত্মপ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা।

'সাবাস বিশুয়া। ফের যদি শালারা আসে তবে ওদের বডি রেখে যেতে হবে লোকপ্রিয়র মাটিতে। কাল থেকেই শালা তৈরী হ'।' সন্টি আদেশ দেয়।

'মোহনদেরও বলবে নাকি? জোরটা খানিক বাড়ে তাহলে।' বিলে বলে।

'কারো শালা সাহায্য চাইনা আমরা! ওসব ভেড়ুয়াদের দিয়ে লড়াই হবে না, বুঝেছিস?' সন্টি মাথা নাড়ে।

'কিন্তু গুরু, আমাদের স্টকে মাল একদম নেই বল্লেই হয়। দুটো চারটে পেটো দিয়ে কিস্যু হবে না। অর্ডার দাও, ওস্তাদ, কালসে কাম সুরু কিয়া যায়।' বিশু আদেশের প্রতীক্ষা করে।

'ওসব পেটো ফেটোয় চলবে না গুরু। এবার শুধু বড়ো মাল বানাতে হবে। শালা একটা ঝাড়লে যেন একটা পাড়া উড়ে যায়। তুমি শুধু মত কর, যা করবার আমি আর বিশে করব।' গুলে মাথা দুলিয়ে বলে।

'ঠিক আছে বে ঠিক আছে। তাই হবে। বড়োমাল বানা। রুপেয়া লাগেগা তো হাম দেঙ্গে। মোদকের ক্যাশ এখনও কিছু পুঁজি আছে বাবা।' এক চুমুকে গ্লাশটা শেষ করে সন্টি হুকুমনামায় সই করে দেয়।

এবার কাজ সুরু হবে। গোপন সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় মাল মশল্লা যোগাড় করবে বিলে আর পান্টা। টাকা যোগাবে সন্টি। আপাতত মোদকের ক্যাশ লুঠের অবশিষ্ট টাকা কিছু আছে। দরকারে ছিনতাই—লুঠ চলবে। মাল বানাবে প্রধানত বিশে আর গুলে। এ কাজে ওরা বড় ওস্তাদ। পাকা প্ল্যান বাঁধা। পাকা কাজ চাই এখন।

হঠাৎই সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এত দিনের ভাবনা, চিন্তা, কার্যপ্রণালী, পরিকল্পনা সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। খবর এলো মাল বানাতে গিয়ে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে। আর তার শিকার হয়েছে বিশে। গুলে তখন ছিল না। তাই বেঁচে গিয়েছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে শুধু যে পোড়া ঘরটা উড়ে গিয়েছে তাই নয়, বিশুয়ার ডান হাতটা মারাত্মক ভাবে জখম হয়েছে। আর ঝল্‌সে গিয়েছে ওর সারা মুখ চোখ। ওঃ কি সাংঘাতিক! না দেখলে বোঝা যায় না।

সব শুনে সন্টি গুম মেরে যায়। ভোরের দিকেই ঘটনাটা ঘটেছে। এখন বেলা আটটা। ওদেরও আর কিছু করবার নেই।

'বিশে এখন কোথায় আছেরে?' ক্লান্ত সন্টি জিজ্ঞাসা করে।

'হাসপাতালে। আওয়াজ শুনে পুলিশ আসে। তারাই ওকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।' বিলে জানায়।

'পুলিশ ওকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে! তবে তো আর এক ফ্যাসাদ হল। শালা সেরে গেলেও ছাড়বে না। ঠোলালাদুলিতে পুরে দেবে।' বিষণ্ণ গম্ভীর সন্টি।

'ওর বাড়ীতে খবর পেয়েছে?' সন্টি আবার জানতে চায়।

'হ্যাঁ, গুলে খবর দিয়েছে। ওর বাপ ভাই হাসপাতালে গেছে বোধহয়।'

'আর মা! সে বেচারী বোধ হয় কেঁদে কেটে সারা হচ্ছে।' সন্টির মুখটা করুণ দেখায়।

'প্রথমটা একটু কেঁদেছিল। কিন্তু সামলে গেছে। শুয়োরের বাচ্চাদের মতো আণ্ডিল আণ্ডিল ছেলে পুলে চারদিকে চরে বেড়াচ্ছে। তাদের সামলাতেই নাজেহাল। ও দুটো একটা থাকল কি গেল অত ভাববার সময় কই!' বিলে রুক্ষ কন্ঠে বলে।

'যাক একদিকে তবু রক্ষে।' সন্টি একটু স্বস্তি পায়।

দুজনেই চুপ। বলার মতো কথা নেই আর। কিছু সময় কাটে নির্বাক কান্নায়। কিন্তু সামনে অনেক ভাবনা। বিশুর ভাবনা। দলের আর সকলের জন্য ভাবনা।

'একটু সাবধানে থাকিস, বিলে। গুলে আর প্যান্টাকেও খবর দিয়ে দে। এখন কিছুদিন বরং গায়েব হয়ে থাক। বিশে যদি ফাঁসিয়ে দেয় তো মুশকিল। চিন্তিত ভাবে সন্টি বলে। একটু চুপ করে থাকে। ভাবে যেন কি। তারপর বলে, 'অবশ্য বিশেকে আমি যতটা জানি সহজে কিছু ভাঙ্গবে না ও। তবে পরে পুলিশের চাপে আর ধোলাই-এ যদি বলতে বাধ্য হয়।'

বিলে চলে যেতে উদ্যত হয়। সন্টি তাকে ডাকে। 'শোন বিলে, আমি একবার বিকেলে হাসপাতালে যাবো বিশেকে দেখতে। হাওয়াটা বুঝে আসব। তোরা রাত আটটার পর পার্কের পুব দিকের শিমুল গাছটার কাছাকাছি থাকবি। কথা হবে তখন।'

বিলে চলে যায়। সন্টি বসে থাকে। তার কাজ আছে বহুৎ। একবার এক্ষুণি ওপাড়ায় যেতে হবে। খোঁজ খবর নিতে হবে। পোড়ো বাড়ীর আড্ডায় পুলিশ আসল মাল পত্তর কিছু পেয়েছে কিনা! একবার থানার পরিচিত সার্জেন্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কৌশলে জেনে নিতে হবে ওদিককার ব্যাপার। তবে সহজে ভাঙ্গতে চাইবে না। কিছু মাল কড়ি চাইবে। তা না হয় কিছু দেওয়া যাবে। তারপর ওখান থেকে হাসপাতাল।

উঠতে চায় সন্টি। তবু সে উঠতে পারে না। ওর পা দুটো কে যেন হঠাৎ জোর করে মাটির সঙ্গে আটকে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও। একটা দলা পাকানো যন্ত্রণা ওর বুকের মধ্যে কুঁকড়ে মরছে। বাইরে বের হয়ে আসার জন্য সেটা যেন গলাটার কাছে চাপ দিচ্ছে জোরে। কিন্তু না, বসে থাকলে চলবে না। সে দলের নেতা। আজেবাজে ভাবনা আর মেয়েমানুষের মতো

প্যানপ্যানানি নিয়ে চললে তার হবে না। প্রবল মানসিকতার জোরে সন্টি নিজেকে টেনে তোলে।

বিকেলের দিকে সন্টি হাজির হয় হাসপাতালে। খুঁজে খুঁজে জেনে নেয় বিশে কোথায় আছে।

একটা আলাদা ঘেরা জায়গায় বিশেকে রেখেছে ওরা। চারদিকে অনেক লোক। দুটো রোগা রোগা পুলিশ সামনের বারান্দায় বসে আছে। পাহারায় আছে। গল্প করছে ওরা। বিশের মা এসেছে। সঙ্গে কটা আন্ডাবাচ্চা। ওর বাবাকেও দেখা যাচ্ছে। শুকনো মুখে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো দিদিমণি ঘুরছে ফিরছে। একজন থার্মোমিটারে কি দেখল। তারপর ইঞ্জেকসন দেবার পাঁয়তাড়া আরম্ভ করল।

সারাদিন অনেক ঘুরেছে সন্টি। যা খবর পেয়েছে এ পর্যন্ত তাতে দলের কোনো ভয় নেই। এখন বিশেটা সেরে উঠলে হয়। ওকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। একটা চাদর দিয়ে ওর বুক পর্যন্ত ঢাকা। ডান হাতটা বুকের ওপর রাখা। মোটা ব্যান্ডেজ সেখানে। নাকের ভিতর দিয়ে দুটো নল চালিয়ে দিয়েছে। মাথার কাছে কি একটা খুব বড় বোমার খোলের মতো জিনিস। অক্সিজেন, অক্সিজেন দিচ্ছে বোধহয় বিশেকে।

বিশের মা এদিকে তাকাচ্ছে। সট করে সন্টি সরে যায়। ওর মা তাকে চেনে। চোখাচোখি হলে মুশকিল। এক্ষুণি হয়ত হৈ হৈ করে একটা হল্লা তুলে দেবে। বারান্দার এধারে চুপচাপ দাঁড়ায় সন্টি। চারদিকে কেমন একটা বুকচাপা ভাব। রুগীদের কাছে বসে তাদের আত্মীয়-বন্ধুরা কথা বলছে। জটলা করে আছে এদিকে ওদিকে হরেক রকম লোক। ওষুধের উগ্র গন্ধ। একটা চাপা গুঞ্জনের আওয়াজ। সব মিলিয়ে দম আটকানো আবহাওয়া।

খানিক পরে সন্টি আবার বিশের ঘরে উঁকি দেয়। আন্ডা বাচ্চাদের নিয়ে ওর মা চলে যাচ্ছে। যাবার বেলায় বারবার পিছনে ফিরে দেখছে আর চোখ মুছছে। সন্টির গলার কাছে একটা কান্না ঠেলে আসে। বিশুর জন্য। ওর মার জন্য। সত্যি কথা বিশুরা অনেক ভাইবোন। ওর বাপ-মা ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে না। দুটো চারটে মরে গেলে এক হিসেবে বরং ওদের ভালোই হয়। তবু, তবু নিজের পেটে ধরা ছেলে। কত কষ্ট করে জন্ম দিতে হয়েছে। আর তারপর সেই ছোট্ট থেকে বড় করা সেওকি চাট্টিখানি কথা! সন্টির নিজের মার কথা মনে পড়ে। একটা কান্নার দমক সে সামলে নেয়। দুর শালা জীবনটা বড় দুঃখের! বড় কান্নার।

সন্টি আবার এগিয়ে যায়। বিশুর ঘরের দিকে আসে। ওর মা চলে গেছে। বাবা দাঁড়িয়ে জামার হাতায় চোখ মুছছে। নার্স দুটো খুব গম্ভীর।

ডাক্তার এলো! কি সব দেখল। কি যেন বলল নার্সদের। মস মস করে আবার চলে গেল। নার্সগুলো বাইরে এসে ফিস ফিস করে কি কথা বলছে। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে সন্টি। ওদের কথা বোঝা যাচ্ছে না। তবে কি কেস খুব খারাপ! বাঁচবে না নাকি বিশু! সকাল থেকে এখনও জ্ঞান আসেনি।

দূর শালা. কি সব অলুক্ষণে কথা ভাবছে সে। এখানে এত এত ডাক্তার, নার্স। এরা কি লোককে মারার জন্যে বসে আছে! বাঁচাবার জন্য নয়! হাসপাতালে এসে কেউ কি বাঁচে না! কেন বাঁচবে না, এই তো এত এত রুগী! সবাই কি মরে যাবে! দূর তাই কখনও হয়। তা হলে তো এত এত লোক হাসপাতালে আসত না! এদের মধ্যে অনেকেই বাঁচবে। বেশির ভাগই বাঁচবে। দু চারটে হতভাগা শুধু কেটে পড়বে। তাদের সময় হয়েছে। পরপারের ডাক এসেছে। তারা শুনেছে ও পারের ঘন্টার আওয়াজ। তাই তারা চলে যাবে। বিশুর সময় হয়নি এখনও। কি আর ওর বয়স! সন্টির থেকেও ছোট। এই কাঁচা বয়সে কেউ কি আর মরে!

ওই তো বিশুকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে। ইস গোটা মুখটাই তো ব্যান্ডেজে জড়ানো। চোখ দুটোও বাঁধা। কি বীভৎস লাগছে ওকে। যেন একটা কিম্ভুত কিমাকার অন্য গ্রহের জীব!

পুরোহিতের ঘন্টার মতো একটা ঘন্টা আবার বাজিয়ে গেল কে! কিসের ঘন্টা বাজে। সময় হয়েছে। আগের বার ওয়ার্নিং বেল। এবার যাওয়ার ঘন্টা। রুগীর সঙ্গে আর কোন কথা নয়। তোমরা যাও। রুগী বেঁচে থাকলে আবার কাল দেখা কোরো। এখন ডাক্তারদের আসার সময়। রুগী দেখার সময়। ওষুধ পথ্য খাওয়ানোর সময়। সন্টি তবু গেল না। বারান্দা থেকে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল।

ঐ তো আবার ডাক্তার এলো! এবার দুজন ডাক্তার। দুজনেরই খুব গম্ভীর মুখ। বিশুর ঘরে ঢুকল ওরা। কি সব দেখল। কি সব কথাবার্তা বলল নিজেদের মধ্যে। নার্সকে কি বলল। নার্স একটা কি ইঞ্জেকসন দিচ্ছে আবার। হ্যাঁ, এবার মনে হচ্ছে বিশু সেরে যাবে। বড় বড় ডাক্তাররা দেখছে ওকে। ঠিক ঠিক ওষুধ পত্তর দিচ্ছে। টাকার জন্য বিশুর বাবাকে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে কিনা কে জানে! তবু অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করে সন্টি। হ্যাঁ, বিশু বেঁচে যাবে। বিশুর ডাক এখনও আসেনি ওপার থেকে। হাসপাতালের ঘন্টা বেজেছে। পরপারের ঘন্টা বাজেনি এখনও নিশ্চয়ই।

অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে সন্টি এবার। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সিঁড়ির দিকে। আটটার সময় ওরা সব আসবে। ওদের জানাবে ভয় নেই। তাদের বিশু আবার সেরে উঠবে। আবার তাদের আড্ডা জমে উঠবে। তবে, হ্যাঁ, সাবধান। এবার আর ওরা কোনো হুজ্জোত হাঙ্গামার মধ্যে যাবে না।

সিনেমার লাইনেই শুধু কাজ করে যাবে। অন্য সময়টা গেঁজলা দিয়ে কাটাবে।

সন্টির কথাই ঠিক। বিশু সত্যি সত্যিই সেরে উঠছে। কেউ আশা করেনি ও আবার ভাল হবে। ডাক্তাররা পর্যন্ত জবাব দিয়েছিল। ওর বাবাকে বলেছিল, 'আমরা কিছু বলতে পারছি না। সবই একমাত্র ভগবানের হাত। তাঁকেই ডাকুন।' কিন্তু তবু বিশু সেরে উঠেছে।

কদিন পরে সন্টি আবার হাসপাতালে গিয়েছে। বিশুকে দেখতে। অনেক দিনই সে বিশুকে দেখতে গিয়েছে। কিন্তু ওর কাছে যায়নি। ওর বাবা নয় মা রোজই ওকে ঘিরে থাকে। সন্টি দূরে থেকে দেখত। তারপর চলে আসত। কেমন আছে খোঁজ নিত এর তার কাছ থেকে। ইচ্ছে করেই ও বিশুর কাছে যায়নি। কি জবাব দেবে বিশুকে! ওর এই অবস্থার জন্য কে দায়ী। সন্টি নিজে নয় কি? তাই নিশ্চয়ই। একটা অপরাধ বোধ সন্টিকে ঘিরে থাকে। বিশুর বাবা মাকেও সন্টি সযত্নে এড়িয়ে গেছে। ওরাও জবাব চাইবে। বিশুর এমন অবস্থার জন্য কে দায়ী? সন্টির আশঙ্কা তাকেই সবাই নিশ্চয় দায়ী করছে।

আজ হাসপাতালে কেউ আসেনি। বিশুর বাবাও না, মাওনা। কে আসবে রোজ রোজ গাঁটের কড়ি খরচ করে এতদূর হাসপাতালে! বিশেষ যাদের আরো অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা আছে। তাদেরকেও তো দেখতে হয়। তারপর হয়ত সবাই বিশুকে খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছিল! ভেবেছিল ও আর বেশিদিন বাঁচবে না। শেষ বেলায় বাপ মার কর্তব্য করে নিই। কিন্তু তারা হতাশ হল কি! বিশু আবার বেঁচে উঠছে। এবার বাপ মায়ের আর কোনো দায় নেই। ছেলে বড় হয়ে উঠেছে। লায়েক হয়েছে। সেরে উঠছে। সবার উপরে আছেই তো ভালো জায়গায়। পুলিশের হেফাজতের লোক বলে যথেষ্ট যত্ন হচ্ছে। অর্থাৎ বাঁচিয়ে তুলে ফের মারা হবে। এবার একটু একটু করে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হবে। থানা-পুলিশ-কোর্ট-ম্যাজিস্ট্রেট। সবশেষে শ্রীঘর। কম করে তিন বছরের জন্য ঘানি টানো। সেখান থেকে যখন ফের বিশু বেরোবে তখন তাকে চেনা যাবে না। তিল তিল করে মারার ফলে বিশু বেরোবে অন্য চেহারা নিয়ে। পিছনে ছাপ থাকবে দাগী আসামী বলে। সমাজে ওর ঠাঁই হবে না। সমাজ! সন্টির হাসি পায়। ওদের আবার সমাজ কিরে শালা! তবে হ্যাঁ, তাদের মতো যাদের সঙ্গে বিশুর এখন দোস্তী, তারা তখন ওকে আরো বড় ওস্তাদ ভাববে। ভাববে আর ওকে এড়িয়ে যাবে। এ সময় বিশুকে দলে চাইবে খুনী আসামী বোম্বেটে ডাকাতের দল। এর পরিণতি যা হবার তাই হবে। নিঃসঙ্গ মৃত্যুর দিকে সমাজ বিরোধীর জীবন নিয়ে একটু একটু করে বিশুকে এগোতে হবে।

সন্টি বাইরে থেকে উঁকি মারে। বিশুকে অন্য ওয়ার্ডে সরিয়েছে। আর পাঁচজনের সঙ্গে আর পাঁচজনের মতই সে আছে। বাইরে পুলিশ পাহারাও তুলে নিয়েছে। হয়ত প্লেন ড্রেসে আছে।

সব বেড ঘিরেই লোকজন। বিশুরটা ছাড়া। ওখানে বিশু একলা শুয়ে আছে। চোখের ব্যান্ডেজ এখনও খোলেনি। পায়ে পায়ে এগিযে যায় সন্টি। এদিক ওদিক একবার তাকায়। তারপর ঝুপ করে বিশুর বিছানাটার একপাশে বসে।

'বিশু।' কোমল গলায় সন্টি ডাকে।

'কে? গুরু! তুমি এতদিনে এলে।' অভিমানাহত গলা বিশুর।

'নারে, আমি রোজই আসি। রোজই তোর খবর নিই।' সন্টির গলা ধরে আসে।

'মিথ্যে বলছ গুরু।' বিশু ঠোঁট ফোলায় ছোটো ছেলের মতো। 'গুলে, বিলে, প্যান্টা ওরাও কেউ কোনোদিন আসেনি। আমায় তোমরা ভুলে গেছ।'

অসীম মায়ায় বিশুর গায়ে হাত বোলায় সন্টি।

'দূর পাগল, তাই কখনও হয়। তোকে আমরা কেউ ভুলিনিরে। আর তোকে কি ভুলতে পারি!' সন্টির চোখে জল এসে যায়।

'তবে তোমরা কেউ একদিনও এলেনা কেন আমায় দেখতে!' বিশু আবার ঠোঁট ফোলায়।

'বিশ্বাস কর, বিশু, এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি, আমি রোজ তোকে দেখে গেছি। গুলে, বিলে, প্যান্টা ওরাও মাঝে মাঝে এসেছে। কিন্তু তোর কাছে আসিনি তোর মা-বাবা ভাই বোনদের জন্য। আরো সব কারা থাকে মাঝে মাঝে।'

'কেন, ওরা কি তোমাদের খেয়ে ফেলত?' বিশু রাগ দেখায়।

'নারে বোকা না। লজ্জায় ওদের কাছে আসতে পারিনি। ওরা যদি জবাব চায়! তোর এই অবস্থার জন্য দায়ী কে জানতে চায়! কি উত্তর তখন দেব বল! আমরাই তো সত্যি সত্যি তোর এ অবস্থার জন্য দায়ী।' গভীর বেদনা আর অনুতাপে সন্টির গলা কাঁপতে থাকে।

তোমরা কেন দায়ী হবে, গুরু! দায়ী আমি। আমি যদি হড়বড় না করে কাজটা করতাম তাহলে এমন হতনা। সঙ্গে যদি গুলেকেও রাখতাম তাহলে হয়ত কিছু হতনা। একলা বড় কিছু করে তোমাদের তাক লাগিয়ে দেবার মতলবেই সব গণ্ডগোল করে ফেল্লাম গুরু।' ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চোখে দেখতে না পাওয়া গেলেও বোঝা যায় যে চোখ দুটো অশ্রু সজল হয়ে উঠেছে।

'মন খারাপ করিস না ভাই। তুই তো সেরে উঠেছিস। দেখ আবার ভাল দিন আসবে।' সন্টি সান্ত্বনা দেয়।

'সে আর হবে না গুরু। ভাঙ্গা গলায় বিশু বলে। আমার ভালো দিন আর আসবে না।'

'কেনরে ? তুই আজেবাজে ভাবিস নাতো কিছু।'

'আজেবাজে নয়, সন্টিদা। জানো আজ দুপুরে ডাক্তারেরা আমায় আবার অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে। সব নাকি মস্ত মস্ত ডাক্তার।'

'দেখেছে তো কি হয়েছে ?' সন্টি আশ্বস্ত করতে চায়।

'ওরা কি বলেছে জানো ?' বিশুকে কেমন যেন নিস্তেজ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাগে।

'কি বলেছে ?'

'আমি নাকি অন্ধ হয়ে গেছি। আমার দুটো চোখই নাকি গেছে। আমি আর কোনদিনও আলো দেখতে পাবো না, সন্টিদা। মাকে দেখতে পাবো না, বাবাকে দেখতে পাবো না, তোমাদের কাউকে আর একটি দিনের জন্যেও চোখে দেখতে পাবো না। কাউকে না। কাউকে না।' বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে বিশু।

সন্টির দুচোখও জলে ভরে যায়। সে অন্ধ আবেগে বিশুর বাঁ হাতটা চেপে ধরে। 'এ তুই কি বলছিস, বিশু। না, না, একথা সত্যি নয়। ডাক্তারে ভুল বলেছে। তারা ঠিকমত দেখেনি নিশ্চয়ই।'

অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে বিশু। সন্টি আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত বুলোয়। কান্না ভেজা গলায় এক সময় বলে, 'না, সন্টিদা, ভুল বলেনি। চার পাঁচজন ডাক্তার আমায় অনেকদিন ধরেই পরীক্ষা করেছে। তাও আমাকে বলেনি কিছু। ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল। আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি।'

সন্টি উত্তর দেয় না। সত্যি কি বিশু অন্ধ হয়ে যাবে! সত্যিই কি অকালে ওর দুচোখের সমস্ত আলো নিভে যাবে ? এই এতবড় জগৎটার সমস্ত কিছুর দরজা চিরকালের মতো বিশুর চোখের সামনে বন্ধ হয়ে যাবে! না! না! চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে চাইল সন্টি। এর চেয়ে যে মরে যাওয়া অনেক ভালো ছিল।

এই কথাটাই বিশু বলল। 'জানো, সন্টিদা। সারা জীবন অন্ধ থাকার চেয়ে আমার মরে যাওয়াই ভালো ছিল। ভগবান কেন যে আমায় মারতে মারতে বাঁচালেন!' বিশু আবার ককিয়ে কেঁদে ওঠে।

'কাঁদিস না, বিশু।' অসীম স্নেহে আর মমতায় বিশের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সন্টি বলে। 'তুই দেখ না, অন্ধ তুই হবি না। এখানকার ডাক্তারেরা তোকে সারাতে যদি না পারে বিলেতের ডাক্তার দিয়ে তোর চিকিচ্ছে করাব। তোর সন্টিদা বেঁচে থাকতে তোকে অন্ধ জীবন কাটাতে দেবে নারে!'

কৃতজ্ঞতায় বিশুর মুখে একটা আলো ফুটে ওঠে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত দিয়ে সন্টির ডান হাতটা হাতড়ে হাতড়ে সে চেপে ধরে। 'কিন্তু সন্টিদা, সে যে অনেক টাকার মামলা!'

'টাকার জন্যে ভাবিস না বিশে। তোর জন্য দরকার পড়লে শালা ব্যাঙ্ক

লুটবো, বড়লোকদের ঘরে ডাকাতি করব। তবু তোকে সারিয়ে তুলবই।'
উত্তেজনায় সন্টির মুখচোখ চক চক করে ওঠে।

একটা আশার ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে সন্টির আশ্বাসে। সে আলোর আভাস বিশুর ব্যান্ডেজ বাঁধা মুখে ফুটে ওঠে। সন্টি তন্ময় হয়ে দেখে সেটুকু। দুজনে দুজনকে ছুঁয়ে বসে থাকে। নিবিড় আত্মীয়তার অন্তরঙ্গতায় দুজনের অন্তরাত্মা যেন তৃপ্তির জগতে অসীম মুক্তি পায়।

সন্টি অনেকক্ষণ বসে থাকে বিশের পাশে। একটা একটা করে কোয়া ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ওকে দুটো কমলালেবু খাওয়ায়। খাওয়া হলে যত্ন করে মুখ মুছিয়ে দেয়। তারপর ঘণ্টা পড়লে একসময় উঠতে চায়। বিশু ওর দুহাত জড়িয়ে ধরে।

'তুমি যেয়ো না সন্টিদা। আমার কেমন ভয় ভয় করছে।'

'ভয় কিসের রে বোকা! এতবড় হাসপাতাল, এখানে কত লোকজন রয়েছে। তোর চারপাশেই তো কত লোক আছে এই ঘরে।' সন্টি বোঝায়।

'জানিনা, কেন তবু আমার ভয় করছে। তুমি আমার পাশে বসে থাকো সন্টিদা। গল্প বলো তোমরা এ কদিনে কি করলে।'

সন্টি বিশুর গায়ে হাত বোলায়। 'ঘণ্টা পড়ে গেলে আর এখানে বাইরের লোককে থাকতে দেয় নারে বোকা। রোজই তো দেখছিস তুই। আর শোন, ভয় কিছু নেই। আমরা সবাই আছি তোর পাশে।'

নিতান্ত অনিচ্ছায় বিশু সন্টির হাত ছেড়ে দেয়। 'কাল ফের আসবে তো?'

'নিশ্চয়ই আসব। আর দেখিস, তোর বাড়ীর লোক এলেও আমি আড়ালে থাকব না। তোর পাশে এসে ঠিক বসব।'

একটু যেন উৎসাহিত লাগে বিশুকে। 'ঠিক আছে সন্টিদা। গুলে আর প্যান্টাকেও আসতে বলো। বিলেও যেন আসে। তোমরা এলে তবু অনেক ভালো লাগবে। অনেক ভরসা পাব।'

সন্টি কথা দিল সে আসবেই। গুলে, বিলে আর প্যান্টাকেও নিয়ে আসবে সঙ্গে।

পুরোহিতের ঘণ্টা দ্বিতীয়বার বেজে গেছে। সন্টি উঠল জোর করে। ওরও উঠতে ইচ্ছে করছিল না। বিশেকে ছেড়ে যেতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি! হাসপাতালের নিয়ম তো মানতেই হবে।

যাবার বেলায় খুব নীচু হয়ে সন্টি একবার তার ঠোঁট দুটো বোলালো বিশুর মাথায়।

অঘটন যা ঘটবার ঘটে গেল। সকাল বেলায় সন্টি সবে গরম চায়ের পেয়ালায় মৌজ করে চুমুক দিয়েছে, সিগারেটটায় আগুন ধরিয়েছে, এমন সময় ভগ্নদূতের

মতো এলো গুলে। চোখ মুখ তার ফুলো ফুলো, চুলগুলো এলোমেলো।

'গুরু সাঙ্ঘাতিক খবর! শুনেছ?'

ধ্বক করে বুকটা কেঁপে ওঠে সন্টির। গরম চায়ের পেয়ালা থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কিসের খবর?'

বিশে কাল রাত্রে হাসপাতালে আত্মহত্যা করেছে।

'এ্যাঁ'! লাফিয়ে ওঠে সন্টি! হাত থেকে ওর চায়ের কাপটা পড়ে যায়। 'কি বলছিস তুই?'

'হ্যাঁ, কাল রাতে বিশে কি করে যেন ছাদে উঠেছিল। তারপর সেখান থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে মরেছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে গুলে বলে যায়।

'সত্যি বলছিস! এ কখনও হতে পারে!' সন্টি আর কথা বলতে পারে না। সারা শরীর তার উত্তেজনায় ঠক ঠক করে কাঁপছে।

'হ্যাঁ, এইতো আমি ওদের পাড়া থেকেই এলাম। ওদের ঘর থেকে খুব কান্নার আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে সেখানে যাই। ওর মা খুব কাঁদছে। হাসপাতাল থেকে নাকি খবর পাঠিয়েছে।' গুলে সমানে হাঁপাতে থাকে।

গুম মেরে যায় সন্টি। একবার হাতের সিগারেটটার দিকে তাকায়। তার পরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়। একি করল বিশু! কেন এ কাজ করল সে! মাথাটার মধ্যে ঝিম ঝিম করতে থাকে।

'আচ্ছা গুরু, ওর চোখ তো বাঁধা ছিল। তবে ও ছাদের রাস্তা চিনে গেল কি করে! হাসপাতালে অত লোক, কারো কি মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। হাতড়ে হাতড়ে ও গেল তাও কি কারো চোখে পড়ল না!'

'কি জানি! কিছুই তো বুঝতে পারছি নারে!' কাঁদ কাঁদ লাগে সন্টির কথাগুলো।

কি যেন ভাবতে থাকে সন্টি চুপচাপ। হঠাৎ তার খেয়াল হয় তিনতলার যে ওয়ার্ডে বিশে ছিল তার সামনেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি! বথরুমে যেতে হলেও ঐ সিঁড়ির পাশ দিয়েই যেতে হয়। হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই বিশু সেটা জানত। তারপর রাত নিশুতি হলে হাতড়ে হাতড়ে ঐ সিঁড়ি দিয়েই উপরে উঠে গেছে। অত রাত্তিরে সবাই তো ঘুমে ঢুলছিল। কার আর নজর গেছে ওর দিকে!

কিন্তু বিশু একি করল! মরতে গেল কেন! অবশ্য এ ছাড়া ওর উপায়ই বা কি ছিল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই ওকে যেতে হত গারদে। সেখানে কতদিন থাকতে হত কে জানে! তার উপর আবার দু-চোখের সব আলো যদি নিভে যায় তাহলে সান্ত্বনা থাকল কোথায়?

ঠিকই করেছে বিশু। মাথার চুলগুলো টানতে টানতে সন্টি মাথা নাড়ে। বেশ করেছে বিশুয়া। শালা গোটা দুনিয়াটাকে কেমন লবডঙ্কা দেখিয়েছে। বুদ্ধু বানিয়ে দিয়েছে সবাইকে। পুলিশকে, হাসপাতালকে, ডাক্তারকে, ভাগ্যকে।

সংসারটা ওকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল। ওই উল্টে ফাঁকি দিয়ে গেল সবাইকে। সাবাস বেটা!

কিন্তু বুকের ভিতরটা এত মুচড়ে মুচড়ে উঠছে কেন! মনটা এত হু হু করছে কেন! কেন মনে হচ্ছে দুনিয়াটা ফাঁকা হয়ে গেছে একেবারে। সন্টি মাথাটা টেবিলের উপর রাখে। দু-চোখ ফেটে তার জল বেরিয়ে আসে। জল তো নয়, যেন রক্ত। টাটকা রক্ত। বুকের কলজে নিংড়ানো রক্ত। ওরে বিশু, তুই যদি গেলিই সঙ্গে করে আমাদেরও নিয়ে গেলি না কেন! তোর তো পারের ঘণ্টা বাজার সময় হয়নি। তবু গেলি। আমরাও না হয় এক সাথেই যেতাম! কি হবে পোড়া দুনিয়াটাকে আঁকড়ে থেকে! হু হু করে কেঁদে ওঠে সন্টি।

অনেকক্ষণ কাঁদল সে। মুখ নীচু করে কাঁদছিল। মুখ তুলল এবার। সামনে গুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখের পাতা দুটোও ভেজা। গুলেকে একবার দেখল সন্টি। কেমন নির্জীব, ক্লান্ত চেহারা। বিশুর পথে এও যাবে। সবাই যাবে। তারা সবাই।

'এ রাস্তা এবার ছেড়ে দে গুলে।' ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলা সন্টির। 'বোমার কারবারে আর যাসনা। আর শোন।' একটু চুপ করে থাকে সে। 'তোরও তো মা আছে, ভাইবোন আছে। যদি পারিস মস্তানীর রাস্তা ছেড়ে দে।'

গুলে সন্টিকে একবার দেখল। এতো ওরও মনের কথা। গুরু ঠিক ধরেছে। ও যে তার বড় আপনজন। 'কিন্তু সন্টিদা, এ রাস্তা ছেড়ে যাবো কোথায়! খাবো কি? আর তাছাড়া তুমি তো জানো আমি টাকা না দিলে ছোট ছোট ভাইবোনগুলো না খেয়ে মরবে!'

তাই তো! এ রাস্তা ছেড়ে কোথায় যাবে তারা! তাই কালো বাজারের টিকিট বিক্রী, দরকারে মাঝে মাঝে ছিনতাই, লুঠ—এ সব না করলে তাদের চলবে কি করে! পয়সা দেবে কে! কোনো কারখানায় বা অন্য কোথাও যদি তারা কাজ পেত! কিন্তু কে ওদের কাজ দিচ্ছে! চারধারেই তো ভদ্দরলোকেদের ঘরের কত বেকার ছেলে কাজের ধান্দায় ঘুরছে! তারাই কাজ পাচ্ছে না। না, কোন রাস্তা নেই। যে জালে তারা জড়িয়ে পড়েছে তার বাইরে যাবার কোন পথের সন্ধানই তারা জানে না। এখানেই, এই অন্ধকার দুনিয়ার গোলক ধাঁধাঁর মধ্যেই ঘুরে মরতে হবে। সারা জীবন কলুর বলদের মতো ঘুরতে হবে। তারপর একদিন তারা মুক্তি পাবে। বিশুর মতো। হয় হাসপাতালে বোমার ঘা খেয়ে। নয়ত রাস্তার উপরেই চাকুর আঘাতে। যার কপাল একটু ভালো সে শহীদ হবে! বড় বড় নেতাদের কথায় পুলিশের গুলি খেয়ে নয়ত বিপক্ষের মার খেয়ে লুটিয়ে পড়বে সে।

সন্টি ভাবে কিন্তু কোন পথ পায় না। বার বার বিশুর মুখটা চোখের সামনে ভেসে ভেসে ওঠে। তাজা, সতেজ, ডাঁটো বিশুর মুখ নয়, হাসপাতালের

বেড়ে শুয়ে থাকা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুমূর্ষু বিশুর ক্ষত বিক্ষত মুখটা তার চিন্তাকে কুরে কুরে খায়। উপায় নেই। পরিত্রাণের পথ নেই। এমনি করেই তাদের নেড়ীকুত্তার মতো চিরকাল লেজ গুটিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে। চরম হতাশায় সন্টির মনটা গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে যায়।

পরের দিনটা সন্টি কাটালো কালিঘাটের মন্দিরে বসে। তারপর দিন দক্ষিণেশ্বর। তৃতীয় দিন বেলুড় মঠ। ঠিক তার মা মরে যাবার পর যেমন করে শান্তি খুঁজেছিল, বিশুর আত্মহত্যার পরও সে তেমনি করেই শান্তি খুঁজে বেড়াল। এরি মাঝে মাঝে একটা মুখ বারবার তার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল। একটা মিষ্টি মুখ। সুন্দর মুখ। মেয়ের মুখ। অনেক অনেক দিন পরে স্মৃতিতে হারিয়ে যাওয়া সেই মেয়েটির মুখ আবার ফিরে এসে তাকে ঈশারায় কাছে ডাকতে লাগল। বিশুর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গিয়ে সেখানে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল আর একটি মুখ। সে মুখ মালতীর। তাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সন্টি। সেই আবার এতদিন পরে ফিরে এসে ওর সকল ভাবনা চিন্তা গ্রাস করে বসল।

বেলুড় মঠ থেকেই সোজা সন্টি চলে এল দেওদার স্ট্রীট। চেনা বাড়ীটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। তাকে চিনবে কি মালতী! যদি না চেনে! সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে সন্টির মনটা। একবার ইতস্তত করে সে। দরকার নেই দেখা করে। ফিরে যাবে কি! কিন্তু না। এতদূর যখন এসেইছে শেষ দেখে যাবে সে।

ফ্ল্যাট নম্বর মনে ছিল না সন্টির। একে ওকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল। তিনতলার দক্ষিণের ফ্ল্যাটটি মালতীর। দরজার উপর নামও লেখা ছিল। সেখানে এসে সন্টি থমকে দাঁড়াল। ডাকবে কি ডাকবে না! ভাবতে ভাবতেই তার আঙ্গুল চেপে ধরেছে দরজায় লাগানো কলিং বেলের বোতামটা।

'কে!' ভিতর থেকে মেয়েলী গলার আওয়াজ আসে।

কি উত্তর দেবে সন্টি! সে কি বলবে সন্টি এসেছে। আজ এত দিন পরে এসেছে। মালতী তাকে আসতে বলেছিল। তাই এসেছে। মালতীর তাকে দরকার। না না মালতীকেই তার দরকার।

দরজা খুলে যায়। একটি প্রৌঢ়া বিধবা সামনে দাঁড়িয়ে। 'কাকে চাই?'

'মালতী আছে? মালতী কংকরিয়া?'

প্রৌঢ়া বিস্ময়ের সঙ্গে তাকায় সন্টির দিকে। একবার আপাদমস্তক দেখে নেয়। দেখে তো বখাটে ছেলে মনে হচ্ছে। রাস্তার ছেলে। মাস্তান না কি যেন বলে আজকাল। তাই। কিন্তু জিজ্ঞাসার ধরণ দেখ, যেন মালতী ওর ইয়ার দোস্ত।

একটু কঠিন হয় প্রৌঢ়া। 'আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'এসব জানার দরকার নেই। মালতী আছে কি?' সন্টির কথায় কোনো

ভদ্রতার ছাপ থাকে না।

'আপনার নাম কি?' প্রৌঢ়া আবার জিজ্ঞাসা করে। ওর মনে সংশয় ও শঙ্কা। নিশ্চিত হতে পারছে না সন্টিকে দেখে।

'মালতী ঘরে থাকলে তাকে বলুন সন্টি এসেছে।' ফস করে বলে দেয় সন্টি। যেন সন্টির নাম শুনলেই মালতী এক্ষুণি ছুটে আসবে। খাতির করে তাকে ঘরে বসাবে।

'আচ্ছা, আপনি দাঁড়ান।' প্রৌঢ়া ভিতরে ঢোকে। যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে যায়।

একটু অপেক্ষা। মনে হয় অনেকক্ষণ। সন্টির দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে। সিঁড়ির মুখের আলোটাকে অত্যন্ত উজ্জ্বল মনে হয়। চোখ দুটো জ্বালা করে এত আলোতে। একবার ইচ্ছে করে নেমে যায়। পা দুটো সিঁড়ির দিকে টানে।

'তুমি অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে বুঝি?' মিষ্টি গলার আওয়াজে সন্টি চমকে ওঠে। চোখ তুলে সামনে তাকায়। সেই মুখ। স্বপ্নের মধ্যে ভেসে আসা অচিন দেশের রাজকন্যার মুখ।

'এসো এসো, ভিতরে এসো।' স্বপ্নের মেয়ে সন্টিকে আহ্বান জানায়।

ঘোরের মধ্যেই সন্টি পথ হাঁটে। দরজা পেরিয়েই পাশে একটা বড় ঘর। খুব ভালো করে সাজানো। দেওয়ালের রংটা হাল্কা নীল। জানালার পর্দা উড়ছে। খুব মোলায়েম মেয়ের রঙীন রেশমী ওড়নার মতো।

'বোসো।' একটা কৌচ দেখায় মেয়েটি।

সন্টি বসে। নির্বাক। ওর খালি মনে হচ্ছে ও স্বপ্ন দেখছে। জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে। নাকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। ও কি ঘুমিয়ে পড়েছে বেলুড়ের গঙ্গার ধারে।

'অমন করে কি ভাবছ?' সম্বিত ভাঙ্গে মেয়েটির কথায়। মেয়েটি আবার কোথায়! ওতো মালতী, স্বপ্নের মেয়ে।

'আমায় চিনতে পারলেন?' সন্টি এতক্ষণে কথা বলে।

'চিনতে পারিনি বলে কি মনে হচ্ছে? তুমি দেখি আমার প্রশ্ন আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছ? এ প্রশ্ন একদিন তোমায় আমি করেছিলাম। কি উত্তর দিয়েছিলে মনে আছে?'

সন্টির মনে পড়ে সব। লজ্জা পায়। মাথা নীচু করে।

'আজ তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার জবাব কি জানো? চিনি, চিনি, তোমায় খুব ভালো করে চিনি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কালের পরিচয়।' মালতীর মুখে কৌতুকের হাসি। সন্টির অবস্থা সে উপভোগ করছে।

কেমন করে কথা বলছে মালতী! একি ঠাট্টা? একি বদলা নেবার অভিনব কোনো চেষ্টা! কিন্তু না, মালতীর মুখ দেখে তো সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না।

ওর মুখে চোখে তো চেনা লোক দেখাব খুশী ভাব।

'আপনি আমায় ডেকেছিলেন। আমি আসিনি।' সন্টি আস্তে আস্তে বলে।

'জানতাম একদিন না একদিন তুমি আসবেই। আমি কিন্তু তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আজ সময় হয়েছে, তুমি এসেছো।'

সন্টি মালতীর দিকে চোখ তোলে। দুজনের চোখে চোখ। কেমন একটা শিহরণ! হাল্কা বিদ্যুতের ঝলক যেন সারা শরীরে বহে যায়। তাড়াতাড়ি সন্টি চোখ নামিয়ে নেয়।

'তুমি বসো। আমি আসছি এক্ষুণি।' পর্দা সরিয়ে মালতী চলে যায়।

সন্টি বসে বসে ভাবে। কী সুন্দর সাজানো ঘর মালতীর! কি সুন্দর মালতী নিজে। আজ আর ও পেট কাটা কাঁধ কাটা জামা পরে নেই। পরনে সাধারণ একটা শাড়ী। লিপস্টিক নেই, রং নেই—খুব ঘরোয়া। —সব আপন-জনের মতো। ওর কথা, ওর মুখ চোখ।

মালতী ঘরে ঢোকে। দুহাতে ট্রে ধরা। ট্রে টা সামনের ছোট টেবিলে নামিয়ে রাখে। এক প্লেট ভর্তি খাবার। গেলাসে জল। টিপটে চা।

'নাও, খাও।' কোমল গলায় মালতী বলে।

একটু ইতস্তত করে সন্টি। 'তুমি—আপনি খাবেন না?'

'আবার আপনি কেন! তুমিই বলো। তুমিই ভালো লাগে।' মালতী সুন্দর করে হাসে।

সন্টি চোখ নীচু করে থাকে। তুমি বলে ফেলাটা তার উচিত হয়নি। কত বড়লোকের বৌ মালতী! কত ভালো সে। তাকে এতদিন সন্টি ভুল বুঝেছিল। মাথা নীচু করে খেতে থাকে সন্টি। মালতী পেয়ালায় চা ঢেলে দেয়। এক কাপ চা নিজে তুলে নেয়।

কলিং বেলের আওয়াজ আসে। দরজা খোলার শব্দ পাওয়া যায়। কারা যেন কথা বলছে। একটু পরেই সেই প্রৌঢ়াকে ঘরে দেখা যায়। 'মা, বাবু খবর পাঠিয়েছে আজ সে আসবে না। গদীতে কি সব কাজ আছে।'

'ঠিক আছে। তুমি যাও রাণীর মা।'

রাণীর মা চলে যায়।

'এবার বলো তোমার কথা।' হাতের পেয়ালাটা নামাতে নামাতে মালতী বলে।

আমার কথা! কি কথা বলব! আমাদের মতো মানুষের আবার কোনো কথা থাকে নাকি! আর যে সব কথা আছে তা কি এই সুন্দর ঘরে বসে এমন সুন্দর মেয়েটিকে বলা যায়? সন্টি মনে মনে ভাবে।

'কি হলো চুপচাপ কেন?' মালতী তাগিদ দেয়।

'আমার কী কথা আছে যা বলতে পারি! বরং আপনার কথা বলুন, আমি শুনি।' সন্টি আস্তে আস্তে বলে। উত্তর না পেয়ে প্রশ্ন করে, 'সেদিন আমাকে

গাড়ীতে ডেকেছিলেন কেন? বলেছিলেন দরকার। কি দরকার তাতো বলেন নি। আমিও অবশ্য শুনতে চাইনি। আমায় ক্ষমা করবেন সেজন্য।'

'বেশ কথা বলতে পারত! যা ভেবেছিলাম তুমি ঠিক তা নও দেখছি। কিন্তু আবার আপনি আপনি আরম্ভ করলে কেন? তুমি বলো না, শুনতে ভালো লাগছিল।'

'আমি রাস্তার ছেলে। আপনি বড়লোকের বৌ। আপনাকে তুমি বলাটা আমার সাজে না।' আস্তে অথচ সংযত ভাবে সন্টি বলে।

'আমি বড় লোকের বৌ তোমায় কে বলল।' ট্যারচা চোখে মালতী তাকায়।

'কেন আপনার নামই বলছে। তাছাড়া আপনার স্বামীকেও তো আমি দেখেছি। মস্ত বড় লোক।' সম্ভ্রমের সঙ্গে সন্টি উত্তর দেয়।

এবার মালতী হাসে। 'বড়লোকের বৌকে তুমি তবে সেদিন লাইনের লোক বলেছিলে কেন? সেইটাই তো আমার প্রশ্ন। আর এর উত্তর পেতেই গিয়েছিলাম।' খুব গম্ভীর ও তীক্ষ্ণভাবে মালতী সন্টিকে জরিপ করে।

'মাফ করুন। আমার ভুল হয়েছিল। আমি ঠিক না বুঝেই কথাটা বলেছিলাম।' জড়সড় উত্তর দেয় সন্টি।

'তুমি অন্যরকম ভেবেছিলে নিশ্চয়ই।' মালতী আড়চোখে সন্টিকে লক্ষ্য করে।

'সত্যি কথা বলতে কি আপনার স্বামীর আর আপনার মধ্যে এতটা তফাৎ যে আমি অমন ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম প্রথমটায়। আমি খুব দুঃখিত এজন্য।' অনুতপ্ত কণ্ঠ সন্টির।

'তোমার কথা শুনে আমারও মনে হচ্ছে তোমায় যেমন ভেবেছিলাম তেমন নও তুমি। আমার ধারণাও বদলাচ্ছে।' মালতীর কণ্ঠে কৌতুক প্রচ্ছন্ন।

সন্টি আবার লজ্জা পায়। মৃদু হাসে সে। সাহস পায় অনেকটা!

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?' সন্টি সলজ্জভাবে বলে।

'বলোনা কি কথা?'

'যদি কিছু মনে না করেন।'

'মনে করলেই বা কি? তোমার যা মনে এসেছে জিজ্ঞাসা করো।'

'আপনি কি কংকরিয়াবাবুর তৃতীয় বা চতুর্থ পক্ষের বৌ?' কথাটা বলেই সন্টির মনে হয় ঐ প্রশ্ন তার করা উচিত হয়নি। সে যেন একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

খিল খিল করে হাসে মালতী। খুব মজা পায় সে সন্টির কথায়। তারপর একসময় হাসি থামিয়ে সন্টির দিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে! 'তোমার এ কথা মনে হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তার আগে বলোতো আমি কংকরিয়াবাবুর বৌ সে কথাই বা তোমার মনে হল কেন?'

'আপনাদের মেলামেশার ধরণ আর আপনার নাম দেখে। আমি তো

আপনাকে আগে বাঙালীই ভেবেছিলাম।' সন্টি ধীরে ধীরে বলে।

'আমি বাঙালী নই সে কথা তুমি ভাবছ কেন?'

সন্টি থতমত খায়। যা বাববাঃ সব জায়গাতেই গোলমাল। আরে বাপু বাঙালী তুমি হতে পারো। কিন্তু পয়সার জন্য একটা হোঁৎকা লোককে বিয়ে করেছ বোধহয়।

কিন্তু তাতো নাও হতে পারে। সন্টি ভাবে। হয়ত পয়সার জন্য মালতী বিয়ে করেনি। হয়ত ও একদিন ছিল কোনো ক্যাম্পে তাদেরই মতো। হয়তো আরো খারাপ অবস্থায় ছিল ওরা। তারপর বাঁচবার তাগিদে ওর বাপ-মা মোটুর হাতে ওকে তুলে দিয়েছে। সেটাই বরং স্বাভাবিক। গরীবের জীবন! ক্যাম্পের জীবন! বস্তির জীবন! শুধু নোংরা ঘাঁটা। জীবনের ময়লাগুলো জমে ওঠে ডাস্টবিনের জঞ্জাল হয়ে। হয়ত পাঁকে পদ্মফুল ফুটেছিল! আর পাঁকের পদ্মফুল হয় দেবতার পায়ে যায় না হয় ধনীর বৈঠকখানায় উঠে আসে। মালতীও হয়ত পাঁকের পদ্মফুল। দেবতার পায়ে যাবার সৌভাগ্য তার হয় নি। মোটুর ঘরের সৌখীন পাত্র হয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্টি।

'কি হল তোমার?' মালতী অবাক হয়ে সন্টিকে দেখে।

'না, কিছু না। আমি আপনাদের ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। সব গোলমেলে লাগছে।'

মালতী হাসে। 'একদিনেই সব জেনে নেবে? এখন একটু গোলমেলে থাকাই ভালো।'

সন্টি উঠতে চায়। 'আমি যাই আজ।'

মালতী পথ আগলে দাঁড়ায়। 'বোসো আর একটু। তোমার কথা তো শোনা হল না কিছুই!'

'আমার কথা আর কি শুনবেন? আমাদের কোনো কথা থাকে না।' সন্টি সামনে পা বাড়াতে চায়।

মালতী সন্টির সামনে দাঁড়ায়। খপ করে ওর হাত চেপে ধরে। সন্টির পায়ের তলার মাটি কাঁপতে থাকে। বিদ্যুৎ তরঙ্গের তীব্র শিহরণ ওর সারা শরীরে বহে যায়। অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

মালতী সন্টির হাত ধরে টেনে বসায়। 'বোসো। বলো, এতদিন পরে তুমি এলে কেন?'

সন্টি দুচোখ মেলে তাকায় মালতীর দিকে। মালতীও তাকায় ওর দিকে। দুজনে দুজনের চোখে কি যেন পড়তে চেষ্টা করে।

'এমনিই এলাম। হঠাৎ মনে হল আপনার কথা।' সন্টি নিস্পৃহ উত্তর দেয়।

'আমার কথা তোমার নিশ্চয়ই আগেও মনে হয়েছে। কিন্তু তখন তো তুমি আসোনি। এতদিন আসোনি আজ এসেছ। শুধু আমার কথা ভেবে আসোনি।

তুমি একথা বললেও আমি বিশ্বাস করিনা।'

মালতীর স্বরে কি ছিল। সন্টি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ঠিক ধরেছে তো মেয়েটা। কিন্তু কি বলবে সন্টি! বলবে সে খুব ক্লান্ত! বলবে তার জীবনটা দেউলে হয়ে গেছে! বলবে আওয়ারা জীবনের যে নগ্নরূপ সে দেখেছে তাতে সে ভয় পাচ্ছে! বলবে সে বাঁচতে চায়! এই পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, সুধা সে আরো অনেকের মতো দুহাতে অঞ্জলি ভরে পেতে চায়! না। তার এই কাঙালেপনার চেহারা দেখে মালতী কংকরিয়ার সুখী জীবন ব্যঙ্গ করে হেসে উঠবে। তাকে মস্তান ভেবে মালতী তাকে খাতির করে। তাকে ভিখারী দেখলে মালতী হয়তো ঘেন্না করবে। পারবে কি সন্টি মালতীর ঘৃণা সইতে! অথবা করুণা কুড়োতে! অনেক দূরে সে এগিয়েছে। আজ পাঁকের মধ্যে ডুবতে ডুবতে অতলে তলিয়ে যাওয়ার আগে মালতীর করুণা আর ঘৃণা কুড়িয়ে সে ফিরতে পারবে না!

'আজ নয়। আর একদিন বলব। আজ উঠি।' সন্টি আবার উঠতে চায়।

'না। তুমি এখান থেকে খেয়ে যাবে।' আদেশের সুরে মালতী বলে।

মনে মনে হাসে সন্টি। আজ তিনদিন তার রোজগার নেই কোনো। অবশ্য সে জন্য তার অত চিন্তাও নেই। একটা পেট। চলে যাবে ঠিক। কিন্তু মালতী খেতে বললেই সে খাবে কেন!

'আজ নয়। আপনার এখানে খেতে গেলে আমার রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি তো আর রোজ রোজ খেতে দেবেন না।'

'সিনেমায় টিকিট বিক্রি করতে যাবে? কিন্তু কখন আর বিক্রি করবে? এখন তো প্রায় সাড়ে আটটা বাজে।'

'সিনেমার রোজগার না হলে ছিনতাই করব।' বেশ একটা গর্বের ভঙ্গীতে সন্টি বলে।

'তুমি ছিনতাইও কর নাকি!' খিল খিল করে হাসে মালতী। 'লুঠ-তরাজ, খুন-জখম এসব কর না?'

'দরকার হলে তাও করি।' খুব গম্ভীর গলা সন্টির। নিজের দুষ্কৃতী পরিচয়ে বেশ শ্লাঘা বোধ করে সে।

'তুমি তো খুব বীরপুরুষ।' ঠাট্টার সুর মালতীর কথায়। 'সঙ্গে ছোরাছুরি রাখোনা? এখনও আছে নাকি?'

'সঙ্গে থাকে। তবে আজ নেই।' সন্টি সত্যি কথাটাই বলে।

মালতী একটু কি ভাবে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। সন্টির পিছনে চলে আসে। আস্তে হাত রাখে ওর চুলে। সেই শির-শিরানি ভাবটা সন্টির সারা শরীরে আবার ফিরে আসে। এবার আরো তীব্র।

'আচ্ছা, এসব কেন কর? এসব কাজে ঝুঁকি খুব। সম্মানও তো নেই।'

'আর কিছু করার নেই বলে।'

'আর কিছুই নেই? কেন এই শহরে সবাই কি চুরি ডাকাতি ছিনতাই করে চালাচ্ছে?'

'তা চালাচ্ছে না! তবে যারা চালাচ্ছে না তারা হল ভদ্দরলোক, লেখাপড়া শিখেছে। কাজকর্ম করে সংসার চালাচ্ছে। ওদের কথা আলাদা।

'কেন তা কেন! কতলোক তো লেখাপড়া শেখেনি। বেশীর ভাগই তো শেখেনি। তারা কতরকম কাজ করে পেট চালাচ্ছে। তারা কেউ ছিনতাই করছে না। মানুষ খুনও করে বেড়াচ্ছে না কেউ। তবে?'

সন্টির দুটো চোখ জ্বলে ওঠে। একটা অকারণ প্রতিহিংসার নেশায় সারা শরীর তার জ্বালা করতে থাকে। চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। 'সবাই তো আর ভেড়ার বাচ্চা নয়।'

'তা বটে। তারা মানুষের বাচ্চা!' মালতী মাথা নাড়ে।

'এসো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'এসোই না। তোমায় একটা জিনিস দেখাবো।'

'কি জিনিস?'

'আগে এসো। তারপর নিজেই বুঝবে।'

সন্টি মালতীকে অনুসরণ করে। পাশের ঘরে ওরা যায়। মালতীর শোবার ঘর। এক জোড়া পালঙ্ক পাশাপাশি পাতা। ডানলোপিলো গদী। ফর্সা ধবধবে সাদা চাদরের উপর নক্শা করা বেডকভার বিছানো, এপাশে বড় একটা ড্রেসিং টেবিল। সামনে একটা গদীমোড়া টুল। এক কোণে বড় স্টীলের আলমারী।

মালতী চাবি বার করে আলমারী খোলে। লকারটা খুলে ধরতেই একটা আলো পিছলে পড়ে। ভিতরে ঝকঝক করে ওঠে অনেকগুলো গয়না। সন্টির চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। শালা নেবে নাকি দুচারটে কেড়ে। বহুদিন তাহলে আর ভাবতে হবে না কিছু!

মালতী উঠে যায়। সন্টির দিকে পিছন ফিরে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটা টানে। এই তো সুযোগ! এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। সন্টি তাকায় মালতীর দিকে। বড় আয়নাটার মধ্যে ওকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে। মাথা নীচু করে ড্রয়ার খুলে ও যেন কি খুঁজছে।

সন্টি আলমারীর দিকে নিজের অজ্ঞাতে একটু এগিয়ে যায়। এমন মওকা শালা আর নাও আসতে পারে। দেরী কোর না। মাল হাতাও। চটপট। না না মালতী যদি কিছু ভাবে! দূর শালা মালতী! মালতী তার কে! সে কি ভাবল তাতে বয়েই গেছে। হাতের মধ্যে এখন রাজ্যের সম্পদ এসেছে। এ তালে যা পারো ঝেড়ে নাও! ঝেড়ে নিয়ে কেটে পড়। হাতে পয়সা থাকলে, সোনা থাকলে মালতীর মতো ডজন ডজন ছুঁড়ী ঘুর ঘুর করবে। সাবধান! মালতী

মুখ তুলে ওকে দেখেছে। ইস শালা এ সুযোগটা বেকার যাবে! সন্টি আর এক পা এগোয়।

হঠাৎ মালতী ঘুরে দাঁড়ায়। তার হাতে ধরা একটা শাণিত ছোরা! আলো পড়ে ঝলসে উঠেছে। যেন কালনাগিনীর লোলুপ জিভ দুটো লকলক করে উঠেছে।

সভয়ে সন্টি পিছিয়ে যায়। মালতী তাকে ঐ ছোরা দিয়ে মারবে নাকি! ঐ তো ওর চোখ দুটো তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষে কেমন ভয়ঙ্কর লাগছে। সে এখন কি করবে! পালাবে নাকি! ধরা যখন পড়েই গেছে এখন তার পালানো ছাড়া পরিত্রাণ নেই। ঐ তো ছোরা উঁচিয়ে মালতী ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। আসুক। সন্টি পালাবে না। শালা জীবনে তো মরতে হবেই। তবে ভয় কি! মালতী কংকরিয়ার ছোরাকে ভয়! কত ওস্তাদের ন্যাপ্‌লা গজ শালা হাওয়া করে দিলাম আর এখন একটা মেয়েছেলের হাতের ছোরা দেখে ভয়! আরে ছিঃ। সন্টি নিজেকে ধিক্কার দেয়।

'এই নাও।' ছোরাটা বাড়িয়ে দিতে দিতে মালতী বলে। 'এই নাও ছোরাটা। এই ছোরাটা দিয়ে আমাকে খুন করো। তারপর এত এত গয়না সব তোমার। অনেক অনেক টাকাও পাবে। এসব দিয়ে ভদ্দর লোকদের মত থেকো।'

মেয়েটি বলে কি! সন্টি অবাক হয়। নির্ঘাৎ পাগল। এতদিন পরে সে এক পাগলীর খপ্পরে পড়েছে। দূর শালা মোহভঙ্গ হল এবার। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা বাপ্‌। মেয়েছেলের সঙ্গে পীরিত করতে আসিস না।

'কি হল? নাও ছোরাটা। তারপর আমাকে ওটা দিয়ে মার। কোনো ভয় নেই তোমার। আমি একটুও চেঁচাব না। তারপর সব, সব গয়না তোমার। টাকাও আছে। অনেক টাকা। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ।'

মালতী আর একটা লকার খোলে। ভিতরে থাক থাক করে নোটের বান্ডিল সাজানো আছে। পঞ্চাশ টাকার বান্ডিল। একশ টাকার বান্ডিল। কত টাকা! অনেক অনেক! দশ হাজার! বিশ হাজার! না, লাখ টাকার কম নয়। এতো টাকা! এতো শালা জীবনে সন্টি চোখেও দেখেনি। চোখ দুটো তার লোভী শিয়ালের মতো মনে হয়।

'দেখলে তো! এবার আমায় খুন করো। মারো। তারপর সব টাকা, সব গয়না ঐ বড় ব্যাগটায় ভরে নিয়ে যাও।' মালতী জোর করে সন্টির হাতে ছোরাটা গুঁজে দেয়।

সন্টি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি করবে সে! মালতীকে খুন করবে!

'আপনি যখন দিতেই চাইছেন, তখন তো এমনিই দিতে পারেন। খুন করবার দরকারটা কি?' টেনে টেনে সন্টি বলে। এতক্ষণ সে শুধু দেখছিল। বলার মতো কথা তার ছিল না।

'না, আমাকে খুন না করলে কিছু পাবে না। দশটা টাকাও না। কিন্তু বীরপুরুষ, খুন করতে তোমার বাধছে কোথায় ? এই তো একটু আগেই বললে যারা খুন জখম করে না তারা সব ভেড়ার বাচ্চা। তুমি তো শের, আস্ত মরদ। তবে দেরী করছ কেন ? চালাও ছোরা—এই বুক পেতে দিলাম।' মালতী নির্ভীকভাবে এগিয়ে আসে।

সন্টি আবার মালতীকে দেখে। অনেকক্ষণ দেখে। ভালো করে দেখে আপাদ মস্তক। কই মালতীর মুখে তো কোথাও ভয়ের চিহ্ন নেই। ওর চোখে তো এতটুকু আশংকার ছায়া নেই। ওতো সম্পূর্ণ নির্ভয়ে, পরম নির্ভরতায় সন্টির সামনে দাঁড়িয়ে। যেন সন্টিকে ও ভালো করে চেনে। চোখের এক্সরে দিয়ে সন্টির অন্তরাত্মা ও দেখে নিয়েছে। তাই ভয় নেই ওর এতটুকু।

হাতের ছোরাটা সন্টি ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঘরের কোণে। না, এ মেয়েকে সে মারতে পারবে না। কোটি কোটি টাকার জন্যও নয়। কোনো কিছুর জন্যই নয়। এ মেয়ে যে যুগ যুগ ধরে তাকে পথের আলো দেখিয়েছে। চোখের আলোয় ওকে পথ চলা শিখিয়েছে।

মালতী অবাক হয় না এতটুকু। যেন ওর সব জানা ছিল আগে থেকে। ও আরো এগিয়ে আসে। সন্টির বুকের খুব কাছে। হাত ধরে সন্টির। 'দেখলে তো, তুমি খুন করতে পারলে না। এত টাকার লোভেও তোমার হাতের ছোরা একটুও উঠল না।'

সন্টির হঠাৎ কি হল। দু'চোখ ফেটে তার অঝোর ধারায় জল এল। মালতী তার ডান হাত ধরে রেখেছিল। সন্টি মুহূর্তে বাঁ হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে কাঁধের উপর মুখ লুকোল। তারপর হুহু করে কান্না।

অনেকক্ষণ কাঁদল সন্টি। মালতী একটুও বাধা দিল না। কেঁদে অনেকটা হাল্কা হল সে। এত দিনের জমাট বুক চাপা ভাবটা গলে গলে বেরিয়ে গেলো।

'আমি আর পারছিনা, মালতী। এ জঘন্য জীবনের বোঝা বয়ে আর চলতে পারছি না। আমি খুব ক্লান্ত। আমি মুক্তি চাই। সুন্দর জীবনে মুক্তি।'

মালতী চুপ করে রইল। সন্টির চোখের জলে তার কাঁধের কাছটা ভিজে গিয়েছিল। সে বাধা দেয়নি এতটুকু। ওরও খুব ভালো লাগছিল সন্টির এই ছেলেমানুষী কান্না দেখে। তবু পরিহাসের সুরে বলল, 'যে বোমা ছোঁড়ে, ছুরি চালায়, সে কাঁদেও বুঝি আবার ?'

'চাইনা আমি বোমা ছুঁড়তে, ছুরি চালাতে, ছিনতাই করতে, কালোবাজারী করতে। আমি শুধু বাঁচতে চাই। অন্ধকারে নয়, আলোয় বাঁচতে চাই। পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে আমি শেষ হতে চলেছি, আর পারছি না। এবার জীবন চাই, মানুষের জীবন। নইলে মৃত্যু হোক আমার। এখুনি এই নোংরা নরকের জীবনটা শেষ হয়ে যাক।'

মালতীকে ছেড়ে দেয় সন্টি।

'সেজন্যই বুঝি তুমি এসেছ এতদিন পরে? কিন্তু হঠাৎ এমন কী হল যার জন্য তুমি ছুটে এলে?'

'ঠিক তাই, মালতী। অনেক ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে। অনেক কিছু আমি দেখেছি। আগে ভাবতাম নরকটাই বুঝি জীবন। তখন ভাবতাম আমাদের মতো গরীব লোকদের এ ছাড়া অন্য জীবন থাকতে পারে না কিছু। কিন্তু পরপর এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটেছে যাতে আমার মন ভেঙ্গে গেছে। ঘেন্না ধরে গেছে আর বেঁচে থাকতে। কিন্তু মরার সাহসও হয়না। তাই এসেছি তোমার কাছে। তুমি আমায় নতুন জীবনের সন্ধান দাও, মালতী!' সন্টির গলাটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়। আবেগে স্বর কাঁপতে থাকে।

বাইরে রাণীর মার গলা শোনা যায়। খাবার তৈরী হয়ে গেছে।

'চল, খাবে চল। খেতে খেতে তোমার কথা শুনব।' মালতী আবার সন্টির হাত ধরে।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে দেয় মালতী। সন্টি চেয়ারে বসতে বসতে পুরো ব্যাপারটা দেখে। 'তুমি খাবে না?'

'এখন নয়। আগে তুমি খেয়ে নাও।'

সন্টি কোন আপত্তি করে না। খেতে আরম্ভ করে। মালতী তাকে খাওয়ায়। খুব তৃপ্তির সঙ্গে খায় সন্টি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মালতী। তার মনে হয় এ ছেলেকে নিয়ে খেলা ঠিক হবে না বোধ হয়। বাইরে দামাল হলেও অন্তরে এ কাঙাল। শুধু কি কাঙাল! বাইরের দুর্দান্ত স্বভাবের আড়ালে এর মনে জীবন-তিয়াসা কান্না ঝরাচ্ছে। একে নিয়ে খেলতে গেলে ভুল করা হবে। খেলার আড়ালে কখন দুর্বলতা এসে বাসা বাঁধবে। এখনই মালতীর মায়া হচ্ছে। ভয়ও হচ্ছে। এর প্রতি মমতার মধ্য দিয়ে বাঁধন না গড়ে ওঠে।

খেতে খেতে কথা হয়। সন্টি বক্তা। মালতী শ্রোতা। ছোট্ট ছোট্ট প্রশ্ন করে সন্টির সব কথা ও জেনে নেয়। সন্টি বলে যায় একে একে। ওর ছেলেবেলার কথা। বাবার কথা। মার কথা। বোনের কথা। কিছুই লুকোয় না সে।

'আচ্ছা তুমি এ লাইনে এলে কি করে?' মালতী জানতে চায়।

মৃদু হাসে সন্টি। 'সবই ভাগ্য।'

'শুনি তোমার ভাগ্যের কথা।'

'বাবা মারা যাবার পর মা গেল লোকের বাড়ী রাঁধতে। আর আমি একটা চায়ের দোকানে কাজ পেলাম। এই কাপ-ডিস ধোওয়া, টেবিলে চা দেওয়া এই সব আর কি। সেখানেই কাজ করত আর একটা ছেলে—পট্‌লা, আমার থেকে বড় ছিল। পট্‌লার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। একদিন সেই বুদ্ধি দিল।

'দোকানে কাপ ডিস ধুয়ে কি হবে! চল তার চেয়ে কারবারে নামা যাক।'

'কারবার! কিসের কারবার আবার!'

'সিনেমার লাইনে।'

'সে আবার কি? সিনেমায় আমাদের নেবে কেন?'

'দূর হাঁদা, সিনেমায় কেন! সিনেমার টিকিটের ব্যবসা করব।'

'কি রকম?' আমি জানতে চাই।

'পট্‌লা ব্যাপারটা পুরো বুঝিয়ে দিলে। কিসে কত লাভ হয় হিসেব করে দেখিয়ে দিল। টাকায় মওকা মতো টাকা লাভ! কখনও কখনও বেশি। আমার মনটা নেচে উঠল। সায় দিলাম আমি। এখানে এই চায়ের দোকানে কি করব! মাস গেলে দশ টাকা মাইনে আর দু' বেলা খেতে দেয়। সারাটা জীবন এতেই কি চলবে! মা-ই বা আর কতকাল পরের ঘরে ভাত রেঁধে বেড়াবে!

'আমরা প্ল্যান করলাম। এক রাত্রে দোকানের ক্যাশ ভেঙ্গে আমরা হাওয়া। তারপর শুরু হল এই জীবন। নরকের জীবন! এখন মনে হয় চায়ের দোকানে কাপ ডিস ধোয়ার জীবনটা যেন অনেক ভালো আর সুখের ছিল।' সন্টি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'পটলার কি হল?' মালতী জানতে চায়।

'ঠিক জানি না। তবে ও বেশিদিন আমাদের সঙ্গে ছিল না। একবার ওকে পুলিশে ধরে। খালাস পেয়ে আর দেখা করেনি আমাদের সঙ্গে। শুনেছি কোথায় কোন এ্যালুমিনিয়ামের কারখানায় একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। সুখেও আছে। বিয়ে থা বোধ হয় এত দিনে করে নিয়েছে।'

'তুমি কোন কাজ নিলে না কেন?'

'কে আমায় কাজ দেবে! কে চেনে আমায়! কে সুপারিশ করবে আমার জন্য? সুপারিশ ছাড়া, তদ্বির-তদারক ছাড়া কি কোন কাজ হয় আজকাল! লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকের ঘরের বেকার ছেলেগুলো সিনেমার লাইনে দাঁড়িয়ে এসব কথা হামেশাই বলে। তাছাড়া যে কোন একটা কাজ যা মাইনে পেতাম আমার সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে, তাতে জোর আমার পেটটা চলত। ওদিকে আমার বিধবা মা ছিল। বোনও ছিল তখন।'

'বুঝলাম। আচ্ছা তোমরা তো মেয়েদের ব্যাপারেও খুব উৎসাহী। কটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছ এ পর্যন্ত?' মৃদু কৌতুকের সঙ্গে মালতী জানতে চায়।

প্রশ্ন শুনে চুপ করে থাকে সন্টি। মালতীর দিকে তাকায়। 'সব ভাগাড়েই আমরা আছি সত্যি! তবে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, এই একটার মধ্যে আমি বা আমার কোন বন্ধু নেই।'

পূর্ণ দৃষ্টিতে মালতী সন্টিকে দেখে। 'কেন?'

'আমি বিশ্বাস করি পেরেম ফেরেম আমাদের ছোটলোকদের জন্য নয়। ওসব শুধু বড় লোকদের মাক্ড়া ছেলেগুলোর জন্য। মেয়েছেলে নিয়ে ফষ্টি নষ্টি কেউ করছে দেখলেই আমার গা জ্বলে যায়।' সন্টি খুব জোরের সঙ্গে কথাগুলো বলে!

মালতী আবার সন্টিকে দেখে। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। রুক্ষ চুল, পোড়ো পোড়ো কালো রং, কিন্তু তবু কত উজ্জ্বল, মালিন্যহীন।

সন্টির খাওয়া হয়ে যায়। উঠে বেসিনে হাত ধোয়। মালতীর কাছ থেকে মশলা নিয়ে মুখে ফেলে।

'আজ চলি। অনেক রাত হল।'

'কোথায় যাবে? মুনসীর ঠেকে? আজ ওখানে আর যেতে হবে না। তোমার বিছানা তৈরী পাশের ঘরে। ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়।' মালতী আদেশের সুরে বলে।

'একটা রাস্তার ছেলে তোমার এখানে রাত কাটাল তোমার বদনাম হবে। কংকরিয়া বাবুই বা কি ভাববেন!'

'কেন আমার এখানে কি কারো থাকতে নেই?'

'তা থাকবে না কেন! কিন্তু একটা বস্তীর নোংরা ছেলে থাকলে কথা উঠবে।' সন্টি উস্খুস্ করতে থাকে। 'তাছাড়া এত ভালো ঘরে, ভালো বিছানায় শুলে আমার সারারাত ঘুমই আসবে না।'

'খুব ঘুম আসবে। আজ বাবু বাড়ীতে আসবে না, শুনলে তো নিজেই। বাড়ীতে একটা পুরুষ মানুষ না থাকলে আমাদের ভয় করবে না বুঝি?' কপট হাসি হাসে মালতী।

'ভয় তোমার করবে না জানি। যে মেয়ে রাস্তার মস্তান গুন্ডা দেখে ভয় পায়নি, বরং তাকেই ভয় পাইয়ে দিয়েছে, সে মেয়ের একলা থাকতে কোনো ভয় করবে না। কথা শোনো মালতী, রাস্তার নোংরা জীবকে ঘরে ঠাঁই দিও না। তোমার ভালোর জন্যই বলছি।'

মালতী অবাক হয়। এ কেমন ছেলে যার গয়না দেখে লোভ হল না। অনেক অনেক টাকা দেখেও লোভ হল না। এমন কি পুরুষহীন বাড়ীতে সুন্দরী নারীর সান্নিধ্যে রাত কাটাবার প্রস্তাবও লোভনীয় মনে হচ্ছে না। আরো পরীক্ষা করার ইচ্ছে হয় তার। দেখা যাক প্রলোভন ঠেকিয়ে রাখার শক্তি এর কতটুকু।

'আমার ভালো তোমায় ভাবতে হবে না। যা বলছি তাই কর। তুমি ভীষণ পরিশ্রান্ত। তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেটা।'

সন্টি আর কথা বাড়ায় না। মালতীর সঙ্গে পাশের ঘরে যায়। দুগ্ধফেননিভ নরম বিছানা দেখে ছিটকে বাইরে যেতে চায়। 'ওরে বাপ্‌রে এমন বিছানায় শালা আমি ঘুমুতে পারব না। তাছাড়া সত্যি বলতে কি

মুনসীর দোকানে না হয় চুল্লুর ঠেকে না গেলে আমার সারা রাত মাথা ধরে থাকবে। কালকের দিনটা বেকার যাবে—কোনো কাজ করতে পারব না।'

'আচ্ছা, সন্টি, তুমি কোনোদিন কোনো মেয়ের কাছাকাছি আসনি, না? কোনো মেয়ের স্নেহ ভালবাসা পাওনি?' মালতী প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়। সে কি নিশ্চিত হতে চাইছে সন্টি সম্বন্ধে! সেকি সন্টির জীবনে অন্য মেয়েকে আর সহ্য করতে পারবে না! চকিত ঝিলিকের মতই মালতীর মনে মনে প্রশ্ন উঠে মিলিয়ে যায়।

'কেন পাবোনা? আমার মাতো কত ভালোবাসত আমায়। তুমি যখন আমাকে খেতে দিচ্ছিলে আমার তো তখন শুধু মায়ের কথাই মনে পড়ছিল। ঠিক এমনি করেই মা সামনে বসে খাওয়াতে ভালোবাসত। সামনে বসে হাওয়া করত। তবে তফাতও আছে। আমাকে মা মাটিতে আসন পেতে খেতে দিত কলাইকরা থালায়। থালার চারপাশে বাটিতে বাটিতে অত রকম জিনিস ও থাকত না। থাকত হয়ত ডাল আর পোস্ত নয়ত অন্য একটা তরকারী। এক একদিন কুচো মাছের চচ্চড়ীও থাকত।' সন্টির মনটা অতীতে ডুবে যেতে চায়।

'মা ছাড়া তোমাকে আর কেউ বুঝি কোনোদিন আদর যত্ন করেনি?'

ঠোঁট উল্টোয় সন্টি। 'না। কে আর করবে! তিনকুলে আছেই বা কে!'

'কেন কোনো মেয়ে? যার সঙ্গে তোমার ইয়ে আছে আরকি!' মালতী কি এ ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নয়!

একটু চুপ করে থাকে সন্টি। তারপর মাথা নাড়ে।

'বলছি তো এসব ব্যাপারে আমরা নেই। মেয়েছেলে নিয়ে ছেনালিপনা আমার ভালো লাগে না।'

'তোমাকে তো কোনো মেয়ে ভালবেসেও থাকতে পারে!'

'না। আমাদের মতো এঁটো পাতাকে কেউ ভালোবাসে না। আর তাছাড়া মালকড়ি ছাড়া মেয়ে মানুষের ভালোবাসা ফাসা সব ফাঁকিবাজি।'

'তোমার ধারণা একদম ভুল।'

'একটুও না।'

'তর্ক করে লাভ নেই। এমন একদিন আসবে যখন তুমি নিজেই বুঝতে পারবে এ কথা। সে থাক, মেয়েদের দেখলে অন্তত তোমাদের মন আনচান নিশ্চয়ই করে?'

'মাঝে মাঝে করে বৈকি! সুন্দরপানা মেয়েরা যখন রসাল মাকালগুলোর সঙ্গে ঘুরে ফেরে তখন গলার কাছে মাঝে মাঝে কি যেন ঠ্যালা মারে। কিন্তু এসব ফালতু কথায় রাত বাড়িও না। আমি যাচ্ছি।'

'কবে আসবে আবার?' মালতীর মনটা টনটন করে ওঠে। একি হচ্ছে তার! মালতী ভাবে। দুর্বিনীত একটা ছেলেকে নিয়ে তার তো দুদিনের জন্য খেলা করার কথা। তাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবার কথা মালতীর দাম।

সেদিনের অপমানের বদলা নেবার জন্য হলেও আরো কারণ আছে। বৈচিত্র্যও একটা বড় কারণ। একঘেয়ে জীবনে শুধু মোটা মোটা লোকগুলো টাকার বিনিময়ে তার দেহটা নিংড়ে সব রস শুষে নিয়ে যায়। ইচ্ছা করলেও এ থেকে পরিত্রাণ নেই। তাজা তরুণ একটা প্রাণ নিয়ে ভালোবাসার খেলা তবু কিছুটা বৈচিত্র্য আনতে পারে। এটা তার অনেক দিনের শখও বটে। তার জীবনের একটা প্রমোদ। সেখানে এ কি হচ্ছে! অভিনয়টাই শেষে সত্য না হয়ে যায়! এই পথের ছেলেটা তার দুর্দান্ত স্বভাব আর সরলতা নিয়ে মালতীকেই না জয় করে বসে!

'যেদিন আসতে বলবে।' সন্টি মালতীর দিকে কেমন করে তাকিয়ে থাকে।

'রোজই আসতে পারো।'

'না, তোমার মোটুকর্তা ভালোভাবে নেবে না। একেই তো শালা তুমি তিন নম্বর কি চার নম্বর বৌ।'

মালতী হাসে। কথাটা সত্যি। গঙ্গার ঘাটে সেদিনের কথা ওর মনে পড়ে। সন্টিকে এখানে দেখলে কংকরিয়া বাবু আঁৎকে উঠবে। একটু ভেবে নেয় সে। মনে মনে হিসাব করে। 'তুমি সামনের বুধবার এসো। সন্ধ্যার সময়। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

সন্টি দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়। বাঁক ঘুরবার আগে একবার ঘাড় ঘোরায়। মালতী দাঁড়িয়ে আছে। অপলকে দেখছে ওকে। কেমন যেন বিষণ্ণ ওর মুখের ভাব। সন্টি আর দেখে না। তর তর করে নেমে যায়।

রাস্তায় নেমে সন্টি অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল। কোথায় যাবে সে! দূর শালা, মালতীর বাড়ীতে থাকলেই হত। এমন আরাম ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে বেড়ানর কোন মানে হয়! মহা মূর্খ সে। নারে শালা, না থেকে ভালোই করেছে। তু করে ডাকলেই সে যাবে নাকি! কিন্তু আসবার সময় মালতী ওকে এমন করে দেখছিল কেন! মুখটাও কেমন করুণ করুণ লাগছিল। কে জানে কেন! ও চলে আসল বলে কি! ওর কথা রাখল না বলে! হয়ত মোটুকে নিয়ে ও সুখী নয়। হয়ত ও সন্টিকে ভালোবেসে ফেলেছে।

ভালোবাসা! মালতী তাকে ভালোবাসে! ভাবতেই সন্টির সারা শরীরটা অবশ হয়ে পড়ে। পা দুটো আর চলতে চায় না। অদ্ভুত খুশী খুশী লাগে মনটা। যেন পাখীর মতো হাল্কা ডানা দুটো মেলে উড়ে যাবে।

দূর শালা। মনকে শাসায় সন্টি। শালা নেড়ী কুত্তা, খেতে পেলে মাথায় ওঠো! ভালো করে মালতী দুটো কথা বলেছে, হাত ধরেছে, পেয়ারের গপপো করেছে আর বসিয়ে খাইয়েছে আর শালা অমনি ভালোবাসা হয়ে গেল! ভালোবাসা কি রাস্তায় পড়ে থাকে বাপ যে টুপ করে কুড়িয়ে নেবে! মালতী খামোকা তাকে ভালোবাসতেই বা যাবে কেন! কি আছে ওর! কেলে হ্যাংলা

চেহারা, আওয়ারা জীবন, কালোবাজারী আর ছিনতাই জীবিকা! তাকে কিনা ভালোবাসবে অমন সুন্দরী মেয়েটা যার অভাব বলতে কিছু নেই! আলমারীতে ওর কত গয়না আর টাকা! সব মালতীর। ওরে শালা, কি বড়লোক ওরা! ওখানে অত টাকা আর সোনা বাক্সবন্দী হয়ে আছে আর এদিকে ওর মা পয়সার অভাবে বিনা ওষুধে মারা যায়! বোনটাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যায়! বিশুর মতো ছেলেকে ইস্কুল পাঠশালা ছেড়ে মাস্তানী করে মরতে হয়! বিলে গুলে আর প্যাণ্টাদের এত কাঁচা বয়সে চুরি-বাটপাড়ি, করতে হয় মা-ভাইদের পেটের দুটো ভাত জোটাবার জন্য!

না, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। শালা সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। সব টাকা-গয়না নিয়ে কেটে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু ছুঁড়ীটাকে মারত কি করে! ওকে খতম না করলে তো কিছুই পাওয়া যেত না। চুপবে! একটা হোঁৎকা মোটার বৌকে খতম করলে যদি অত টাকা গয়না পাওয়া যেত তবে তা করাই উচিত ছিল। কি হত আর একটা জান গেলে! একটা ফালতু জান! একটা অপদার্থ মোটা চর্বির তালের চার নম্বর বৌ-এর একটা বঞ্চিত জীবন। বৌ কিনা তাই বা কে জানে। রাখওয়ালী হতে পারে। ওর বেঁচে থেকেই বা লাভ কি! ভালো খাওয়া আর ভালো থাকার বিনিময়ে একটা মাংসের কিম্ভূতাকার জন্তুর সম্ভোগে লাগবার জন্যই তো ওর অস্তিত্ব। অস্তিত্ব রক্ষার নামে নিজেকে বিক্রী করা। এ যেন মানুষ-পণ্য। গণিকার অপর পিঠ। তাই কি! সন্টি ভাবে। ভাবতে গিয়ে একটা মমতার আবেশ লাগে ওর মনে। সঙ্গে একটা মৃদু আনন্দের অনুভূতি। আচ্ছা, সত্যিই কি সন্টি মালতীকে খুন করতে পারত! মালতীর সুন্দর চেহারাটাকে কি করে সে ক্ষত বিক্ষত করত ছোরার ঘায়ে! রক্তাক্ত বীভৎস চেহারার মালতীকে কল্পনা করতেই সন্টি শিউরে ওঠে। দু'হাতে মুখ ঢাকে সে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াল সন্টি। আরো হয়ত ঘুরত। কিন্তু মোড় ঘুরতেই এক পাহারাওয়ালার সঙ্গে ওর দেখা। তার হাজার জেরার মুখে পড়ে সন্টি নাজেহাল। ছাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এলো নিজেদের আড্ডায়। প্যান্টাকে ডেকে ঘুম ভাঙ্গাল। তার পর এক কোণের ছেঁড়া চটটার উপর শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়ল।

এরপর দুদিন সন্টি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াল ছন্নছাড়ার মতো। কিছু ভালো লাগে না। কোন কাজে উৎসাহ পায় না। সিনেমা হাউসের সামনে ঘুরে বেড়িয়েছে অকারণে। মোড়ের মাথায় টিকিট নিয়ে দাঁড়ায়নি। প্যান্টা, গুলে, বিলে ওদের সঙ্গে আড্ডা মেরেও সুখ পায় নি। ওরাও লক্ষ্য করে সন্টির এই আনমনা ভাব।

'কিগো, গুরু, কোথাও লাইন লাগিয়েছ মনে হচ্ছে।' গুলে বলে বসে।

'মাইরী, গুরু, তোমায় শালা কেমন লাগছে! দেমাক খারাপ করে ঘুরছ। কিছুতে থাকছ না। প্যাঁকাল মাছের মতো পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছ খালি।' বিলে ফোড়ন কাটে।

'কোথাও নির্ঘাৎ ফেঁসে গেছ, ওস্তাদ। মাইরী, সন্টিদা, বিলা কোর না। সাচমুছ বলো।' প্যান্টা খোঁচায়।

সন্টি হাসে মৃদু মৃদু। 'শালারা মাজাকী করতে এসেছিস? ধরে ধরে এক এক বিট দেব।'

বিলে—'তুমি শালা আমাদের আর বিশ্বাস করছ না গুরু।'

'তুমি পাল্টে যাচ্ছ মাইরী। কেমন দূরে সরে যাচ্ছ।' প্যান্টার গলায় ক্ষোভের সুর।

'খচ্চর শালারা। ফের ফুটানি মারছিস।' সন্টি রাগ করতে চায়। কিন্তু রাগ করতে পারে না। কোথা থেকে যেন একটা খুশীর রেশ এসে সঙ্গীদের ঠাট্টা ইয়ার্কিগুলোকে মধুর করে তুলেছে। অবাক হয় সন্টি মনে মনে।

'দাদাগো, মুনসীর ভাটিখানাও ছেড়ে দিয়েছ আজকাল। বিশে ফুটে যাবার পর মুনসী শালাও ফুটে গেল তোমার অভাবে।' বিলে আপশোষ করে।

'চল, গুরু, আজ মুনসীর ওখানে একটু ফূর্তি হোক। বহুদিন পেট ভরে মাল টানা হয়নি।' গুলে আবদার করে।

'ঠিক আছে বে ঠিক আছে।' সন্টি সম্মতি জানায়। সত্যিই বহুদিন মুনসীর জোলো ধেনো পেটে পড়েনি। কেন পড়েনি! কি সব শালা মতিবিভ্রম হয়েছিল। উঃ এতদিন মাল ছাড়া সে থাকল কি করে! সন্টি আর একবার অবাক হয়। একদিন মাল না টানলে দুনিয়া শালা অন্ধকার লাগত যে।

সে রাতে মুনসীর দোকান আবার গুলজার। দুটো বোতল পরপর খালি হবার পর সন্টির মনে হল একটু নেশা জমেছে। আর এক বোতলের অর্ডার দিল সে। এদিকে প্যান্টা, বিলে আর গুলে টেবিল চাপড়ে চলেছে মহা উৎসাহে। গানা চলেছে!' 'যানেওয়ালী রুক্ যা, ও যানেওয়ালী রুক্ যা।' সন্টিও তালে তালে মাথা নাড়া সুরু করে দেয়।

নাঃ শালা ঠিক জমছে না। 'আনা হ্যায় তো আও বুলায়েঙ্গে নহী।' এসো মাইরী, এসো, লজ্জা কি! অতদূরে দাঁড়িয়ে কেন বাবা! সরম হচ্ছে! সরমের কি আছে সুন্দরী! শরমায়ে কাঁহে, ঘাবড়ায়ে কাঁহে! ও বাওয়া, আবার মাথার ঘোমটা দেওয়া হচ্ছে। সোনা এসো, লক্ষী এসো। কাছে এসো দিলকা রাণী! কিন্তু শালা মালতীর মুখটা অমন দেখাচ্ছে কেন! কেমন বাঁকা মতো। হাঁড়ির মত মুখ! আরে শালা, এতো মালতী রূপসী নয় চাঁদ! এ আবার কে! আবে শালা বিশুয়া না! তুই ব্যাটাচ্ছেলে এখানে এলি কি করে! তুই তো মরে ভূত হয়ে গেছিস। কি বাবা, মরেও বাংলার গন্ধে গন্ধে হাজির

হয়েছিস! মাল টানার জন্য শালা ভূতের নোলাও সক সক করে। কিন্তু একি! বিশুর চোখ দুটো নেই যে। ওর সারা মুখ জুড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা। কানা চোখে ধেনোর বোতল দেখলি কি করে চাঁদ! এ তো বিশুর চোখ দেখা যাচ্ছে—কানা তো নয় ও। জ্বলছে চোখ দুটো। না. এতো মালতীর চোখ। ওরা দেখছে ওকে! সন্টিকে। জমিয়ে বোতল টানছি, তোমরা বাপু এখন বাগড়া দিতে এসেছ কেন? বিরক্তির চোখে একটা বোতল আছড়ে ভাঙ্গে সন্টি।

তবুও শেষ পর্যন্ত সন্টির নেশা জমল না। আরো দুটো বোতল খালি হল কিন্তু মৌজ হচ্ছে কই! মেজাজ কই! ঐ শালা কানা ছোঁড়াটা আর ল্যাল্যা ছুঁড়ীটা নেশার মাঝে এসে বোম্‌কে দিচ্ছে। মৌতাতের বারটা বাজছে। মেজাজ লাটে উঠছে। গুলি মারো শালাদের।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা নেশা নিয়েই সে রাতে সন্টিকে সন্তুষ্ট হতে হল।

সকাল থেকেই সন্টি সময় গোণে। কখন সন্ধ্যা হবে। আর কত দেরী সন্ধ্যার! আজই তো তার যাবার দিন। মালতী তাকে যেতে বলেছে। দুপুরে হাসানের হোটেলে ডাল রুটি খেয়েই সন্টি তৈরী হতে চায়। সেলুনে ঢুকে দাড়ি কামায়। চুলগুলোকে অনেকক্ষণ ধরে আঁচড়ায়। তারপর বিকাল পার হবার আগেই পাট-ভাঙ্গা জামা প্যাণ্ট পরে তৈরী হয়ে নেয়।

সূর্য ডোবার মুখে মুখে সন্টি মালতীর ফ্ল্যাটে হাজির হয়। অনাবশ্যক জোরে কলিং বেল টেপে! দরজা খুলে দেয় রাণীর মা। মুখে একরাশ বিরক্তি।

'ও আপনি। মাতো বাড়ীতে নেই।'

'বাড়ীতে নেই! কোথায় গেছে?' আঁৎকে ওঠে সন্টি। 'আমায় যে আজ আসতে বলেছিল।'

'আপনি বসুন। মা একটু পরেই এসে যাবে। আপনাকে বসতে বলে গেছে।'

রাণীর মার পিছন পিছন সন্টি ড্রইংরুমে এসে বসে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সন্টি। তার মনে হয় অনেকক্ষণ। রাণীর মা চা জলখাবার দিয়ে যায়। খেতে মন ওঠে না তবু। মালতী আসে না দেখে বিরক্ত হয় সন্টি। চলে যাবে নাকি! মানুষকে আসতে বলে না থাকাটা কোন দেশী ভদ্রতা কে জানে! বড় লোকদের ভদ্রতা এমনিই হয় বোধ হয়। উঠতে চায় সন্টি।

'কতক্ষণ বসে আছ?' দরজার হালকা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে মালতী। এই মাত্র বোধহয় ও বাইরে থেকেই এলো। সেদিনের মালতীর সঙ্গে আজকের মালতীর অনেক প্রভেদ। অভিসারিণীর মতো উগ্র পোষাক আর প্রসাধনে সে সজ্জিতা।

'এই খানিকক্ষণ। বাইরে গিয়েছ শুনলাম। কোথায় গিয়েছিলে?'

মালতীর চোখ দুটো চঞ্চল হয়। ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। ভ্রূ নাচিয়ে বলে, 'এর মধ্যেই কৈফিয়ৎ চাওয়া সুরু করেছ দেখছি।'

লজ্জা পায় সন্টি। 'কৈফিয়ৎ কেন, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

'চা খেয়েছ তো দেখছি। আর কি খাবে? কফি?'

মাথা নাড়ে সন্টি। চলতে পারে। কফি সে খায় না। মাঝে মাঝে খেয়ে দেখেছে—মন্দ লাগে না। মালতী ভিতরে চলে যায়। খানিক বাদে ফিরে আসে নিজেই ট্রে সাজিয়ে।

'কি ভাবলে এ ক'দিন? নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছ কিছু?' সোফাটার উপর বসতে বসতে মালতী জানতে চায়।

সন্টি একবার তাকায় মালতীর দিকে। কফির পেয়ালাটা হাতে তুলে নেয়। মালতীর চোখে চোখ রাখে। 'মনে হচ্ছে যেন পেয়েছি। কিন্তু পুরোটা পাইনি। তবে আগের জীবন ছেড়ে দেব ঠিক করেছি।'

'এই তো লক্ষ্মী ছেলের কথা। কিন্তু কি করবে?'

'কোথাও একটা চাকরী পেলে করতাম। ভদ্দর লোক হবার চেষ্টা করতাম একবার।' সন্টি ধীরে ধীরে বলে।

'চাকরি করবে? তা বেশ। আমিও এই কথা ভাবছিলাম। কিন্তু পড়েছ তো মোটে ক্লাশ এইট না নাইন পর্যন্ত। কি চাকরীই বা করবে!'

মাথা নীচু করে সন্টি। সত্যিই তো তার বিদ্যের যা দৌড় তাতে কি চাকরি সে পেতে পারে! কোনো চাকরীই না।

'যে কোনো চাকরী। পিয়ন, দারোয়ান, কুলি—যে কোনো কাজ।' আত্মমর্যাদা সচেতন গম্ভীর সন্টি।

'তোমার কাজের জন্য আমি কথা বলেছি। কাজ তুমি পাবে তবে মাইনে খুব কম।'

'আমাকে কি হাজার, দু হাজার টাকা মাইনে দেবে কেউ!' সন্টি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'একটা পেট, এটা চলে গেলেই হবে।'

মালতী হাসে। 'তা চলবে। তবে মদের পয়সা জোটাতে গেলে কুলোবেনা।'

'ওসব না খেয়েই থাকবার চেষ্টা করব।'

'বাঃ একেবারে সুবোধ বালক।'

'তোমার কর্তাকে বলেছ আমার কথা? মোটুই আমাকে চাকরী দেবে নাকী!'

'এই খবরদার। আমার কর্তাকে নিয়ে টানাটানি কোর না। আর ভবিষ্যতে কখনও মোটু ফোটু বলবে না।' কপট রাগ দেখায় মালতী।

'আমায় মাপ করো, মালতী।' অনুতপ্ত সন্টি। 'উনি কি বাড়ীতে আছেন এখন?'

মালতী মজা পায়। 'ওকে আবার কি দরকার?'

'আমি দেখা করে কাজের কথা বলব।'

'খবরদার না। ও কাজটি কোরনা। তোমায় এখানে দেখলে কেলেঙ্কারী বাধবে একটা। পুলিশ ডাকা বা হার্টফেল করাও অস্বাভাবিক হবে না।' মালতী সাবধান করে।

'আমার অপরাধ ?'

'তোমার মত মস্তানকে ঘরে দেখলে আমার কর্তা আঁৎকে উঠবেনা ভেবেছ ? মনে নেই আউটরাম ঘাটের কথা ? আর তোমার অপরাধ ? তোমার অপরাধ তুমি মস্তান, তুমি কালোবাজারে টিকিট বিক্রি কর, তুমি ছিনতাই কর। বোমা ছোঁড়, ছুরি চালাতে তোমার হাত কাঁপে না। এরপরও তোমার অপরাধ কি জানতে চাও ?'

লজ্জায় মাথা নীচু করে সন্টি। অপরাধীর মতো খানিক বসে থাকে। 'আমায় কাজ দাও, মালতী। আমি ভালো হব। আমি কথা দিচ্ছি।'

'কাজ হবে বল্লাম তো। তুমি শুক্রবার সকালে তুলসীদাস বাবুর সঙ্গে দেখা করবে। এই নাও ঠিকানা। আমার নাম করে বলবে। তিনিই তোমায় কাজ দেবেন তাদের কারখানায়।'

সন্টি ঠিকানা লেখা কাগজটা একবার দেখে পকেটে রেখে দেয়।

'আজ উঠি।'

'কাজ হল আর অমনি চলে যাচ্ছ ?' ঠেস দেয় মালতী।

সন্টি আবার লজ্জা পায়। 'না না, তোমার কর্তা এসে পড়তে পারেন। কি যেন নাম ওর ? ও তুমি তো আবার স্বামীর নাম বলবে না !'

মালতী হাসে। 'বোসো। কর্তা আসবে না। আজ তার বৌয়ের কাছে না গেলে অনর্থ হবে। তোমার ভাষায় পয়লা নম্বর বৌ।'

'তুমি কত নম্বর ? সকলের বুঝি দিন ভাগ করা আছে ?' সন্টি একটু চোখ টেপে।

'আমার আবার নম্বর কি ? আমি কি ওর বৌ নাকি ?'

সন্টির বিস্ময় হিমালয়ের চুড়ো ছুঁতে চায়। মালতী বলে কি ! ও কংকরিয়া বাবুর বৌ নয়। না না, দিল্লাগী করছে ও।

মালতী সন্টির মনের কথা বোঝে। একটু হাসে। 'না' আমি রাধেশ্যাম কংকরিয়ার বৌ নই। সত্যই বলছি।'

'তোমার নাম তো মালতী কংকরিয়া ? তুমি রাধেশ্যাম বাবুর বৌ না হলে কি তবে ?'

'ও, কংকরিয়া দেখে ভেবেছ বুঝি আমি ওর বৌ। অনেকেই এমন ভাবে অবশ্য। আরো এজন্যই মালতীর পাশে কংকরিয়া রেখেছি। নইলে আমার বাবার পদবী কোন কালে ভুলে বসে আছি। আর কে যে আমার বাবা তাই কি আমি সত্যি জানি !' মালতী হাসতে হাসতে কথাগুলো বলল।

সন্টি লক্ষ্য করে কি একটা বেদনার ভারে মালতীর চোখ দুটো ছলছল করে।

ওঠে। চোখে মেঘ মুখে রোদ নিয়ে মালতী বলে, 'লাইনের লোক প্রথমে তো ধরেছিলে ঠিক। তবে এখন আবার ভুল হয় কেন?'

'অত নিষ্ঠুর ঠাট্টাগুলো না করলে চলছিল না? আমার ভুলের জন্য আমি তো আগেই মাফ চেয়েছি।' বেদনাহত কণ্ঠ সন্টির। সে জানে মালতী বদলা নিচ্ছে!

'ঠাট্টা আমি সত্যিই করিনি। নিজের বাবাকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা তামাশা করে না।' মালতীকে এখন অত্যন্ত বিষণ্ণ আর ক্লান্ত লাগে।

অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না সন্টি। কথা বলেনা মালতীও। খুব হাল্কা ধরণের কথাবার্তার মধ্যেই কোথা থেকে একটা বিষাদের সুর বুকের তারে মীড় তোলে।

সন্টি আর মালতী। দুজনেই এক। সন্টি ভাবে। যে পাঁকের মানুষ সন্টি নিজে, সে পাঁকেই মালতীর জন্ম এবং জীবিকা। মালতীর জন্য একটা অভূত সহানুভূতি বোধ করে সন্টি।

মালতী উঠে আসে। সন্টির কৌচের হাতলের উপর বসে। আস্তে হাত রাখে সন্টির কাঁধে। 'তোমাতে আমাতে তফাৎ কিছু নেই। তুমি গায়ের জোর দেখিয়ে জীবিকা অর্জন কর, আমি গা দেখিয়ে পেট চালাই। দুজনেরই মূল এক।'

সন্টি মালতীর হাতখানা নিজের দু হাতের মধ্যে তুলে নেয়। আল্‌তো ভাবে সেটাকে নিজের ঠোঁটের উপর চেপে ধরে। 'তাহলে আর আমাদের মধ্যে ব্যবধান নেই। আমার সঙ্কোচ তুমি দূরে সরিয়ে দিলে মালতী।'

মালতী নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয় আলগোছে। সন্টির চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। সন্টি সামনের দেওয়ালে কি দেখার চেষ্টা করে অনেকক্ষণ। দুজনেরই খুব ভালো লাগে এ ভাবে বসে থাকতে। ওরা যেন চুপ করেই অনেক কথা বলে নেয়।

আবেশ কাটে সন্টির একসময়। 'রাত তো অনেক হল। আজ যাই।'

'কোথায় যাবে!' মালতী অবাক হয়। 'তোমার জন্য রান্না করা হয়েছে। খেয়ে নেবে চল।'

সন্টির খাবার ইচ্ছে ছিল না। কেমন একটা আবেশ বিহ্বলতায় সে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। মালতীর আসল পরিচয় পেয়ে ওর ভালো লেগেছে যতটা তার থেকে অনেক বেশি দুঃখ সে পেয়েছে।

তবু খেতে হয়। সেদিনের মতোই মালতী সামনে থেকে যত্ন করে খাওয়ালো।

খেয়ে দেয়ে সন্টির কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছিল না। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল শুধু মালতীর সঙ্গে বসে বসে গল্প করে।

'কি আজ আর মনসীর ভাটিখানায় যাবে না?' মালতী যেন ওর মনের কথা পড়তে পারে।

'ইচ্ছে করছে না একদম।'

'তবে যাবে কোথায়? তোমাদের আড্ডায়?'

'তুমি কি আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচো!' রাগের ভান করে সন্টি। 'ঠিক আছে আমি মুনসীর ঠেকেই যাচ্ছি।'

'খুব হয়েছে বীরপুরুষ।' গা ঘেঁষে দাঁড়ায় মালতী।

সন্টি ওর গায়ের গন্ধ পায়। কেমন মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। অনেক আগের প্রসাধনের গন্ধের সঙ্গে আর আর কি কি গন্ধ মিশে বেশ আমেজ লাগানো ভাব আসে। সন্টির ইচ্ছে করে ওর চুলে একটু নাকটা ছোঁয়ায়। গায়ে একবার ঠোঁট দুটো বুলিয়ে নেয়। কিন্তু সাহস হয় না।

'তুমি আজ এখানেই থাকো।'

'তুমি গল্প করবে তো বসে বসে।'

'না আমি ঘুমুব এখন। খুব ঘুম পাচ্ছে।'

'তবে আমি যাই। তোমার দামী বিছানায় আমার এমনিই ঘুম হবে না। কোনোদিন শুইনি তো এমন ভালো বিছানায়।'

'বেশ ঘুম না হয়, জেগে শুয়ে থেকো।'

'সে যে বড় যন্ত্রণার।'

কথায় কথায় রাত বাড়ে। আস্তে আস্তে এক সময় শহরটা ঝিমিয়ে পড়ে। আশে পাশের বাড়ীগুলোর আলো একটা দুটো করে নিভতে থাকে।

'মালতী!' সন্টি ডাকে।

'উঁ?'

'এখন যদি কংকরিয়া বাবু এসে হাজির হয়!'

'কি হবে তাহলে?'

'কি ভাববেন?'

'ভাবাভাবির কি আছে! আমি ওর কেনা বৌ নাকি! না দাসী বাঁদীর দাসখৎ দিয়ে রেখেছি। আসবে তো ভারি বয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, মালতী।'

'বলো।'

'তোমার এমন নকল বৌ সেজে থাকতে ভালো লাগে?'

'কি মনে হয়?'

'জানিনা। তুমি বলো।'

'ভালো না লাগিয়ে উপায় কি! কারো সত্যিকারের বৌ হবার তো কোনো আশা নেই।'

'সত্যিকারের বৌ হতে তোমার মন চায়?' সন্টি অনেকটা কাছে সরে আসে।

'কোন মেয়ে না তা চায়? কোন মেয়ে স্বামী ছেলে-মেয়ে সংসার কামনা করে না?' উদাস লাগে মালতীকে।

সন্টি আরো এগিয়ে যায়। মালতীর কাঁধে হাত রাখে। 'যদি কেউ তোমায় তার সত্যিকারের বৌ হতে বলে!'

'কে বলবে? বড় লোকের রক্ষিতাকে কেউ আবার নিজের বৌ করে নাকি!' মালতী সন্টির কাঁধে মাথাটা হেলিয়ে দেয়।

'যদি আমি বলি।' সন্টি মালতীর কপালটা নিজের গালে চেপে ধরে।

বাঁ হাত বাড়িয়ে মালতী সন্টির গলা জড়িয়ে ধরে। 'নিজের কি হবে তার ঠিক নেই। আবার বৌ আনার সখ!'

'তা বটে।' একটা দীর্ঘশ্বাস।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে সন্টি। দু'হাত দিয়ে মালতীকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। ফিস ফিস করে বলে, 'আমি চাকরি করব। তারপর তোমাকে বিয়ে করব। আমার কষ্টের সংসারে তুমি থাকতে পারবে তো, মালতী?'

মালতী উত্তর দেয়না। চোখ দুটো তার জ্বালা জ্বালা করে। সে সন্টির বুকের মধ্যে আরো খানিকটা সরে আসে। 'তোমার ভাঙ্গা ঘরেই আমায় রেখ, সন্টি। আমি সোনাদানা টাকা পয়সা অনেক পেয়েছি। আরাম অনেক করেছি। আর চাই না সে সব। বস্তীর মেয়ে আমি, বস্তীতেই সংসার পাতবো। বস্তীতেই ছেলে মেয়ে মানুষ করব।'

সন্টি মুখ নীচু করে। একটা তরল আবেগে মালতীর ন্যাচারাল লিপস্টিক মাথা ঠোঁট দুটো নিজের ঠোঁটের মধ্যে পুরে নেয়। ওরা এমনি করেই থাকে অনেকক্ষণ। এক সময় অরণ্য আদিম নির্জনতায় লোভী সরীসৃপ গর্জন করে ওঠে। ঠোঁট থেকে সন্টি সরে যায়। মালতীর ফোলা ফোলা গাল দুটো দংশন স্পৃষ্ট হয়। তারপর ঠোঁট দুটো নেমে আসে মালতীর গলায়। আরো নীচে। প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সন্টির হাতদুটো ছটফট করে। নরম সুন্দর উত্তপ্ত একদলা মাংস চেপে ধরে। তারপর অন্ধকার। অতলান্ত অন্ধকারের সমুদ্র। তার মধ্যে সবুজ আলো। সবুজ সংকেত। অজস্র প্রবাল আর মুক্তোর জোনাকী জ্বলা।

খুব ভোরে সন্টির যখন ঘুম ভাঙ্গল তখনও মালতী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সন্টি ওকে ডাকলনা। উঠে জামা-কাপড় পরে নিল। তারপর নিঃশব্দে রাস্তায় নেমে এলো। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো একটা মধুর জড়তা ওকে ঘিরে থাকল অঘ্রাণের নতুন ধানের স্বপ্ন নিয়ে।

নির্দিষ্ট দিনে সাত সকালেই সন্টি হাজির হল আলিপুর রোডের ফটকওয়ালা নতুন বাড়ীটার সামনে। দারোয়ানকে ডেকে জানালো তুলসীদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। মালতী কংকরিয়া পাঠিয়েছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ডাক এলো। তুলসীদাসবাবু ডাকছেন। ভিতরে ঢুকেই বাঁ দিকের ঘরে তুলসীদাসবাবু ছিলেন। সন্টিকে আপাদমস্তক একবার দেখলেন।

'তুমহার নাম সোনোৎ মুখার্জী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তুমহি কোন পার্টির লোক ?'

বুঝতে পারেনা সন্টি। 'আজ্ঞে ঠিক বুঝলাম না।'

'পার্টি সমঝাতে পারছো না ? ইনকিলাবী পার্টিতে আছো কিনা ?'

মাথা নাড়ে সন্টি। সে কোনো পার্টি ফার্টিতে নেই। রাজনীতি বোঝেনা, করেনা এবং ওসবে কোনো আকর্ষণ নেই।

'নোকরী মিললেই তো ওসোব রাস্তা আপসে পাকড়ে লিবে!'

এ কথারও অর্থ বোঝেনা সন্টি। চাকরীর সঙ্গে এ সবের সম্বন্ধ কি কে জানে! বোকার মতো তাকিয়ে থাকে সে।

তুলসীদাস আবার সন্টিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। 'কি কাম কোরতে পারবে তুমহি ? বোতল সাফা করা, খাঁচায় রাখা, খাঁচা টানা এসোব পারবে ?'

'যে কাজ দেবেন আমি তাই করবো।' আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সন্টি বলে।

তুলসীদাস খুশী হয়। সন্টির কথার মধ্যে বেশ একটি মর্যাদার পরিচয় পায় সে।

'ঠিক আছে। তুমহাকে হামি নোকরী দিচ্ছে। লেকিন একঠো বাৎ। কামে লাগলে কোনো পার্টিতে ভিড়বেনা। পার্টি যেদিনই কোরবে, সেদিনই বরখাস্ত হবে। তুমহাকে বণ্ডে সহি দিতে হবে।'

ঘাড় নাড়ে সন্টি। সব সর্তেই সে রাজী। চাকরীটা দাও বাবা। ও সব পার্টি ফার্টি শালা আমাকে কি খেতে দেবে ? তাহলে তো এতদিন দিতই। তারপর আবার শীগগিরই ঘাড়ে বোঝা চাপবে। এখন তো তবু দিব্যি আছি। খাচ্ছি দাচ্ছি মৌজ করছি। এরপর যখন বৌ ঘরে আসবে তখন সব মৌজ ফৌৎ হয়ে যাবে। খুশীর চোটে সন্টি নিজের ভাবনায় ফিরে যায়। বৌ। কথাটার মধ্যে সন্টি যেন অদ্ভুত মাধুরী খুঁজে পায়। মালতী মাথায় ঘোমটা দিয়ে ওর চোখের সামনে ঘোরা ফেরা করতে থাকে।

বেল বাজায় তুলসীদাস। কাকে যেন আসতে বলে। একটা ছোকরা চেহারার প্যাণ্ট পরা লোক আসে। নিজেদের ভাষায় কি কথাবার্তা হয় দুজনের মধ্যে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে সন্টি। শালা চাকরীটা আবার কেঁচে না যায়।

'হামি ম্যানেজারকে ফোন করে দিবে। তুমহি হামাদের গিলাস ফ্যাকট্রিতে সকাল দশটায় উয়ার সাথে মুলাকাৎ কোরবে।' তুলসীদাস উদগার তুলতে তুলতে বলে।

মাথা নাড়ে সন্টি। হাত তুলে নমস্কার করে। তারপর ফেরে।

সন্টি রাস্তা দিয়ে হাঁটছে না তো! ওর মনে হচ্ছে উড়ে যাচ্ছে। ওর পাদুটো কি মাটিতে পড়ছে! সন্টি ঠিক বুঝতে পারছে না। ওঃ লাকটা ভাল যাচ্ছে। বৌ জুটতে না জুটতেই চাকরী জুটল! খোদা যব দেতে হ্যাঁয় ছপ্পড় ফুঁড়কে দেতে হ্যায়। একদম সাচ বাৎ! বুধবার রাতে বৌ পেল, আজ সকালে চাকরী। বাস। আর কি চাই! শালা পুরো ভদ্দরলোক! ফাস্টো কেলাস জেন্টেলম্যান! না ভগবান সত্যি আছে। দুহাত ভগবান ভরে দিয়েছে তার। একবার কালিঘাটে পেন্নাম ঠুকতে হবে। পুজো চড়াবে অমাব্যসার দিন। জয় মা কালি: পথ যখন দিলে মা, ঘরও তখন দাও। ঘরের লোকটাকে মন ভরে যেন সব দিতে পারি। শাড়ী গয়না দিতে পারব না। তবে দিলভরা ভালোবাসায় যেন ঘাটতি না থাকে কোথাও। মনে মনে মা কালির মূর্তিকে প্রণাম জানায় সন্টি। মায়ের কি করুণা! পড়া লিখা জানা লোকগুলো আগে চাকরী পায় তারপর বৌ পায়। সে শালা ভাগ্যবান। বৌ এর হাত ধরে তার চাকরী এলো। ওঃ বৌটা তার যা ভালোনা! যেমন সুন্দরী তেমনি ভালো। এত আরামে আছে মোটুর কাছে, অভাব তো কিছুই নেই। তবু শালা রাস্তার ছেলে তাকে ডেকে নিল। আর শুধু ডাকল না, একেবারে মাথায় তুলে নিল। কত ভালো ও। মালতীর মুখটা সন্টির চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

দশটার আগেই উত্তর কলকাতার কাশীপুর অঞ্চলে একটা বড় বোতল তৈরী কারখানার গেটে সন্টি পৌঁছে গেল। ম্যানেজারের ঘরে তার ডাক পড়ল আরো আধঘণ্টা পরে। ম্যানেজার সন্টিকে দু একটা প্রশ্ন করল। তারপর তাকে কাজ করবার হুকুম দিল। একটা জাবেদা খাতায় ওর নাম উঠে গেল।

একটার সময় কারখানার ভোঁ বাজলে সন্টি এসে দাঁড়ালো বাইরের বড় বট-গাছটার নীচে! দু ঘণ্টার উপর অনেক কাজ করেছে সে। তৈরী বোতল গুলোকে খাঁচায় সাজিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। তারপর খাঁচাগুলোকে টেনে একটা বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে আবার সাজিয়ে রেখেছে। এখন ওর কাজ এই। এরপর ও নতুন নতুন কাজ পাবে। ম্যানেজার লোকটা ভালো মনে হয়। বলেছে ভাল করে কাজ করলে সন্টিকে ও গলাইতে অথবা ঢালাইতে দেবে। ওখানে খাটুনী বেশী, কিন্তু মাইনেও অনেক পাবে। ওভারটাইম না কি তাও পাবে। ওর এখন টাকার দরকার। অনেক না হলেও কিছু টাকার। দুটো পেট যাতে মোটামুটি চলে যায়।

দুটো পেটের কথায় ওর মালতীর কথা মনে পড়ল। আজ একবার যাবে ছুটির পর মালতীর ফ্ল্যাটে। কিন্তু গত বুধবারই কাটিয়েছে ও সেখানে। এত তাড়াতাড়ি যাওয়া ঠিক হবে কি? তাছাড়া আগামীকালই ওকে যেতে বলেছে

মালতী। আজ নয়। আজ তার মালতীর বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ। হয়ত আজ কংকরিয়া বাবু আসবে। আসুক গে। একবার না মালতীকে দেখলে সে থাকবে কি করে !

গেটের বাইরে এসে মুড়ি ছোলাসিদ্ধ খেল সন্টি। চা খেল। আজ পেটে ভাত পড়ল না। না পড়ুক। ক্ষিধেও লাগেনি। মৌজ করে সিগারেট ধরায় একটা।

'কাজটা ম্যানেজ করলে কি করে হে ?' পাশ থেকে কে যেন প্রশ্ন করে।

সন্টি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। একটা ছিপছিপে ছেলে। ফর্সা রং। চুলগুলো বড় বড় আর উসকো-খুসকো। দু পাশের জুলপি প্রায় গলা অবধি নেমে এসেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না।

'জোর তদ্বির আছে দেখছি ! মালিকের লোক নিশ্চয়ই।'

সন্টি ঘাড় কাৎ করে। 'ঠিক বলেছেন। অনেক ধরাধরি করে কাজটা পেয়েছি।'

'হুঁ। আমরা ভেবেছিলাম শালা বীরেন তোমায় ঢুকিয়েছে !' ছেলেটি মাথা নাড়ে।

'কে বীরেন ?' অস্বস্তির সঙ্গে সন্টি প্রশ্ন করে।

'ফেডারেশনের বীরেন। শোনো তোমায় একটা কথা আগে ভাগেই বলে দিই। নিজের ভালো যদি চাও তো বীরেনদের দলে ভিড়বে না। আর হ্যাঁ, আমাদের দলে অর্থাৎ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে তোমার নাম আমরা লিখে নিচ্ছি। ছুটির পর ফর্ম নিয়ে সই করে দিও।' ছেলেটি আদেশের ভঙ্গীতে বলে।

সন্টির কাছে সব কিছুই বিচিত্র লাগে। কি বলছেরে বাবা। শালা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নটা আবার কি বস্তু ! বীরেন ! ফেডারেশন ! এসব মাল কোন কাজে লাগে ! ভালো করে সব কিছু না জেনে কোনো কিছুতে ভেড়া ঠিক নয়। তুলসীদাস বাবু সাবধান করে দিয়েছে। চাকরী থাকবেনা। আর এ শালাই বা কে ? হুকুমদারী করতে এসেছে ! কে আমার গুরু ঠাকুর এয়েছো বাপ। কাটা শালাকে।

'আজই তো আমি এখানে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আগে হোক।'

'সেতো নিশ্চয়ই।' সোৎসাহে ছোকরা বলে। 'আমার নাম কাজল। কাজল চ্যাটার্জি। আমি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। জানো বোধহয় শ্রমিকদের জন্য আমাদের ইউনিয়নই একমাত্র সংস্থা যারা সংগ্রাম করছে। শ্রমিকদের উপর মালিক আর তার দালালদের প্রত্যেকটা আক্রমণের বদলা নেবার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি। তোমার এ্যাপয়েন্টমেন্টটা মালিক জবরদস্তী করে দিয়েছে। আমাদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী আমাদের পরামর্শ না করে কাউকে কাজ দিতে পারে না ওরা। সে দিক দিয়ে তুমি মালিকদের দালাল,

কায়েমী স্বার্থের লোক। সে যাক, এটা নিয়ে আমরা আলাদা লড়ব। বে-আইনী কোন কিছু একবার মেনে নিলে কায়েমী স্বার্থের জোর বেড়ে যাবে।' ছেলেটি বক্তৃতা থামায়।

যাঃ বাবা এ শালা বলে কি! সন্টি ভাবে। মালিকদের দালাল! কায়েমী স্বার্থ! আক্রমণের বদলা! এসবের মানে কি! গুলি মারো। কিন্তু আশংকার কথা ওর চাকরী নিয়ে এরা গোলমাল করতে পারে। অর্থাৎ মালতীর সুপারিশে যে কাজটা পেল সেটা নাও থাকতে পারে। শালারা শ্রমিকদের স্বার্থে তার চাকরীটা খাবার চেষ্টা করবে। সন্টির বুকটা কেঁপে ওঠে।

'কিন্তু দেখুন, এত কষ্ট করে কাজটা পেয়েছি। এটা নিয়ে যদি আপনারা হুজ্জোত বাধান, তবে কাজটাই আমার চলে যাবে।' সন্টি মিনতির ভঙ্গীতে বলে।

কাজল সন্টিকে দেখে ভালো করে। 'তোমার চিন্তা নেই। তোমার চাকরী যাবে এমন কিছু আমরা করব না। কাজ যখন পেয়ে গেছ তখন তুমি আমাদের বন্ধু ভাই। তুমি আর আমরা এক। সবাই এককাট্টা। কিন্তু মালিক নিজের লোক ঢুকিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের ভিতরে চিড় ধরাবে সে চলবে না। প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ না করে দিতে পারলে শ্রমিকমুক্তি নেই। চক্রান্তকারী বুর্জোয়াদের আর তাদের দালালদের প্রতিটি হামলাকে যে করেই হোক রুখতে হবে।'

একটা আরামের শ্বাস ফেলে সন্টি। যাক বাবা। বাঁচা গেল। তার চাকরী নিয়ে হুজ্জোতি করবে না। না, ছোঁড়াটা নেহাৎ খারাপ নয়। একটু বক্তৃতা করতে ভালবাসে এই যা। শিখেছে বোধহয় বড় বড় বুলি।

কারখানায় আবার ভোঁ বাজে। টিফিন শেষ! আবার কাজে যোগদানের আহ্বান।

'চলি। পরে কথা হবে আবার।' সন্টি এগিয়ে যেতে চায়।

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি দেখছি মালিকের পোষা কুত্তা পুরোপুরি। ভোঁ বেজেছে আর অমনি সুড় সুড় করে কাজ করতে ছুটছ।' কাজল ব্যঙ্গ করে ওঠে।

সমস্ত কানমাথা সন্টির গরম হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড রাগের জ্বালায় তার হাত-দুটো নিসপিস করতে থাকে। ইচ্ছে হতে থাকে দুহাতে গলা টিপে ধরে ছোকরার ফট্‌ফটানি একেবারে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু না। সে নতুন লোক! এখানকার হালচাল কিছুই জানে না। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে সে।

'আপনার সঙ্গে পরে কথা বলব। আমি এখন যাচ্ছি।' অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সন্টি বলে। উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই মেলটিং সপের দিকে এগিয়ে যায়।

ওর সঙ্গে আরো দশ বারোজন লোক বোতল সাজানর কাজে ব্যস্ত ছিল। ওদের মধ্যেই 'একজন, রামযশ, মাঝে মাঝে সন্টিকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিল। কাজের ফাঁকে সন্টি রামযশকে ধরল।

'কাজল চ্যাটার্জীকে চেন ?'

'কোন কাজল চ্যাটার্জী ?'

'ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন না কি তার এ্যাসিস্টেন্ট না সেক্রেটারী বলল।'

'ওঃ। শালা বহুৎ বদমাশ। উনসে সামহালকে চলনা।' রামযশ সাবধান করে।

'কেন ও কি করে ?' সন্টি জানতে চায়।

রামযশ এদিক ওদিক তাকায় একবার। চারিদিক দেখে নিয়ে চুপিচুপি সন্টিকে বলে। উ' শালারা য়ুনিয়ন বানায়ে বহুত গোল করছে। সিক্রেটারী পিসিডেন্ট বনকে আপনে কোই কাম নহীঁ করতা ঔর হমলোগোঁকে দলবাজী করনে বলতা। উয়ার কাছে বেশি যাবেনা। ম্যানেজারবাবু জানলে তোমার সর্বোনাশ হবে। নোকরী ভি যা সকতা।'

'ওরে বাবা। চাকরী গেলে খাবো কি ?' সন্টি আঁতকে ওঠে।

'ইয়ে বাৎ ইয়াদ রাখনা।' রামযশ সাবধান করে।

'ফেডারেশন না কি বলল যেন—সেটা আবার কি ? বীরেনই বা কে ?' সন্টি আবার জানতে চায়।

'আজই তুমু কামমেঁ জয়েন কিয়া না ?' রামযশ প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ। কেন ?'

'এক দিনমে তুম সব কুছ জান লিয়া !' সন্দিগ্ধ চোখ রামযশের।

সন্টি মনে মনে ভয় পায়। এ ব্যাটা আবার কোনো ক্ষতি না করে। এখানে তো দেখছি সবাই শিবঠাকুর। নুড়িতে সিঁদুর না ছোঁয়ালেই গোলমাল। কিন্তু তারই বা দোষ কি ! সে নিজে থেকে কিছুই জানতে চায়নি। তার কানে এসে গেছে মাত্র। কেউ কিছু বললে সেতো আর কান বন্ধ করে থাকতে পারেনা। সে কথাটাই সবিনয়ে নিবেদন করে রামযশকে।

এক সময় কাজ শেষ হল সন্টির। ছটার ভোঁ বাজতে সে পথে নেমে এলো।

আবার পথ। এই পথ থেকেই সে গিয়েছিল মালতীর বাড়ী। তার কারখানায় এখন ছুটি। বেশ লাগছে ভাবতে। এখন তার আর কোনো কাজ নেই। যেখানে ইচ্ছা সে যেতে পারে। কেউ বাধা দেবেনা। কোথাও কোনো নিষেধ নেই। কিন্তু যাবে কোথায় ! যাবার জায়গা তার তো কোথাও নেই। একবার পুরানো আড্ডায় গেলে কেমন হয় ! না। সে সব ওর পিছনে ফেলে আসা জীবনের অংশ ! ওদিকে যাবে না। মুনসীর ঠেক ! সেও তাই। এখন যাবার জায়গা একটিই আছে—কাশীপুর থেকে দেওদার স্ট্রীট। বহুদূরের পথ। অনেক অনেক দূর। আজ দেওদার স্ট্রীটে হয়ত তার প্রবেশ নিষেধ। সেখানে আজ রাধেশ্যাম কংকরিয়া আসর জমিয়েছে। মালতী আজ খুব সাজবে। চোখে সুর্মা টানবে। কপালে সুন্দর টিপ পরবে। বড় খোঁপা করে চুল বাঁধবে আর মোটুর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলবে। হঠাৎই একটা আক্রোশ জাগে সন্টির

মনে। মালতীর উপর। মোটুর উপর! না, আক্রোশের কিছু নেই। ওদের তো দোষ নেই কিছু। বরং সেই অনধিকার প্রবেশ করেছে ওদের জীবনে।

আজ সন্টির মনে নানা ভাব। নানা চিন্তা। কোন চিন্তাই স্থিতি পাচ্ছে না। দানা বাঁধছে না। সে তাই কোথাও স্থির থাকতে পারছে না। অশান্ত আত্মার মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় সে। তারপর রাত গভীর হলে আস্তানা নিল এক পুরানো ওস্তাদের আড্ডায়।

পরের দিন কারখানায় ছুটি হতেই সন্টি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। তার মনে এলো জোয়ারের টান। আর সে টানে তার পা দুটো উড়ে এল দেওদার স্ট্রীটের বড় ফ্ল্যাট বাড়ীটায়। না, মালতীকে না দেখে সে আর থাকতে পারছে না।

কিন্তু হতাশ হতে হল তাকে। সিঁড়ি দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে উঠে মালতীর ফ্ল্যাটের দরজায় লাগানো কলিংবেলটা টিপলো সে। দরজা খুলল রাণীর মা। সন্টিকে দেখে ওর মুখটা কুঁচকে গেল একটু।

'মালতী আছে তো?'

'না।' সংক্ষিপ্ত উত্তর। রাণীর মা শক্তিশেল হানল সন্টির বুকে।

'কোথায় গেছে?'

'জানি না।'

'কখন ফিরবে?'

'তাও জানি না। আজ নাও ফিরতে পারে!'

'সেকি! রাধেশ্যামবাবুর সঙ্গে গেছে নাকি কোথাও?'

'মা কোথায় কখন কার সঙ্গে যায় তা আমাকে কিছু বলে যায় না! আপনি এসে বসুন।

'না আমি এমনিই এসেছিলাম।'

'কিছু বলতে হবে?'

দুরন্ত অভিমান হয় সন্টির। আজ মালতীর বাড়ীতে থাকবার কথা ছিল। সন্টি বলেছিল আজ আসবে। মালতী নিজেই তাকে দিন ঠিক করে দিয়েছিল মালতী কি সে কথা ভুলে গেছে! ভোলা হয়ত একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু গত বুধবারের রাত্রের পর মালতীর তো একথা ভোলা উচিত ছিলনা যেমন ভুলতে পারেনি সে নিজে। সে অনুক্ষণ আজকের সন্ধ্যাটির কথাই ভেবে এসেছে।

'না, কিছুই বলতে হবে না। আচ্ছা বোলো, সন্টি এসেছিল। সে কাজ পেয়েছে। মালতী কংকরিয়ার অসীম অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে গেছে।'

আর দাঁড়ায় না সন্টি। তার চোখ ফেটে জল আসছিল। সে আজ একটা বোতল তৈরীর কারখানার সামান্য একজন শ্রমিক কর্মচারী। দু'দিন আগে সে

ছিল অন্ধকার জগতের এক ঘৃণিত অধিবাসী। আর মালতী কংকরিয়া কোটি-পতি ব্যবসায়ীর রক্ষিতা। নিজেও কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক বোধ-হয়। দুজনের এত অসম সম্পর্কে বন্ধুত্ব হতে পারেনা কোন মতেই। সেই ভুল করেছিল মালতীর ব্যবহারের অপব্যাখ্যা করে। বড়লোকের অজস্র খেয়ালের মধ্যে রাস্তার ছেলে সন্টিকে নিয়ে প্রেম প্রেম খেলাও হয়ত একটা খেয়াল। তবে মালতী অকৃতজ্ঞ নয়। সে তার খেলার সাথীকে কৃপা করেছে। খেলার বদলে চাকরী জুটিয়ে দিয়েছে এই টানাটানির বাজারেও। তাইবা কে করে আজকাল! মালতীর ঋণ শোধবার নয়। সন্টি অবশ্য দুর্ভাগ্য ক্রমে এই খেয়ালের খেলার শিকার হয়ে পড়েছে যখন তখন তাকে মাশুল গুণতে হবেই।

সে রাতের নানা কথা ভাবতে ভাবতে সন্টির চোখে ঘুম এলনা। একটা কান্না ঝরানো নোনা স্বপ্ন জাগরণের মধ্যে বার বার মালতীর কথাই মনে করিয়ে দিল।

কদিন পরে কারখানায় কাজ করছে সন্টি। হঠাৎ ডাক এলো ম্যানেজারের ঘরে। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল তার। ব্যাটা রামযশ তার নামে কিছু লাগানি ভাগানি করেনি তো আবার! কে জানে কিছু বিশ্বাস নেই।

'সনৎ, তোমাকে এ কারখানায় কে চাকরী দিয়েছে?' ম্যানেজার তীক্ষ্ম প্রশ্ন করে।

'আজ্ঞে তুলসীবাবু। আপনি তো জানেন সে কথা।'

'কোনো ইউনিয়ন তোমায় চাকরী দেয় নি তো?'

'আজ্ঞে না।'

'সে কথা খেয়াল রেখো সব সময়। মালিক তোমাকে নিজে পছন্দ করে চাকরী দিয়েছেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তুলসীদাসবাবুর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

'কিন্তু কেন তোমায় চাকরী দিয়েছেন তা জানো?'

'ঠিক জানিনা। বোধহয় মালতী বলেছিল বলে।'

'কে মালতী?'

কে মালতী! কি পরিচয় দেবে সন্টি! 'মালতী কংকরিয়া।'

'আচ্ছা সেই ওকে তুমি চেন নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, অল্প পরিচয় আছে।'

'তাই বুঝি! কিন্তু চাকরী পাবার আসল কারণ তুমি জানোনা মনে হচ্ছে।' ম্যানেজার বাঁকা হেসে সন্টির দিকে তাকায়।

সন্টির বুকটা ধ্বক্ করে ওঠে। আসল কারণ আবার কি হতে পারে সে ভেবেই পায়না।

'তুমি তো কালো বাজারে টিকিট বেচতে?'

ঘরে যেন বাজ পড়ল। আর তা' পড়ল সন্টিরই মাথায়। আপনা হতেই

তার মাথাটা ঝুলে পড়ে। উত্তর দিতে পারে না কিছু।

'চাকু চালানো, বোমাবাজী এসব তো তোমার কাছে ডালভাত।'

এবারও সন্টি উত্তর দেয়না। এসব কথা এই ব্যাটা ম্যানেজার জানল কি করে? কে বলল ওকে এ সমস্ত! কিন্তু প্রতিবাদ করে লাভ নেই কিছু। একটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে সে।

'ঠিক এই কারণেই তোমাকে চাকরী দেওয়া হয়েছে। মনে রেখ তুমি মালিকের লোক। মালিকের ইজ্জত, মালিকের লাভ লোকসান এসব তোমায় দেখতে হবে। কাজ ঠিক মতো হলে তুমি দামও পাবে উপযুক্ত।' ম্যানেজার চোখ টিপে একটু হাসে।

সন্টির মুখের সব আলো নিভে যায়। সে ভেবেছিল তার পুরনো জীবন পিছনে ফেলে এসেছে। তার নতুন জীবনের কোথাও অতীতের কালো ছায়া আর পড়বে না এ বিষয়ে সে নিঃসংশয় ছিল। এখন এই মুহূর্তে সন্টির মনে হল তার বর্তমান অস্তিত্ব তার পিছনের অন্ধকার জীবনটারই বর্ধিত অংশমাত্র। এখানেও আলো নেই কোথাও। অনন্ত তমিস্রা সামনের গোটা পথটাকে ঢেকে রেখেছে। চাকরী সে পেত না কিছুতেই যদি ওর অতীতটা অমন কলংকময় না হত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্টি।

'আমায় কি করতে বলেন?' আস্তে আস্তে মিয়োনো প্রশ্ন করে সে।

'আপাতত তোমায় কিছুই করতে হবে না।' ম্যানেজার হাসে। 'তোমায় দেখে তো বেশ বুদ্ধিমান মনে হয়। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে এখানকার পরিস্থিতি বুঝে নাও। সব লোকগুলোকে চিনে রাখো। তারপর তোমার ইতিকর্তব্য যথা-সময়ে বলে দেব।' ম্যানেজার খুশীভরা চোখে সন্টিকে দেখতে থাকে।

সেলাম করে সন্টি বেরিয়ে আসে। না, সে যা ভেবেছিল তার কিছুই মিলছে না। অতীত তার রক্তে মাংসে জড়িয়ে আছে অক্টোপাশের মতো। হাজার চেষ্টা করলেও অক্টোপাশের বাঁধন আলগা হবে না এতটুকুও। মনের মধ্যে একরাশ বেদনা জমাট বেঁধে যায়। দূর শালা ঘুরে ফিরে সেই গপ্পো। চাকু চালানো! বোমাবাজী! ছিনতাই! কালোবাজারী! খুন! জখম! রাহাজানি! শালা সেই একই মাল ঘুরে ফিরে গিলতে হবে। হয় মুনসীর ভাটিখানায় ফাটা গেলাসে, নয়তো কারখানার ক্যানটীন ঘরের ছাপ্‌রার পিছনে। তুমি শালা মনকে বোঝাচ্ছ মাল আর খাচ্ছ না, খাচ্ছ গঙ্গাজল। কিন্তু মনকে চোখ ঠারো আর যাই করো কপালে ঝুলছে পচা নরকের জঞ্জাল। উল্টে পাল্টে তাতেই মুখ গোঁজ। অসীম বিরক্তিতে সন্টির মনটা কুঁচকে এতটুকু হয়ে যায়। দূর শালা, এ কাজ সে ছেড়ে দেবে।

ম্যানেজারের ঘর থেকে বাইরে এসে সন্টির চোখে পড়ে কারা যেন এখানে ওখানে পোস্টার লাগাচ্ছে। খবরের কাগজের উপর লাল কালো কালিতে লেখা হিন্দী বাংলা পোস্টার। ছাঁটাই চলবে না! সাসপেনশান অর্ডার তুলে নাও।

শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। সবগুলোর তলায় লেখা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নাম। কি ব্যাপার! সন্টি বিস্মিত হয়। কাউকে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে নাকি? না দরকার নেই। এ এক গোলক ধাঁধাঁর জায়গা। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।

বোতল সাজাবার ঘরে এসে হাজির হয় সন্টি। সেখানে রামযশ ছিল। সে ওর দিকে ট্যারচা চোখে তাকায় একবার। তারপর কাছ ঘেঁসে আসে।

'ম্যানেজারকা সাথ বাৎ হুয়া?'

'হুয়া।' সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় সন্টি।

'ক্যা বাৎ হুয়া?' জানতে চায় রামযশ।

'ঠিকসে কাম করনে বোলা।' পাশ কাটিয়ে যেতে চায় সন্টি। রামযশকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। অত কৌতূহল কেন তার? আর রামযশকে কেন, এখানে সে কাউকেই মন থেকে নিতে পারছে না। কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। কিন্তু সব থেকে গন্ডগোলের মনে হচ্ছে ম্যানেজারের কথাগুলো। ও ব্যাটা কি করে তার অতীত জীবন জানল! কে তাকে বলল তার কলঙ্কময় অতীতের কথা! এখানে সে নবাগত। তার সম্বন্ধে কারোরই বিশেষ কিছু জানার কথা নয়। তবে? সন্টি আকাশ পাতাল হাতড়ে মরে।

একটা বিদ্যুৎ চমকায়। তীব্র ক্ষণিক ছটা। সন্টি আর্তনাদ করে ওঠে। তবে কি মালতীই এসব কথা জানিয়েছে তুলসীদাস বাবুকে! তুলসীদাস মারফৎ ম্যানেজার জেনেছে! কথাটা মনে হতেই সন্টির চোখের সামনে সারা দুনিয়াটা যেন দুলে ওঠে। পায়ের তলার মাটি সরে যায়। মালতী! মালতী কংকরিয়া! ধনী মাড়োয়ারী মহাজনের রাখওয়ালী! বিশ্বাসঘাতিনী। সন্টির সরলতার সুযোগ নিয়েছে শয়তানী। তার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করে তাকে দিয়ে মহাজনের কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়! হয়ত সে প্রতিশোধ নেবার এই রাস্তা ধরেছে। তার সঙ্গে তাই আর সেদিন দেখাও করল না। বাড়িতে যেতে বলেও বাইরে চলে গেল সে যাবার আগেই।

মালতী। সুন্দরী মালতী। ফুলের বুকে বিষ ভরা। এওকি সম্ভব! তাকে নিয়ে সন্টি কদিন যে দ্যুলোক ভূলোক জোড়া স্বর্গ রচনা করে চলেছিল। ভেবেছিল পুরানোকে ভুলে গিয়ে নতুন জীবন গড়ে তুলবে মালতীকে নিয়ে। দূর শালা। সর্ব্বোনাশী মাগী। ওদের আবার ভালোবাসা! ছেনালী করে তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে মালিকের হয়ে গুণ্ডাবাজী করাবে! ওরে শালা সন্টি, আস্ত বুদ্ধুর বাচ্চা, তোকে বেচে খেতে পারে ঐ মালতী কংকরিয়া। প্যারের জৌলুষে কানা বানিয়ে তোকে দিয়েই শালা দাঁতে মিশি ঘসাবে। অসহ্য রাগে সন্টির সারা শরীর জ্বলতে থাকে। কারখানাটার গোটা পরিবেশটা তার কাছে ভাগাড় মনে হয়। বোতলের ক্রেটটা ঠকাস করে নামিয়ে রেখে সে বাইরে চলে আসে।

ছুটি হবার আগেই কারখানার বাইরে এসে দাঁড়াল সন্টি। চারদিকে জটলা। বেশ কিছু লোকের ভীড়। দু চার জনের হাতে লাল ঝাণ্ডা। কি ব্যাপার! এরা আবার কি ঘোঁট পাকাতে চায়। সন্টি দাঁড়িয়ে পড়ে।

একটু পরেই ছড়ানো ছিটানো লোকগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়। কারখানার ভোঁ বাজতে আরো লোক আসে। সামনেই একটা অশ্বত্থ গাছ। তার নীচেটা বাঁধানো। সেখানে কে একজন উঠে দাঁড়ায়। 'বন্ধুগণ' বলার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের গুঞ্জন থেমে যায়। সন্টিও একপাশে দাঁড়িয়ে শোনে।

হাত পা নেড়ে, গলার স্বর বাড়িয়ে কমিয়ে লোকটা অনেক কিছু বলে গেল। অনেক কিছুই বুঝলনা সন্টি। শুধু এটুকু বুঝল কোম্পানী নাকি কয়েকজন লোককে ছাঁটাই করতে চায়। আরো কয়েকজন কর্মীকে নাকি নানা অজুহাতে কাজ থেকে ইতিমধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। সে সব বন্ধ করতে হবে। যেমন করে হোক কোম্পানীর চক্রান্ত বরবাদ করতে হবে। এছাড়াও আরো আছে ওভারটাইমের সুষ্ঠু বিলি বন্দোবস্ত। রাত্রের ওভারটাইমে আরো বেশী মজুরী, মাইনে বাড়ানোর দাবী, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এ সবের অনেক কিছুই নাকি মালিক মেনে নিতে রাজী ছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ষড়যন্ত্রে তারা শ্রমিকদের সব ন্যায্য দাবীকে বাতিল করে দিচ্ছে। ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন শ্রমিকদের লাল ঝাণ্ডার নীচে এক করার নামে মালিকের দালালী করছে। তারা নাকি শ্রমিক ঐক্যের নামে বিভেদ পন্থার কাজে লেগেছে। বেইমান ইউনিয়নের সকল শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী চক্রান্ত বানচাল করে দিতেই হবে।

বক্তা থামল। খুব হাততালি দিল সমবেত লোকগুলো। অনেক গলায় শোনা গেল ইনক্লাব জিন্দাবাদ। মজদুর ফেডারেশন দীর্ঘজীবী হোক।

সন্টি হাততালিও দিল না, চিৎকারও করল না। এই তাহলে ফেডারেশন! যে লোকটা বক্তৃতা দিল ঐ বীরেন নাকি? কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও তার সাহস হল না। পাছে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকে দেখে।

মিটিং শেষ হয়নি এখনও। আর একজন কে উঠে এবার বক্তৃতা দিচ্ছে। খুব গরম গরম কথা। মজদুরের বুকের খুন দিয়ে মালিকের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। শ্রমিককে শোষণ করে মালিক ভোগের সুখে মত্ত। এসব আর চলবে না। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কারখানা চালাচ্ছে, যারা আধপেটা খেয়ে খালি শোষণের শিকার হচ্ছে তাদের সংগ্রামী ঐক্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে। মজদুর ভাইদের তাই লড়াই করতে হবে। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে। ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শ্রমিক বিরোধী চক্রান্তের মুখোশ খুলে দিয়ে, মালিকের শোষণের একচেটিয়া অধিকারের কালো হাতকে গুঁড়িয়ে দিয়ে শ্রমিকদের সংগ্রাম চলবে। সংগ্রামী ঐক্য জিন্দাবাদ।

সন্টির মাথা ঘুরতে থাকে। আর একজন উঠেছে বক্তৃতা দিতে। নাঃ

আর শালা লেকচার শুনতে হবে না। একদিনে অনেক শুনেছে। যাক, তবু এরা চেষ্টা করছে। মালিকের অধিকারকে খর্ব করে শ্রমিকদের বাঁচবার অধিকার দিতে চেষ্টা করছে। ভালো, ফেডারেশনের মঙ্গল হোক। কি যেন কথাটা! ইনক্লাব জিন্দাবাদ। বেশ কথাটা। কিন্তু মানেটা কি! গুলি মারো শালা মানেকে। এই ফেডারেশনের কি নিন্দাই সেদিন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কাজল, এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী বাবু করেছিল। কি নাম যেন এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারীর! কাজল চ্যাটার্জী। হ্যাঁ। কিন্তু সেদিনে সেও তো যা বলছিল তাও তো ভালোই লাগছিল শুনতে। সেও কারখানার মজদুরদের হয়েই কথা বলছিল। এরাও তো একইভাবে কথা বলছে। তবে দু'দলে ঝগড়া কেন! আরে বাবা, শ্রমিক ঐক্যই যদি তোরা চাইবি, মজদুরের ভালোই যদি চাইবি তবে আবার পরস্পরে খেয়োখেয়ি করছিস কেন? সব কিছু কেমন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে লাগে সন্টির কাছে। হয়ত সত্যি সত্যিই একদল মজদুরদের ভালো চায়, আর একদল তা মুখে বললেও কাজে চায় না। অথবা দুদলই ভালো চায় কিন্তু নেতাদের মনের মধ্যে মিল নেই। মরুকগে যাক। অত কথা তার জেনে লাভ কি! সে চাকরী করছে নেহাৎ। না করলে জানতনা কিছুই। আর চাকরীই বা করছে কেন! শ্রমিকদের হয়ে কথা বলার জন্য কি! সে তো বোমা ছুঁড়তে ওস্তাদ, কালোবাজারীতে এক নম্বর, চাকু চালাতে বেপরোয়া! তার এসবে দরকার কি! সেতো শ্রমিক নয়। সে শালা পোষা গুণ্ডা! এ জন্যই তার চাকরী। ম্যানেজার শালা কেমন হেসে হেসে বুঝিয়ে দিল সে আসলে মালিকের পোষা কুত্তা। মালিকের হয়ে ঘেউ ঘেউ করলে দাম পাবে বেশী। ভালো মন্দ পেট ভরে খেতে পাবে। ম্যানেজার শালার চোখ দুটো খাবলে তুলে নিতে হয়। ওর শয়তানী হাসি এক চড়ে বন্ধ করে দেওয়া যায়। সেটা কিছু বড় কথা নয়।

কিন্তু তার চাকরী চলে যাবে যে। চাকরী। চাকরী গেলে খাবে কি! চাকরী করে সে না ঘর বাঁধবে! বিয়ে করবে! মালতী কংকরিয়াকে বউ বানাবে! বউ গুলি মার। মালতী তাকে বেইজ্জত করার জন্য কৌশল করেছে। তবে সেও মরদের বাচ্চা। একবার ভুল করে বুদ্ধু বনেছে বলে বারবার ভুল করবে নাকি! শালা মালিক তাকে দিয়ে অন্যায় কিছু করাক না, সেও তাদের একহাত দেখে নেবে। তাকে দেখবার জন্য ইউনিয়ন আছে। জয় শালা ইউনিয়নের। দুটো থাকাতে বরং সুবিধে। একটা বেইমানী করলেও অন্যটা তাকে বাঁচাবে ঠিক। কালই সে বীরেন আর কাজলের সঙ্গে কথা বলবে। শালারা দুজনেই যদি দালালী না করে থাকে তবে নিশ্চয়ই তার হয়ে লড়বে। আর যদি বেইমান হয় তবে সেও জানে কেমন করে দুনিয়া থেকে বেইমানদের নাম মুছে দিতে হয়।

অনেকটা হেঁটে এসেছে সন্টি। শ্যামবাজার মোড় পার হয়েও সে হেঁটে

চলেছে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের চওড়া ফুটপাত ধরে সে দক্ষিণ মুখো হেঁটে চলে।

গ্রে স্ট্রীট পার হয়েই রাস্তার বাঁ দিকে সন্টির চোখ যায়। অন্ধকারে গা মিলিয়ে কারা সব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষুধিত শৃগালের মতো সব চোখ। কারো মুখের রেখা আবছা আঁধারে পড়া যায় না। নির্বিকার ঔদাস্যের সঙ্গে সস্তা প্রসাধনের জৌলুষ আসল রংটাকে চাপা দিয়ে রেখেছে। রূপোপ-জীবিনীর দল। বেশ্যা! শালা মালতী কংকরিয়ারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেই তো তার মতো গুণ্ডা বদমায়েসদের সঠিক আস্তানা। রাত ভোর মদ গিলে হুল্লোড় কর, তারপর শেষ রাতে খুনোখুনি করে ফেরার হও। নরক কি এর চেয়েও খারাপ হতে পারে! মালতী, ধোঁকা দিতে চেয়েছিলে বাবা, পারলেনা শেষ পর্যন্ত। তোমায় ভালো করে চিনে নিয়েছি এবার। সন্টি মুখুজ্যে ছিনতাই পার্টির লোক হতে পারে, কিন্তু সন্টি রূপ বেচে ঠকায় না। হাসি পায় সন্টির। মালতীর সঙ্গে সে নিজের তুলনা করছে। আস্তাকুঁড়ের দুই জীব তারা! ওদের মধ্যে কে বেশি ঘেয়ো তার তুলনা। নোংরা ঘেঁটে যাদের জীবন কাটে তারা আসলে যে আদাড়েরই মাল। কে কতখানি লোম ওঠা আর ঘেয়ো তার বিচার করে লাভ কি!

আনমনে এগিয়ে চলে সন্টি। কোথায় যাবে সে। দমদমে যে বস্তীর ঘর সে ভাড়া নিয়েছে সেখানেই যাবে নাকি! না। সেখানে যেতে ইচ্ছে করছে না। তবে কোথায় যাবে! একবার লোকপ্রিয়র পাড়ায় গেলে কেমন হয়! গুলে, বিলে, প্যাণ্টারা ওখানে আছে। ওরা কেমন আছে কে জানে! বেশ কদিন তো আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি ওদের সঙ্গে।

বাসে চেপে সন্টি চলে আসে লোকপ্রিয় অঞ্চলে। পাড়া ভোঁ ভোঁ। কেউ নেই। কোথায় গেল হতভাগারা! খোঁজ পেলনা কারুর। শুধু জানতে পারল গতকাল নাকি প্যাণ্টাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

দূর শালা। শান্তি নেই কোথাও। যেখানেই যাও সেখানেই অশান্তি। চতুর্দিকে যেন একটা সর্বনাশা অশান্তির ঢেউ সর্বব্যাপী হয়ে সবাইকে গ্রাস করছে। এর আগুন যেন তাদের কাউকে নিস্তার দেবে না। সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে।

মেজাজটা শালা বিগড়ে দিল। এখন যাই কোথায়! দেওদার স্ট্রীট! সন্টির সারা গা জ্বলে ওঠে। না, মরে গেলেও সেখানে যাবো না। দমদমের ডেরায়! তার চেয়ে এতদূরে যখন এসেছি সকল শান্তির আশ্রয় মুনসীচাঁদের দোকান হয়েই যাই। বাবা মুনসীচাঁদ, তোমার করুণা অপার। যতই চেষ্টা করোনা কেন, তোমার ঠেকের বাঁধন কাটিয়ে চলে যাবে এমন হিম্মৎদার আদমী নেই। আমি তো নস্যি। জয় বাবা মুনসীর জয়।

সারারাত সন্টি মুনসীর দোকানে পড়ে থাকে। কোথা দিয়ে রাত কাটল

তার মনে পড়ে না। অনেকদিন পর সে যেন একটা পরম নিশ্চিন্তির, পরম আরামের রাত কাটালো। একটু বেলায় তাকে ডেকে তুলল মুনসীর দোকানের এক ছোকরা। 'সন্টি বাবু, ওঠো। তুমি তো কারখানার বাবু হয়েছ, এবার যাও।'

কারখানার বাবু! হাসি পায় সন্টির। তাই সে নিজেও প্রথমটা ভেবেছিল। অনেক আশা করেছিল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আর পাঁচজনের মতো সেও বাবু হবে! কিন্তু আসলে হল কি! মালিকের পোষা গুণ্ডা। দূর শালা, কারখানা-মুখোই সে আর হবে না। আবার ফিরে যাবে পুরনো জীবনটাতে! টিকিটের লাইনে এ জন্মটা কাটিয়ে দেবে। কতবার আর পুলিশে ধরবে।

বেলা আরো খানিক বাড়ল। সন্টি কাশীপুরে আর যাবে না ভেবেছিল। কিন্তু রোদবাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোতল তৈরীর কারখানাটা তাকে অদৃশ্যভাবে আকর্ষণ করতে লাগল। যাই না আরো কদিন। দেখিনা ওখানকার জীবনটা শেষ পর্যন্ত। চাকরী ছেড়ে দেওয়া তো তার হাতের মুঠোর মধ্যে। যেদিন ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে ম্যানেজারের মুখে থুতু ফেলে সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে আসবে।

কারখানায় ভোঁ বাজতে বাজতেই সন্টি পেঁাছে গেল কারখানার গেটে। বোতল সাজানোর ঘরে পেঁাছবার মুখে দেখা সুপারভাইজার সাহেবের সঙ্গে। হেসে বললেন, 'কি সনৎ, কেমন লাগছে এখানে?'

মাথা চুলকোয় সন্টি। কি বলবে! ভালো? খারাপ? মাঝামাঝি? এখানে যে কেমন লাগছে সে নিজেই জানে না। তবু সন্টি হাসে। মনে হয় সুপারভাইজার লোকটি ভালো। সবলের সঙ্গেই ডেকে ডেকে কথা বলে।

'ভালোই লাগছে স্যার।'

'বেশ, বেশ। তোমাকে তো এবার মেল্টিং শপ এ কাজ দেওয়া হবে। তারপর ব্লোইং। তোমার লাক ভাল। ম্যানেজারের বিশেষ নজর তোমার দিকে।' প্রসন্নভাবে সুপারভাইজার বল্লেন।

সন্টির চোয়াল দুটো এক মুহূর্তে শক্ত হয়ে ওঠে। সে বোঝে মালিকের নেক নজর তার উপর কেন। কে ম্যানেজারের নেক নজরে থাকতে চেয়েছে! কি হবে থেকে! নিজের বিবেককে বাঁধা দিয়ে মালিকের প্রীতি উদ্রেক করে সান্ত্বনা কোথায়!

সন্টি কথা বলে না। চুপচাপ নিজের কাজে চলে আসে। কিন্তু কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারে না। মেল্টিং শপের কাজের আকর্ষণ তাকে বিন্দুমাত্র টানতে পারে না। টিফিনের সুযোগে তাই ছিটকে চলে আসে কারখানার বাইরে।

কারখানার বাইরের রাস্তাটা ধরে সন্টি এগোতে থাকে। সামনে দৃষ্টি। ও কে আসছে? কাজল চ্যাটার্জী না!

'নমস্কার।' অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে সন্টি অভিবাদন জানায়।

সামনে মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে নমস্কার ফিরিয়ে দেয় কাজল। 'কোথায় যাচ্ছ?'

'এই এদিকে। আপনার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।'

'কাজল অবাক হয়। এই সেদিনের চাকরী যার তার হঠাৎ কাজলের সঙ্গে কি দরকার পড়ল! মালিকের লোক! তাই এত সাহস নাকি! চোখদুটো কুঁচকে যায় তার।

'কি দরকার?' গম্ভীর গলা কাজলের।

'দেখুন, আপনারা মানে ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন তো শ্রমিক ঐক্য চায়?' সন্টি ইতস্তত করে বলে।

'নিশ্চয়ই।' দৃপ্ত ভাব কাজলের। 'শুধু ঐক্য নয়, শ্রমিকদের সমস্ত ন্যায্য অধিকার সংগ্রামের পথে আদায় করতে চাই।'

'ফেডারেশনও বোধহয় ঠিক তাই চায়।' সন্টি কাঁপা কাঁপা গলায় বলে।

'তোমাকে এ কথা কে বোঝাল? বীরেন? না তার সাঙ্গাৎ যতীন সরকার? বাঁকা প্রশ্ন কাজলের।

'ওরা কেউ না। ওদের আমি চিনি না। তবে ওদের মিটিঙ শুনে আমার তো এই একই কথা মনে হয়েছে।' সন্টি অনেকখানি যেন সাহস পায়।

কাজল হাসে। 'মিটিঙ এ বক্তৃতা শুনেই যদি সব বোঝা যেত তাহলে তো কথাই ছিল না হে। এসব জিনিস এত সহজ হলে আর আমাদের থাকার দরকার কি? ট্রেড ইউনিয়নিজম বোঝার মতো লোক সারা দেশে কটা আছে জানো?'

সন্টির ভালো লাগে না কাজলের কথাগুলো। 'মিটিঙে তবে কি আপনারা মিছে কথা বলেন? সাধারণ শ্রমিকদের ভাঁওতা দেবার জন্য মনগড়া সব কথা বলেন?'

কাজল বিস্মিত হয় আরো। এমন স্পষ্ট প্রশ্ন সে শোনেনি নতুন আসা কোন শ্রমিকের কাছ থেকে।

'আমরা মিটিঙে মিছে কথা বলিনা। আমরা ভাঁওতাও দিই না। যা সত্যি তাই বলি। তবে হ্যাঁ, দালাল ঐ ফেডারেশন। ওরা দিনকে রাত করতে পারে। মিছে কথা তো কোন ছার।'

'তার মানে আপনি বলতে চান ফেডারেশন শ্রমিক ঐক্য চায় না? ওরা মজদুরদের হয়ে লড়াই করে না?' সন্টি আবার শক্ত হয়ে ওঠে।

'ঠিক তাই। ফেডারেশনের পিছনে যে রাজনৈতিক দল আছে তারা পুরো পুরি শোধনবাদী। বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের আসলে শ্রেণীগত কোন পার্থক্য নেই। তাই ওরা নকল শ্রমিক স্বার্থের ধুয়ো তুলে মালিকের স্বার্থকেই আড়াল করে রাখে।'

কাজলের কথাটা পুরো বুঝতে পারে না সন্টি। তবু তার মনে হয় কাজল বোধহয় ঠিক কথাই বলেছে। তারিফ করার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে সে। 'আমাকে এসব একটু বুঝিয়ে দেবেন ভালো করে?'

'বেশ তো! বেশ তো। তোমাকে তো বেশ উৎসাহী মনে হচ্ছে!' সোৎসাহে কাজল বলে। 'এসো ইউনিয়ন অফিসে। তোমার মত উৎসাহী লোক পেলে ইউনিয়ন ভাল কাজ দেখাতে পারবে।'

সন্টি মৃদু হাসে। না, এক্ষুণি না। সে দেখবে আরো। জানবে আরো। বুঝবে আরো। তারপর সময় এলে পথ ঠিক করে নেবে।

ছুটির পর ফেডারেশনের আবার মিটিঙ। গতকাল মিটিঙ যেখানে হয়েছিল ঠিক সেখানেই। সন্টি আজ মিটিঙে ছিল। প্রত্যেক বক্তার বক্তব্য কান পেতে শুনল। মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল। যদিও গতকালকার কথাগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার বলা হল তবুও সন্টির মনে হল ফেডারেশন যেন সত্যিই একটা লড়াই-এর জন্য তৈরী হচ্ছে।

আজ সে বীরেনকে দেখল। বছর চল্লিশ বয়স হবে। বেঁটে খাটো চেহারা কিন্তু বলে ভালো। বক্তৃতার মধ্যে যেন আগুন ঝরায়। সন্টির সারা শরীরের কোষে কোষে অযুত লক্ষ অগ্নিকণা একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। ইচ্ছে করে এক মুহূর্তে প্রলয়ের দাবাগ্নি ছড়িয়ে দেয়। আশপাশ চতুর্দিক ভালো মন্দ সব কিছুকে আগুনে পুড়িয়ে খাক করে দেয়। সব পুড়িয়ে দেবার প্রচণ্ড এই ইচ্ছেটাকেই কি বীরেনের ভাষায় সংগ্রামী চেতনা বলে! এই যে সব কিছুকে ভেঙ্গে চুরে খানখান করে দিতে বাসনা জাগছে এই কি বিপ্লব! এখন কি শুধু ভাঙ্গার পালা! ভাঙ্গা ভাঙ্গা। সমাজ ভাঙ্গো, সংস্কার ভাঙ্গো, নিয়ম ভাঙ্গো। যা কিছু এতদিন তিল তিল করে গড়ে উঠেছে সব কিছুকে ভাঙ্গো। প্রাচীন মূল্যবোধের আর স্থান নেই। নতুন নতুন লড়াই এ স্থবির সমাজ মানসকে ভাঙ্গো। তারপর আবার গড়া হবে। নতুন সৃষ্টি। নতুন জগৎ। এখন ভাঙ্গনের জয় গাও। ভাঙ্গা শেষ হলে আবার নতুন করে দেশ আর পৃথিবীকে সাজিও নতুন সাজে। মনের মতো করে। সন্টির এখন ইচ্ছে করছে বর্তমানে এই মুহূর্তে সব কিছুকে হাউই এর মতো জ্বালিয়ে শেষ করে দিতে।

পরদিন আবার মিটিঙ। দুদিন পরে আবারও। সন্টি বুঝল ফেডারেশন তৈরী হচ্ছে আঘাত হানার জন্য। মালিকের জুলুমবাজী আর শোষণের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য প্রতিদিন ফেডারেশন প্রস্তুতি চালাচ্ছে। ধর্মঘট হবে। কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে শ্রমিকদের বুকের পাঁজর জ্বেলে মালিকের সম্পদ, সেই শ্রমিক আর সহ্য করবে না। অন্যায় ছাঁটাই বন্ধ এবং বাঁচবার অধিকারের জন্য পাল্টা আঘাত হানা হবে ধর্মঘটের মাধ্যমে। ধর্মঘট

নাকি শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ এবং বর্ধনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

একদিন সন্টিও যেন ঘোরের মধ্য দিয়ে চলেছে। সেও যেন একটা বন্যার মতো সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। একটা ঘোলাটে জগতের সব কিছুকে প্রবল স্রোতে মহাসমুদ্রে টেনে নিয়ে যাবে। এর জন্য যে মূল্যই দিতে হয় হোক, সে দেবে। কিন্তু তবু রোজ রাতে যখন আর কিছুই করার থাকেনা তার, সেই সময়ে যখন অন্য সব চিন্তা অর্থহীন বোধহয়, তখন সেই প্রিয় মুখটা বারবার মনের মধ্যে আনাগোনা করে। বুকের ভিতরটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে গভীর কান্নার আশ্লেষে। ওর মনে হয় ও যেন অন্তহীন কুয়াশার মধ্যে পথ হেঁটে চলেছে শুধু একটুখানি আলোর জন্য। এ সময় মালতী কংকরিয়াকে তার কিছুতেই আর কুৎসিত মনে হয় না। এক অপরূপ লাবণ্যে মালতী তখন তার সকল সত্ত্বা হরণ করে নেয়। আর সন্টির মনে হয় সে যেন ডুবে যাচ্ছে। অসীম বেদনার সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। একটা অসহায় আর্তি তার গলার শিরা গুলোকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। নিঃসঙ্গ নির্জনতার বিবিক্ত অনুভূতি তাকে চতুর্দিক থেকে পিষে মারতে চায়। তার প্রবল ইচ্ছে হয় সব অভিমান ত্যাগ করে মালতীর কাছে ছুটে যায়। ওঃ কত কাল সে তার মালতীকে দেখেনি! না না, সেতো গুন্ডা, সেতো মালিকের ভাড়াটে গুন্ডা, সেতো কারখানার দীনমজুর। সে কি করে ধনীর আশ্রিতা মালতীকে দেখবে! কিন্তু মন মানে কই! মন বার বার বলে কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে। একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট বড় ভুল। এখনও হয়ত সংশোধনের সময় আছে। কিন্তু আর দেরী হলে বিপুল ক্ষতি হবে। এতবড় ক্ষতি হবে যে সারা জীবনের চোখের জলেও পূরণ হবেনা।

প্রতি রাত্রে অনেক অনেকক্ষণ ধরে সন্টির মনে মালতী আসা-যাওয়া করে। ওর চোখে ঘুম আসেনা। এক এক করে শহরের বাড়ীতে বাড়ীতে আলো নিভে যায়। আস্তে আস্তে কাছের ও দূরের যান্ত্রিক শব্দগুলো সব থেমে যায় এক সময়! রাস্তার কুকুরের দল ডাস্টবিনের ঝগড়া ত্যাগ করে চৌকী দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তখন দূরে চলে যাওয়া নিঃসঙ্গ কোনো উন্মাদের হাসির মতো অপসৃয়মান নিদ্রা সন্টির চোখের পাতায় আবার ফিরে আসে। কিন্তু সান্ত্বনা আসেনা। শান্তি তো নয়ই। ঘুমের রেশটুকু শুধু দুঃস্বপ্নের বেড়াজালে রিক্ত আর্ত সন্টির মনটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে থাকে। একটা বিষাক্ত চিন্তার ঘটনা প্রবাহ স্বরূপ নিদ্রাটুকুর মাঝেও সন্টিকে কুরে কুরে খায়। ছিন্ন ভিন্ন সন্টি ঘুমের মধ্যেও চিৎকার করে ওঠে।

সকালে উঠেই প্রতিদিন সন্টি সিদ্ধান্ত নেয় সে আজ যাবে মালতীর কাছে। কেমন আছে সে কে জানে! কি ভাবছে সে কে জানে! এমনও তো হতে পারে মালতীও সন্টির মতো একই যন্ত্রনায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সেও হয়ত সন্টির খোঁজ করছে কিন্তু দেখা পাচ্ছেনা। তার এখনকার ঠিকানা তো মালতী জানে না। জানবেই বা কী করে! তাই সন্টি অত্যন্ত অন্যায় করছে মালতীকে

ভুলে থেকে। না ভুলের সংশোধন সে করবে আজ।

কিন্তু কারখানার মাটিতে কি বীজ লুকানো আছে সন্টি বুঝতে পারে না। সেখানে যেতে না যেতেই মন বিদ্রোহ করে। শুধু মালতীর কাছে যাবার ব্যাপারেই নয়! সব কিছুর বিরুদ্ধেই তার মন প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তখন সে আর এক সন্টি। মহা বিদ্রোহী সন্টি। বিপ্লবী সন্টি। পৃথিবীর সবটুকু অহংকারকে ভেঙ্গে চুরে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় যে নিরন্তর নিজের সঙ্গে দাবদাহের সৃষ্টি করছে।

আরো কদিন পরে সন্টি কারখানায় গিয়েই অবাক। কারখানার মধ্যেই, কাজের সময়েই বিক্ষোভ চলছে। ম্যানেজারের ঘরের সামনে অনেক লোক। নানা শ্লোগান উঠছে। ফেডারেশন কি বন্ধ শুরু করল নাকি! না। ফেডারেশন তো নয়। এযে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। ওরা দাবী তুলছে ছাঁটাই বন্ধের, মজুরী বৃদ্ধির, কাজের সময় কমাবার। এসব দাবী ফেডারেশন রোজই করছে। নতুন কিছু তো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বলছে না। তবে ফেডারেশনকে বাদ দিয়ে ইউনিয়ন এগোতে চায় কেন! এক সঙ্গে যাওয়াই তো ভালো। মেহনতী মানুষের ঐক্য জিন্দাবাদ। এ শ্লোগান দু দলই দিচ্ছে। কিন্তু ঐক্য কোথায়? ঐক্যের নামে অনৈক্যের বীজ দুপক্ষই ছড়িয়ে যাচ্ছে। সন্টির ইচ্ছে করে লাফ দিয়ে উঁচু জায়গাটায় উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে সবাইকে ডাকে। তারপর বলে ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে ফেল। শ্রমিক ঐক্যের নামে বিভেদ পন্থা, দলবাজী বন্ধ কর। লড়তে হয় তো এক সঙ্গে লড়। সবাই একসঙ্গে। এই কারখানার সব মজদুর এক কাট্টা হও। এ অঞ্চলের সব শ্রমিক এক হও। সারা শহরের সব মেহনতী মানুষ এক জোট হও। সারাদেশের বিপ্লবী শ্রমিকেরা আর সংগ্রামী মানুষেরা এক পতাকার তলে দাঁড়াও। একই ঝান্ডা হাতে নিয়ে এক কাট্টা হয়ে সারা দেশ থেকে সকল শোষণ দূর কর। জোট বাঁধার ফলে উৎপাদন বাড়বে, নতুন নতুন কর্ম সংস্থানের পথ খুলে যাবে। দেশে বেকার থাকবেনা। ভাবতে ভাবতে নিজের ভিতরে একটা বিপুল অগ্নিদাহ অনুভব করে সন্টি। ছুটে যেতে চায় উঁচু জায়গাটার দিকে। কিন্তু বাধা পায়। কে একজন ওর ঘাড়ের জামাটা টেনে ধরে।

'এই শালা মালিকের কুত্তা, কোথায় যাচ্ছিস?'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সন্টি। একজন ষণ্ডা মতো লোক। জামাটা ছেড়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওকে দেখছে। সঙ্গে আরো কজনের সঙ্গে কাজল চ্যাটার্জী।

ঘুরে দাঁড়ায় সন্টি। আপদমস্তক তার জ্বলে ওঠে। 'মুখ সামলে কথা বলুন।'

'আবার চোখ রাঙাচ্ছিস?' আর একজন হুঙ্কার দেয়।

ওপাশে বিক্ষোভ চলেছে। এপাশে সন্টিকে ঘিরে জটলা।

'এ ফেডারেশনের হয়ে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিল। দালালের দালাল!' কাজল

চ্যাটার্জী সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে টিপ্পনী কাটে।

'আপনি কিছু না জেনে যা তা বলছেন। ভাঁওতাবাজী দিয়ে শ্রমিকদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি দালাল হতে পারি কিন্তু আপনারা বেইমান। শ্রমিক আন্দোলনের নামে বেইমানী করে চলেছেন।' গর্জন করে ওঠে সন্টি।

'তবে রে ছুঁচো।' কাজলের হাত ছোটে।

সুকৌশলে সন্টি মাথাটা সরিয়ে নেয়। এদিক সেদিক থেকে দু' পাঁচটা কিল ঘুষি পড়ে সন্টির গায়ে মাথায়। দাঁতে দাঁত ঘষে সন্টি। 'দেখে নেব, তুমি কত বড় ইউনিয়ন সেক্রেটারী।'

আরো কিছু পিঠে পড়ত সন্টির। কিন্তু আরো কজন ছুটে এলো। সন্টি লক্ষ্য করল তাদের মধ্যে ফেডারেশনের লোকও কিছু আছে। তারাই ছাড়িয়ে নিল তাকে।

কারখানার ভিতরে বিক্ষোভ বেড়েই চলছিল। কিন্তু সন্টির আর কোনো আগ্রহ ছিলনা। অপমানের জ্বালায় তার সারা শরীর জ্বলছিল। শ্রমিক ঐক্য! দালাল! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! সব কিছুই তার কাছে নিতান্ত অসার আর হাস্যকর মনে হল। কাজল চ্যাটার্জীর মত লোকের স্বরূপ তার কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে। কাজল চ্যাটার্জী নাকি নেতা! শ্রমিক সংস্থার জাঁদরেল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। শ্রমিক নেতা! ও নাকি আবার কোনো একটা বড় রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট কর্মী। হায় ভগবান! এরা শ্রমিক আন্দোলনের কত যে ক্ষতি করছে কে বলতে পারে। কিন্তু এদের মুখোশ কি খুলবেনা কোনোদিন! সেদিন নিশ্চয়ই আসবে যখন কাজল চ্যাটার্জীর মতো লোক নেতৃত্ব করা দূরে থাক, সাধারণ কর্মী বলেও স্বীকৃতি পাবে না। এদের মতো সুবিধাবাদীদের কোনো রাজনৈতিক দলেই স্থান হবে না। কিন্তু সে দিন কতদূরে! সোনালী দিগন্ত কি শুধুই স্বপ্নের কথা! নতুন ঊষার অভ্যুদয় একি শুধুই কল্পনা!

'শালা!' অসহ্য বিরক্তিতে একটা সিগারেট ধরায় সন্টি। গুলি মারো শালার কারখানাকে! এর চেয়ে ঢের ভালো তার আগের জীবনটা। কাদা সেখানেও আছে। কিন্তু সে শুধুই কাদা। আর এখানে! শালা যত রাজ্যের নর্দমার পাঁক ছড়ানো চারদিকে আর তার মধ্যে কৃমি কীটের মতো সুযোগ সন্ধানীর দল কিলবিল করছে। মেজাজ খারাপ করে কারখানার বাইরে চলে আসে সে।

মোড়ের পানের দোকানটায় দাঁড়ায় সন্টি। কপালটা জ্বালা করছে এখনও। হাত দিয়ে দেখে ফুলে গেছে। রক্তও খানিকটা গড়িয়ে এসেছে। একটু চুন লাগিয়ে নিলে হয়!

পানের দোকানটার বড় আয়নার সামনে সন্টি দাঁড়ায়। একটু চুন নিয়ে থেঁৎলানো জায়গাটায় লাগাতে যায়। আরে ওকে! আয়নায় এ কাকে দেখা যাচ্ছে! বাস স্টপেজের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ও, আর যেন দোকানটার দিকেই

তাকিয়ে আছে। মালতী! তীব্র উল্লাসের শিহরণ বহে যায় সন্টির সারা শরীরে। কিন্তু না। মনকে কড়া ধমক দেয় সন্টি। মালতীই হোক আর যেই হোক, আর নয়। ছেনালীর খেলায় সে তার যাবে না। শিক্ষা তো এতদিনে আর কম হয়নি কিছু।

সন্টি পানের দোকান থেকে সোজা হাঁটতে থাকে বি. টি. রোডের দিকে। খুব জোরে পা চালিয়ে সে যেতে চায়। পারে না। কে যেন একটা ভারী পাথর তার দুটো পায়ে বেঁধে দিয়েছে। অবশ লাগে সারা দেহটাও। খুব ইচ্ছে করে ঘাড় ঘুরিয়ে মালতীকে একবার দেখে নেয়।

কিন্তু ও যে মালতী কে বলল! অন্য কোনো মেয়েও তো হতে পারে যাকে দেখে সে মালতী বলে ভুল ভেবেছে। না, ও মালতীই। এ বিষয়ে সন্টির কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তবে নিঃসন্দেহ হওয়া ভালো। সে থট করে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ঘাড় ঘোরায় সন্টি। কই মালতী? ঐ তো বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েই আছে। চোখটা এদিকেই তো। কিন্তু মালতী তো আরো লম্বা। আরো সুন্দর। আরো ফিটফাট। সন্টি দুপা এগিয়ে যায়। আরো একটু এগোয় সে। কিন্তু আর এগোবার দরকার নেই। মালতী নয়। এ অন্য কেউ। অন্য মেয়ে। মালতী আর আসবে না। সে হারিয়ে গেছে বিস্মৃতিতে। যে মালতী তাকে হাত ধরে আশ্বাস দিয়েছিল নব জীবনের, সে মালতী তার আশ্বাস পূরণ করতে পারেনি। তাই সে মরে গেছে। হারিয়ে গেছে লজ্জায়। কিন্তু মালতী জানত না সত্যিই কারখানার পঙ্কিল জীবনের কথা। তাই না দেখা অন্ধকারকে তার মনে হয়েছিল আলোর ঈশারা। কিন্তু সন্টির কথা ম্যানেজারকে কে জানালো! মালতী ছাড়া তো আর কেউ জানাতে পারে না। মালতী! মালতী! তুমি এত নিষ্ঠুর! তবু তুমি কেন অত মধুর! এত ভালো, আবার এত কুহকিনী-মায়াবিনী! মালতী, তোমার জন্যে তোমার সন্টি যে মরে যাচ্ছে তিলে তিলে। কোথায় তুমি! তাকে বাঁচাবে না!

কারখানার দিকে সন্টি আর গেলনা। যেতে ইচ্ছে করল না তার একটুও। আজ ওখানে চরম বিশৃঙ্খলা, তাই ওখানে তার আজ থাকা দরকার ছিল। ম্যানেজার হয়ত ওকে না পেয়ে ধরে নেবে ও বিক্ষোভের দলে আছে। ধরুক গে! তাহলে তো বাঁচা যায়। ম্যানেজার ওকে তাড়িয়ে দেবে। ছাঁটাই করবে। করুক। সবাই জানবে সে মালিকের পোষা লোক নয়। সবাই জানবে সে খেটে খাওয়া মানুষগুলোর আপন জন। তার চাকরী যাবে তবে কলঙ্ক ঘুচবে। বুকের রক্ত দিয়েও যদি জীবনের কালি মোছা যায় তবুও তো জীবন সফল। জীবনের একটা তাৎপর্য বোঝা যায় তাহলে। এ ভাবনাটাই সন্টিকে কারখানা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল অন্য দিকে।

সারাটা দুপুর আর বিকাল সন্টি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াল। কেমন

একটা অস্বস্তিকর অস্তিত্বের মধ্যে সে যেন বাস করছে। তার অনুভূতিগুলো যেন ধোঁয়া ধোঁয়া রোম ওঠা একটা জীবনের হতাশার প্রকাশ। তার নিজের দেহটাও যেন পচা গলা। এখানে ওখানে গলে পড়ছে তার শরীরের মাংসগুলো। সঙ্গে মরে হেজে যাচ্ছে তার জীবন তিয়াসা। ভালোবাসতে চেয়েছিল সে জগৎ-টাকে। বাঁচতে চেয়েছিল সুস্থভাবে। চারদিকের আবর্জনার স্তূপকে দুহাতে সরিয়ে সবল পেশীর আকুঞ্চনে সে জয় করতে চেয়েছিল অমর্ত জীবনকে দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে সে চেয়েছিল তার অন্নের অধিকার। ভালোবাসতে চেয়েছিল সমস্ত সত্তা দিয়ে আর একটি প্রাণকে। কিন্তু সব দিক দিয়েই তার স্বপ্ন ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। খান খান হয়ে যাচ্ছে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু জীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানি তার একসময় সত্যিই ধুয়ে যাচ্ছিল অঞ্জনা নদীর স্পর্শে। নদী! হ্যাঁ সে সত্যিই নদী। অঞ্জনা নদীর মতই সে সুখদায়িনী প্রশান্তি। তেমনই স্বপ্ন মুখর। তার মৃদু স্রোতের শান্ত ছোঁয়ায় অঙ্গ শীতল হয়ে যায়। সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। কিন্তু কপালে সুখ সহ্য হল কই! অঞ্জনা নদীই একদিন মধ্যাহ্নের প্রশান্ত বৈরাগ্য ভুলে অপরাহ্নের ঝঞ্ঝাঘাতে উর্মি-মুখরা হয়ে উঠল। হিমানী গলা জলস্রোত একসঙ্গে পাহাড় ধ্বসিয়ে নেমে এল প্রলয় বন্যায়। শান্ত তিস্তা হঠাৎ ভয়ঙ্করী হয়ে উঠল। গর্জে ফুঁসে উঠল জলঢাকা আর রায়ডাক। তোরসার কূলভাঙ্গা বন্যা জীবনের শান্ত ছবিকে ডুবিয়ে তছনছ করে দিল সব কিছু। সেই অঞ্জনা নদী, সেই তিস্তার প্লাবন সবই সে দেখেছে একটি মানুষের মধ্যে। সে আর কেউ না মালতী কংকরিয়া। কোনো এক স্থূলবপু মাড়োয়ারী শেঠের সুন্দরী ছলনাময়ী বারনারী।

ভাবতে ভাবতে সন্টির মন উন্মাদ হয়ে উঠল। না, সে যাবে মালতীর কাছে। সর্বনাশী তিস্তা আজো কূল ভেঙ্গে যাচ্ছে, নাকি কোনো অজানা যাদু-করের মোহাঞ্জনে রূপ পাল্টে আবার অঞ্জনা হয়ে গেছে তা দেখে আসতে হবে। যদি আজো তিস্তা প্রলয় নর্তনে সব ভেঙ্গে চুরে চলে তবে বজ্র মুঠিতে তার গলা চেপে ধরতে হবে। চিরকালের মতো ছলনার খেলা শেষ করে দিতে হবে। নইলে শান্তি-শৃঙ্খলা কোনো দিনও যে আসবে না। নতুন উপনিবেশ আবার প্রলয়ের অতলে হারিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে কোন একসময় সন্টি বাসে চড়ল। তারপর দেওদার স্ট্রীটের আঁকা বাঁকা পথ ধরে হাজির হল মস্তবড় ফ্ল্যাট বাড়ীটায় যেখানে আছে তার অচিনপুরের ঘুমন্ত রাজকন্যা অথবা হিংস্র বিষাক্ত এক কাল নাগিনী।

'মালতী কংকরিয়া' নাম লেখা দরজাটার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল সন্টি। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। একটু ইতস্তত করল। ফিরে যাবে নাকি! বুকের ভিতরে পাষাণভাব বোধ হল। এক সময় যন্ত্রচালিতের মতো কলিংবেলের বোতাম চেপে ধরল।

একটু অপেক্ষা। দরজা খুলে গেল। রাণীর মা। দুচোখে তার বিস্ময়।

সঙ্গে অনুকম্পা ! ঘৃণা ! অন্য কিছু !

'মালতী ? মালতী আছে ?' সন্টির ব্যগ্র প্রশ্ন ।

'না । মা বাড়ীতে নেই ।'

'নেই ? কোথায় গেছে ? কখন ফিরবে ? অপেক্ষা করব নাকি !' সন্টি একগাদা প্রশ্ন একসঙ্গে করে নিজেই লজ্জিত হয় ।

'মা তো কলকাতায় নেই ।'

'কলকাতায় নেই ! কোথায় গেছে ? কবে ?'

'মা বোম্বে গেছে আজ দিন বারো চোদ্দ হল ।'

'বোম্বে ! কেন ? কার সঙ্গে গেছে ?'

'অত জানিনা বাপু । বোধহয় বাবুর সঙ্গেই গেছে ।'

'কবে ফিরবে জানো কিছু ?'

'না । কিছু বলে যায়নি ।'

সন্টি আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনা । বুকের ভিতরটা খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে । শ্লথ পা ফেলে নামতে চায় ।

'একটু দাঁড়ান । মা বলে গেছে আপনি এলে আপনার ঠিকানাটা নিয়ে রাখতে ।'

সন্টির মুখটা একটু যেন উদ্ভাসিত হয় । মালতী তার ঠিকানা চেয়েছে ! সে কি জানতো এতদিন পরে সন্টি তার কাছে আবার আসবে !

'ঠিকানা ! ঠিকানা কি হবে !' পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে তার দমদমের বস্তীর ঘরের ঠিকানা লেখে । 'ঠিকানা দিলাম । মা এলে যেন একটা খবর পাঠায় । একটা পোস্টকার্ডে খবর দিলেই হবে ।'

সন্টি সিঁড়ি দিয়ে নামে । মালতী কি তার ঘরে আসবে ! ওর না আসাই ভালো তার বস্তীর ঘরের দরজায় । এলেই তো লজ্জা । দৈন্যের লজ্জা । ভিখারীত্বের লজ্জা । তাই মালতীর আসা উচিত নয় । ও নিশ্চয়ই আসবেনা । ঠিকানা দেখেই বুঝবে বস্তীবাড়ী । না আসুক । কিন্তু এলে যেন বেশি ভাল লাগবে । সন্টির হঠাৎ খেয়াল হয় । সে দিবাস্বপ্ন দেখা শুরু করেছে ।

রাস্তায় নেমে সন্টি এদিক ওদিক ঘোরে । কোথায় যাবে ! পুরোনো আড্ডায় ? যাই ওদিকটা একবার ঘুরে আসি । ওখানের সঙ্গেই তো নাড়ীর সম্পর্ক । পায়ে পায়ে সন্টি চলে আসে লোকপ্রিয়র পাড়ায় ।

একটা কালো প্যান্টের সঙ্গে ক্যাটকেটে হলদে রংএর পাঞ্জাবী পরে প্যান্টা দাঁড়িয়েছিল । পা দুটো খানিক ফাঁক করা । বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে কতকগুলো টিকিট আলতো করে ধরে রাখা । তাকে দেখেই সন্টির বেজায় ভাল লাগল । পিছন থেকে কাঁধের উপর দুম করে একটা খুশীর ঘুষি লাগাল ।

চমকে মুখ ফেরায় প্যান্টা । 'আরে গুরু, তুমি যে ! হঠাৎ কোথা থেকে !'

কথার উত্তর দেয়না সন্টি । প্যান্টাকে দেখে তার খুব ভালো লাগছে । মনে

হচ্ছে অনেক দিন পরে যেন হারিয়ে যাওয়া আপন জনকে আবার ফিরে পেয়েছে। মুচকি হাসে সে।

'কথা বলছনা কেন, ওস্তাদ? এত হাসিরই বা কি আছে? বিয়ে সাদী করেছ নাকি? সেই ছুঁড়ীটার খবর কি? তাকেই লটকেছ তো?'

'নারে না, বিয়ে ফিয়ে করিনি। আমাদের কেউ বিয়ে করে নাকি রে!'

মাথা নাড়ে প্যাণ্টা। 'তবে তুমি কোথায় ডুবে ছিলে, মাইরী? শালা বহুৎ দিন তুমি নিখোঁজ ছিলে।'

'তুই নিজেও তো ছিলিনা। এখন বাৎ ঝাড়ছিস বড়। তোকে নাকি পুলিশে ধরেছিল?'

'হ্যাঁ, ওস্তাদ। শ্বশুরবাড়ী ঘুরে এলাম কদিন। পকেট কাটতে গিয়ে ফেঁসে ছিলাম। শালা গুলেটার জন্যই তো! তা তুমি এ খবর জানলে কোথা থেকে?'

'মাঝে এসেছিলাম একদিন। তোদের সঙ্গে থাকব বলে।' পরম প্রীতিতে সন্টি হাসে। 'গুলের খবর কি? সেটা কোথায়?'

'একটু ঠারো গুরু। গুলেও আসবে! ওরা এখন একটু ডিউটিতে আছে।'

'ডিউটি! কিসের ডিউটি?'

'আর বোলোনা মাইরী। তোমায় দেখে গুলে ার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শালা প্রেম করবার ধান্দায় আছে।'

'কার সঙ্গে গুলে আবার প্রেম করছে?'

'শালা কলেজে পড়া ফাস্টোক্লাশ জিনিস। কড়া মাল। তিলক লেনের এব ডাক্তারের মেয়ে।'

'ঢপ দিচ্ছিস? অমন মেয়ে কেন গুলের সঙ্গে প্রেম করতে যাবে! ওদের জন্য কত টুকটুকে ছেলে আছে যাদের বাপের পয়সার খাকতি নেই।'

'এ্যাই দেখ, গুরু, তুমি কদিনেই চেঞ্জ মেরেছ! খবর রাখছ না। আজকাল কার ছুঁড়ীরা আমাদের মত মস্তান পছন্দ করে বেশি। ওদের কাছে আমরা নাকি আসল হীরো। এসব তুমি জানোনা?'

'বাজে কথা বলিসনা, প্যাণ্টা। জীবনটা হিন্দী ফিলিম নয়। আর তাছাড়া আমায় তুই প্রেম বোঝাবি?'

'মাফ করো, গুরু। শালা প্রেমের ব্যাপারে তুমি সবাইকে টেক্কা দিয়েছ। তবে আমি যা বলছি তা বিলকুল সত্যি।'

'কচু সত্যি। দেখবি এসব মেয়েরা তোদের মতো ছোঁড়াগুলোকে শুধু খেলাবার জন্য এমন করছে।'

প্যাণ্টা মানে না। মানতে চায় না।

খানিক পরে একসঙ্গে গুলে আর বিলে হাজির হয়। সন্টিকে দেখে দুজনেই অবাক। প্রচণ্ড খুশী। দুজনে দুদিক থেকে ওকে টানাটানি করে। 'চলো

ওস্তাদ, এক পাত্তর টেনে আসি।'

সন্টি মাথা নাড়ে। 'না ওসব পাত্তর ফাত্তর চলবে না। তার চেয়ে চা খাওয়া।'

সন্টির কথা শুনে তিনজনেই অবাক। 'শালা গুরু, মাজাকী করছ? মালের বদলে চা! এ যেন সুন্দরী ডবকা ছুঁড়ী ফেলে গুরুঠাকুরের হিতোপদেশ শোনা। তার চেয়ে বুকে চাকু চালাও সহ্য হবে।'

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সন্টির ইচ্ছারই জয় হল। চারজনে গিয়ে বসল একটা চায়ের দোকানে। চার কাপ চায়ের সঙ্গে গরম কাটলেট খেতে খেতে ওদের কথা চলতে লাগল। নানা কথা। নিজেদের সুখ দুঃখের কথা। সন্টি তার নতুন অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান সব আস্তে আস্তে বলে গেল। জানাল শ্রমিক আন্দোলনের কথা, তার ধারা। সে যা দেখেছে, বুঝেছে সবই এক সময় বলল। হাল্কা রসিকতার মধ্যে যে আনন্দ আসর বসেছিল এক সময় তা হৃদয় বেদনার গভীর গম্ভীর আলোচনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

গভীর হতাশায় গুলে প্রশ্ন তুলল, 'আচ্ছা, গুরু, তুমি তো অনেক জেনেছ। বলত, আমাদের বাবা-মা গরীব, খুব গরীব, কিন্তু এছাড়া আমরা কি দোষ করেছি যার জন্য আমাদের চিরকাল সকলের তলায় থাকতে হবে?'

'আচ্ছা, সন্টিদা, আমরাও তো লেখাপড়া শিখে চাকরী বাকরী করতে পারতাম।' প্যাণ্টার জিজ্ঞাসা।

'এমন ব্যবস্থা কি সরকার বা আর কেউ করতে পারেনা যাতে গরীবরাও ভদ্র-ভাবে বাঁচবার সব সুযোগ পায়?' বিলে শুধোয়!

সন্টি মাথা নাড়ে। 'না, এমন কিছুই এখন হবে না।'

তার মনে পড়ে নয়নাংশুর কথা। নয়নাংশু ওদের সঙ্গে কাজ করে। ফেডারেশনের হয়ে কথা বলে। অনেক বই টইও পড়ে। সে এক নির্জন সন্ধ্যায় সন্টিকে অনেক কথা বলেছিল। নতুন নতুন কথা। নানা দেশের কথা।

'জানো, সন্টি, কোনো বুর্জোয়া ব্যবস্থাতেই সব মানুষের সার্বিক উন্নতি হতে পারে না! বুর্জোয়া অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য থাকে পুঁজিপতিদের একচেটিয়া অধিকার রক্ষা করা। শাসন ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই সেখানে কায়েমী স্বার্থের তল্পী বওয়া।'

সন্টি হাঁ করে তাকিয়েছিল। নয়নাংশু ওর চোখের ভাষা পড়তে পেরেছিল বোধহয়। তাই সে আরো সহজ করে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। সব কথা সন্টি ভালো বুঝতে পারেনি। যেটুকু বুঝেছিল তাও বোধহয় এখন আর মনে নেই। শুধু এটুকু মনে পড়ছে নয়নাংশু এমন একটা অবস্থার কথাই বলেছিল যখন সব মানুষই বাঁচবার অধিকার সমানভাবে ভোগ করবে। ধনী আর নির্ধনে এমন তফাৎ থাকবে না যাতে একদিকে ঐশ্বর্যের ইমারৎ উঠে যাবে ক্রমাগত আর

একদিকে জন্মলগ্ন থেকে বাঁচার নামে তিলে তিলে মৃত্যু বিভীষিকা দেখাবে।

আজকে এইখানে পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে বসে সন্টির মনে মনে বারবার একটা প্রশ্নই জাগছে। তাদের মতো হতভাগাদের, সমাজের অন্ধকার কোণের জীবদের কি কোনদিনই আলোয় আসা সম্ভব নয়! যে একবার পাঁকে জন্মেছে সেকি পাঁকের বাইরে উঠে আসতে পারবে না! ভগবানের সুন্দর সৃষ্টিতে যদি পঙ্কজ পদ্ম হতে পারে, মানুষের সমাজে তা সম্ভব নয় কেন? নয়নাংশুর কথা মতো যে অবস্থা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে সে অবস্থা আসছে না কেন! সে অবস্থা প্রতিষ্ঠায় দরকার আপোষহীন সংগ্রামের। অনেক লড়াই আর ত্যাগের বন্ধুর পথেই সমাজবাদী সাম্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বিপ্লবের আগুনেই নাকি সে পরিস্থিতির মহান অভ্যুদয়। তবে জ্বলে উঠছে না কেন পবিত্র যজ্ঞাগ্নি! প্রয়োজনে তারা সবাই লড়বে, মরবে। মরবে নতুন করে বাঁচার জন্য। কিন্তু সে পূতাগ্নি জ্বালাবে কে? কবে? কোথায়? কই সেই সাগ্নিক হোতা? সন্টি উত্তর জানে না।

তবু সন্টি আশার কথা শোনায়। বন্ধুদের বলে পৃথিবীর নানা প্রান্তে নাকি এমন সমাজ স্থাপিত হয়েছে যেখানে সামাজিক শোষণ অনেকখানি দূর হয়েছে। সেখানে কেউই অস্পৃশ্য হয়ে জন্মায় না। সকল শিশুর জন্ম হয় সে সব দেশে একই ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী হিসাবে। এ দেশেও হবে একদিন। নিশ্চয়ই হবে। সবাই মুখ ফেরায়। সন্টি, বিলে প্যাণ্টা, গুলে। ঘাড় ঘুরিয়ে সবাই যেন নতুন দিগন্তে ঊষার আবির্ভাবকে স্বাগত জানায়। দেখতে পায় বিপ্লবের লাল আগুনের পিছনে সোনালী সকাল, উজ্জ্বল সকাল, মধুর ভবিষ্যত।

সন্ধ্যার পর সেদিন নিজের ঘরে ভাঙ্গা খাটিয়াটার উপর চিৎ হয়ে শুয়েছিল সন্টি। মাথাটা হাতের উপর রাখা। চোখ দুটো বস্তী ঘরের টিনের ছাদের উপর নিবন্ধ ছিল। শুয়ে শুয়ে সন্টি ভাবছিল নিজের কথা, কারখানার কথা। কারখানা বন্ধ হতে চলেছে। ফেডারেশন কাজ বন্ধের ডাক দিয়েছে। ওদিকে ইউনিয়নও স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছে। দুপক্ষই তৈরী হচ্ছে। উদ্দেশ্যও এক। ছাঁটাই চলবে না। শ্রমিকের মজুরী বাড়াও। অন্যান্য সুবিধা দাও। কিন্তু সব থেকে দুঃখ আর হতাশার কথা একসঙ্গে ওরা এগোচ্ছে না। এক সঙ্গে দাবীপত্র পেশ করেনি। একসঙ্গে ধর্মঘটের ডাকও দিচ্ছেনা। ফেডারেশন যেদিন থেকে ধর্মঘট ডেকেছে ইউনিয়ন সেদিন কাজ চালাবে বলেছে। ওরা আরো পরে ধর্মঘট চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রোজই মিটিং হচ্ছে দুপক্ষের। বিক্ষোভ হচ্ছে কারখানার ভিতরে বাইরে। দুদলই শ্লোগান দিচ্ছে শ্রমিক ঐক্যের কিন্তু নিজেদের সভায় কিংবা বিক্ষোভে অপর সংস্থার নিপাত যাওয়ার ধ্বনি তুলেছে। দুই শক্তিমত্ত পক্ষ রণ হুংকার তুলছে। সন্টি বুঝতে

পারছে শেষ পর্যন্ত কারো লাভ হবেনা। দুদলই মার খাবে আর সব থেকে ক্ষতি-গ্রস্ত হবে সাধারণ শ্রমিকরাই। অনেকের চাকরী যাবে কারখানায় ধর্মঘট হলে। কানাঘুষায় সে শুনেছে ধর্মঘট হবার আগেই মালিক পক্ষ লক আউট ঘোষণা করবে। দরকার হলে তারা অনির্দিষ্টকাল কারখানা বন্ধ করে দেবে। সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে তারা কারখানা পুরো বন্ধ করে দেবে অথবা বেচে দেবে। না হলে এখান থেকে কারখানা তুলে নিয়ে যাবে অন্য কোথাও। ওদের তো কোনো অভাব নেই। মরবে কারখানার লোকগুলো। আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে। সন্টিও ব্যতিক্রম হবে না। ওর ও কাজ যাবে।

যাকগে কাজ। সন্টি নিজের জন্য ভাবেনা। কাজ গেলে তার দুঃখ নেই। বরং কারখানার দুর্গন্ধের থেকে সে মুক্তি পাবে। নিজের যে পরিচয়ে সে ওখানে রোজ হাজিরা দিচ্ছে তাতে তার রোজই ইচ্ছে করে অন্য কোথাও চলে যেতে। কিন্তু কোথায় যাবে? আর কোথাও না হোক তার ফেলে আসা জীবিকাটাতো আছে। সেখানে তার বন্ধু, এককালের সহকর্মীরাও আছে। সন্টি ফিরে গেলে ওরা ওকে আবার গুরু বলে মাথার মণি করে রাখবে। বরং ওখানে পুরনো বন্ধুদের সাহচর্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। সহজ সরল ওদের সম্পর্ক। পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই কারো। নেতৃত্বের দাবী নেই একজনেরও। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে প্রাত্যহিক বচসায় লিপ্ত হয়না কেউ। হ্যাঁ, সন্টি ওদের মধ্যেই ফিরে যাবে। ঐ বিলে, প্যাণ্টা, গুলে ওরাই ওর একান্ত আপন-জন। এখানে এই কারখানার পূঁতিগন্ধময় নরকে আর সে থাকবে না।

সন্টির ভাবনার সূত্র ছিন্ন হল। দরজার বাইরে কার যেন গলা পেল। কে যেন কাকে ওর বাড়ী চিনিয়ে দিচ্ছে। তারপরই ওর ভেজানো দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

'কে?' শুয়ে শুয়েই সন্টি প্রশ্ন করে।

আবার মৃদু করাঘাত। এবার যেন আরো একটু জোরে।

বিরক্তির সঙ্গে সন্টি উঠে পড়ে। ঘরের কোণায় রাখা হ্যারিকেনের আলোটা একটু উস্কে দেয়। আলো হাতেই দরজা খুলে দেয়।

'কে? কে?' সন্টি যেন ভূত দেখে।

আগন্তুক কথা বলেনা। ঘরের মধ্যে একটু এগিয়ে আসে। মুখের অনেকটাই ঘোমটায় ঢাকা তার।

'মালতী! মালতী, তুমি এখানে? হঠাৎ! আমায় খবর পাঠালে না কেন!'

মালতী কথা বলেনা। নীরব হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তোলে।

ওর চেহারা যেন আরো একটু ভালো হয়েছে। গায়ের রংটা অনেক বেশি উজ্জ্বল লাগছে। প্রসাধন আর বসনে সংযম তাকে আরো সুন্দর করেছে। উগ্র রূপে সমাহিত ভাব স্পষ্ট।

অনেক দিন পরে মালতীকে দেখে সন্টির ভালো লাগে খুব। আরো ভালো

লাগছে মালতী নিজেই তার ঘরে হাজির হয়েছে দেখে। কিন্তু একি বিশ্বাস্য! একি সম্ভব! সন্টি কথা বলতে পারেনা অনেকক্ষণ। একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্যের অবতারণা দেখে তার হঠাৎ মনে হয় সে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের মধ্যেই একটা মধুর অসম্ভব স্বপ্ন দেখছে সে। স্বপ্নের মধ্যেই তার কল্পনার মানসী হাজির হয়েছে সহাস্য মূর্তিতে।

'কি শুধু চুপ করেই থাকবে? বলবেনা কিছু?' মালতী কথা বলে। এতক্ষণে মুখের ঢাকা সরায় সে।

তাহলে সত্যিই সে স্বপ্ন দেখছে না, সন্টি ভাবে। নাকি স্বপ্নের ঘোরে কথা-বার্তাও চলছে!

'সত্যিই কি তুমি মালতী?' স্বপ্নের মধ্যেই যেন সন্টি পথ হাঁটছে।

'মালতী নাতো কে আবার? হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার মালতী জলজ্যান্ত তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে। মরে ভূত হয়ে তোমার কাছে এসেছি ভাবছ নাকি?' খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে মালতী।

'ভূত যে নও তাতো দেখতেই পাচ্ছি!' সন্টির যেন ঘুম ভেঙ্গে যায়। ভূত হলেই বোধহয় ভালো হতো। মনে মনে বিড় বিড় করে সন্টি। আবার তোমার মালতী! ঢং হচ্ছে কেমন? এবার আবার কোন নতুন খেলা শুরু করবে সুন্দরী!

'তুমি হঠাৎই! এখানে! এতদিন পরে!'

'তুমিই তো আসতে বলেছ এখানে।'

'আমি?'

'হ্যাঁ। তুমিই তো এখানকার ঠিকানা রাণীর মাকে দিয়ে এসেছ।'

'সে আমায় চিঠি দেবে বলে। কিন্তু সে কথা পরে। এখন তোমাকে এখানে কোথায় বসতে দিই বলতো।' সন্টিকে বিব্রত দেখায় খুব।

'কেন এইতো দিব্যি বিছানা পাতা আছে।' ভাঙ্গা খাটিয়াতে ময়লা বিছানার উপর চেপে বসে মালতী। 'একটু চা খাওয়াতে পারবে? তোমার এখানে নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা নেই।'

'তা নেই। কিন্তু তার জন্য আটকাবে না। আমি তোমায় চা খাওয়াতে পারব।' সন্টি দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

'আর শোনো—' মালতী আবার ডাকে, 'রাত্রে কিছু খাবার ব্যবস্থাও কোরো।'

'সেকি!' প্রায় আঁৎকে ওঠে সন্টি।

'অবাক হচ্ছ বুঝি? অবাক হবার তোমার এখনও অনেক কিছু বাকি আছে তবে সেটা পরে। আপাতত চা আর রাত্রে খাবারের ব্যবস্থা করো।'

মালতী কাৎ হয়ে বসেছিল। এবার আরাম করে খাটিয়াটার উপর পা দুটো তুলে নেয়।

সন্টির এবার মনে হল সে সত্যিই স্বপ্ন দেখছে। এমন একটা মধুর স্বপ্ন সত্যি না হওয়াতে তার দারুণ রাগ হল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাত পা ছোঁড়ার ভঙ্গীতে সে এবার শরীরটাকে নাচিয়ে নিল। খিল খিল করে মালতী হেসে ফেলতেই তার সম্বিৎ ফিরল।

'কি হল? ঘোড়ার মতো হাত পা ছুঁড়ছ কেন?'

'ভাবছিলাম আমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি। সত্যিই স্বপ্ন দেখছি নাতো?' নিজের হাতে চিমটি কাটতে কাটতে সন্টি বলে।

এবার মালতী হাসেনা। মুখটা ওর প্রথমটা গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর অসম্ভব করুণ একটা গোপন ব্যথার আবেশ ওকে আবিষ্ট করে ফেলে। সন্টি লক্ষ্য করেনা মালতীর মুখ ভাব। একটা অপরূপ পুলকে সে ছুটে যায় বাইরে চা আর রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে।

খানিক পরে সন্টি যখন ফিরল মালতী তখন সন্টির বিছানাটায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সন্টির ঘরে ঢোকার শব্দেও সে ফিরে তাকালনা।

'কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

সাড়া দেয় না মালতী। সন্টি দেশলাই বাকস থেকে একটা কাঠি বার করে আলগোছে ওর কানে সুড়সুড়ি দেয়।

'এই কি হচ্ছে?' ধমক দেয় মালতী। 'দুষ্টুমি না করে এখানে বোসো তো লক্ষ্মী ছেলে হয়ে।'

সন্টি বসতে গিয়েও বসেনা। 'দাঁড়াও, চা এসে গেল বলে।'

মোড়ের চায়ের দোকানের ছেলেটা দুটো গ্লাস আর কেটলী হাতে ঘরে ঢোকে। শালপাতার ঠোঙ্গায় সন্টি মিষ্টি আর সিঙ্গাড়া আগেই এনেছিল। সেগুলো পাতায় করে সাজিয়ে ধরে মালতীর সামনে। একটা গ্লাসে চা ঢেলে এগিয়ে দেয় মালতীর দিকে। দ্বিতীয় গ্লাসটা তুলে চুমুক দেয় হাল্কাভাবে।

'এবার বলো।' খানিকটা সিরিয়াস হবার চেষ্টা করতে চায় সন্টি।

'কি বলব?'

'তোমার কথা।'

'আমার কথা! সে আর নতুন কি আছে? কলকাতায় ছিলাম না বেশ কিছুদিন। বোম্বে পুনা সব ঘুরে এলাম। খুব সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো।'

'হঠাৎ ওদিকে গেলে? মোটুর সঙ্গেই তো!' একটা আক্ষেপের শব্দ করে সন্টি।

'হ্যাঁ মোটুর সঙ্গেই বিজনেস ট্যুরে।'

'সে আবার কি?' সন্টি ঠিক বুঝতে পারেনা।

'মোটু গিয়েছিল তার ব্যবসার জন্য। আমিও সঙ্গে গেলাম ঘুরে আসতে। বুঝলে কিছু হাঁদারাম?'

বাইরে পুরুষ কণ্ঠের ডাক শোনা গেল। 'সোনৎবাবু ঘরমে হ্যায়।'

'কে ?' সন্টি উঠে বাইরে যায়।

রামযশ দাঁড়িয়েছিল দরজার ওপাশে।

'আরে রামযশ ? তুমি হঠাৎ ?'

'এ সোনোৎ। ম্যানেজার সাব তুমকো বুলায়া।' রামযশ গম্ভীরভাবে বলে।

'আমাকে হঠাৎ ডেকে পাঠাল ম্যানেজার সাহেব ! কেন, ব্যাপার কি ?' সন্টি উদ্বিগ্ন হয়।

'সে তুমি দেখা হোলেই মালুম হোবে।' ট্যারচাভাবে রামযশ সন্টিকে দেখে। কাল রাত আটটার সোমোয় তুলসীদাসবাবুর আলিপুরের মকানে হাজির হোবে জরুর। উখানেই ম্যানেজার সাব থাকবে।'

'আবার মালিকের বাসায় ডাকছে কেন ?' সন্টিকে আরো উদ্বিগ্ন লাগে।

'তাতো হামি ঠিক জানেনা ! ম্যানেজার সাব তুমায় যা বোলতে বোলল হামি তাই বলল।' রামযশ মুখটাকে কঠিন করে।

'ভেঙ্গে বলোনা ভাই, কি ব্যাপার ?' সন্টি রামযশের হাত ধরে ফেলে।

রামযশ ওকে দেখে একটুক্ষণ। 'আরে বুদ্ধু, ইটাও সমঝালিনা ! তুমহার হাত কেতো পাকা তার পোরীক্ষা দিবার সোমোয় আসিয়েছে বুধহয়। তাই তলব পাঠিয়েছে।'

'হাত পাকা ! তার মানে কি ! আমি তো কিছুই বুঝছি না। আরো একটু খোলসা করো ভাই, রামযশ।' সন্টি আবার অনুনয় করে।

এবার ক্রুদ্ধ হয় রামযশ। 'সোনোৎবাবু, বেশি ওস্তাদী করিওনা। রামযশ সোব জানে। ম্যানেজার তুমহাকে খামোকা বুলাবেনা। তুমি জানো জরুর ! কাম ছাড়া তুমাকে ফালতু বুলাবে কেনো ?' রামযশের মুখটা অসম্ভব ক্রূর লাগে। সন্টি কিছু বলতে যাচ্ছিল। বলা হলনা।

'হামি চললাম। কাল আটটায় সাঁঝের বেলা জরুর হাজির হোনা।' রামযশ চলে যায়।

বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সন্টি। ম্যানেজার তাকে মালিকের বাড়িতে ডেকেছে। কেন ! তার হাত কতো পাকা তার পরীক্ষা নেবার জন্য। কিসের পরীক্ষা ! কাজের ! তা যদি হবে তবে তো কারখানাতেই তা করা যেত। কিন্তু ডাক তো সেখানে পড়েনি। ডাক পড়েছে খোদ মালিকের বাড়ীতে !

আচম্বিতে সন্টির পুরোনো কথা সব মনে পড়ে গেল। ম্যানেজার তাকে একদিন ডেকে কি বলেছিল তাও মনে পড়ল হুবহু। মুহূর্তে ওর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। পা দুটো এত টলা শুরু করল যে ওর মনে হল ও বুঝি পড়ে যাবে।

সনৎ মুখার্জীর ডাক আসেনি। এসেছে সন্টি গুন্ডার ডাক—যে সন্টি বোমা ফাটাতে, চাকু চালাতে, আগুন দিতে বড়ো ওস্তাদ। একটু আগের স্বপ্ন

সৌধের ভিত্তি তৈরী হতে না হতেই কলঙ্ককর অতীত এসে সব কিছু তছনছ করে দিল। নতুন করে বাঁচা সন্টি মুখাজীর পক্ষে আর সম্ভব নয়। অন্ধকার আবর্তের বাইরে আসার সকল আর্তি তার ব্যর্থ, মিথ্যে। আলোর হাতছানিই তার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ। নইলে তো নিঃশ্ছিদ্র অন্ধকারে সে নিশ্চিন্ত জীবন কাটাচ্ছিলই। আলোর ঈশারা মৃগতৃষ্ণিকার যন্ত্রণায় তাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে দিচ্ছে শুধু।

বিদ্যুতের মতো একটা আশংকার কথা সন্টির মনে হয়। এক মুহূর্তে তার সকল বেদনার কান্না বিষ হয়ে ওঠে। চকিতে সে বিষের দংশন যন্ত্রণা ওর সারা দেহ মনে তীব্র হলাহল ঢেলে দেয়। প্রচণ্ড হতাশার ভয়ঙ্কর বিক্ষোভে সমস্ত আক্রোশ কেন্দ্রীভূত হল মালতীর উপর যে নিশ্চিন্তে তারই ঘরে তারই বিছানায় শুয়ে আছে। ঢং! সন্টির শুধু মনে হল বিষাক্ত কালনাগিনী নতুন-তর বিষের দংশনে তাকে উন্মাদ করার জন্যই আজ মোহিনী বেশে তার ভাঙ্গা বস্তীর ঘরে হঠাৎ উদিত হয়েছে। এও সেই শয়তানীর আর এক চক্রান্ত। নইলে এতদিনে যার কোনো দেখা নেই, যে উপপতির সঙ্গে হিল্লী দিল্লী ফূর্তি মেরে বেড়াল, সে হঠাৎ কি মতলবে খুঁজে খুঁজে দমদমের পূতিগন্ধময় নরকে নাক সিঁটকে এলো। আর শুধু এলোনা, হুকুম করল চা দাও, রাতের খাবার দাও। যেন কত যুগের প্রেমের বাতি জেবলে বসে আছে তার জন্য তার নাগর।

এক লহমায় সমস্ত ব্যাপারটা সন্টির কাছে দিবালোকের মতো: পরিস্ফুট হয়ে উঠল। সে বুঝল মালতীর আগমন নেহাৎ কাকতালীয় নয়। প্রেমের তাড়নায় নয়। ওর আগমন পূর্ব পরিকল্পিত, স্বেচ্ছাকৃত ও কোনো বিরাট সর্বনাশের চেষ্টা-চক্রান্তের অংশ বিশেষ। কিন্তু সন্টিও ছাড়বেনা। সে আজ বদলা নেবে। রামযশ বলেছিল ম্যানেজার নাকি সন্টির হাত কত পাকা তার পরীক্ষা নেবে। হ্যাঁ, সে পরীক্ষাই দেবে। তবে ম্যানেজারের সামনে নয়। এখানে, এক্ষুণি। এমন পরীক্ষা দেবে যে সারা জন্ম ধরে ম্যানেজার আর তার হারামি মালিক তুলসী দাস এ কথা ভুলবেনা। একটা দৃঢ় সঙ্কল্পে সন্টির মুখ কঠিন হল, ভয়ঙ্কর হল।

সন্টি যখন ঘরে ফিরে এলো তখনও মালতী কাৎ হয়ে শুয়ে।

'কে এসেছিল?' সন্টির দিকে না ফিরেই সে বলে।

'রামযশ।' কঠিন গলা সন্টির।

'সে আবার কে?'

'আমাদের কারখানায় কাজ করে।'

'ও।' সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে মালতী। একটু চুপচাপ। মালতীই আবার জিজ্ঞাসা করে, 'ও এসেছিল কেন? কি বলছিল?'

'ম্যানেজার দেখা করতে বলেছে। তাই বলতে এসেছিল।' সন্টি সুতো ছাড়ছে এবার। দেখবে মালতী ধরা পড়ে কিনা।

'এ কথা তো কারখানায় বলতে পারত। বাড়ীতে এসে বলল কেন? কারখানার সময়ের আগেই দেখা করতে বলেছে বুঝি?'

'না, কাল রাত আটটায় তুলসীদাস বাবুর বাড়ীতে।' সন্টি খুব আস্তে আস্তে বলে।

এবার মালতী উঠে বসে। সন্টির দিকে মুখ ফেরায়। 'কারখানার অবস্থা এখন কেমন! ওখানে গণ্ডগোল নেই তো কিছু?' খুব শঙ্কিত লাগে ওকে।

মনে মনে হাসে সন্টি। পথে এসো বাছা। 'কারখানার অবস্থা খুব খারাপ। শ্রমিক অশান্তি খুব বেড়েছে। ধর্মঘট, লকআউট সব কিছুই হতে পারে যে কোনো সময়।'

মালতী এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সন্টির খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর ডান হাতটা চেপে ধরে। নিজেকে সন্টির বুকের কাছাকাছি নিয়ে যায়। 'না, গোলমালের মধ্যে তুমি যাবেনা। কোনো গোলমালেই না।' মালতী সন্টির বুকে মাথা রাখে।

এক সেকেণ্ড। এক ঝটকায় সন্টি মালতীকে দুহাতে ঠেলে দেয়। টাল সামলাতে না পেরে মালতী পড়ে যায়। সন্টি ভ্রূক্ষেপ করেনা।

'অনেক ছেনালীপনা করেছ। আর কেন? এবার ক্ষ্যামা দাও। তোমার মুখোশ অনেক আগেই আমার কাছে খুলে গেছে।' ভয়ঙ্কর অজগর হিসহিস করে ওঠে।

মেঝের উপর মালতী পড়েই থাকে। ওর খুব লেগেছে বোধহয়। সন্টি সেদিকে তাকায় না।

'ভেবেছিলাম তুমি পেটের দায়ে উনছবৃত্তি নিয়েছ, কিন্তু আসলে তোমার মধ্যে একটা দরদী মন আছে। তোমার মধ্যে ভালোবাসার আশ্বাস ছিল। তাই আমি ঠকেছি। আমাকে ঠকিয়েছ তুমি সব দিক দিয়ে। তুমি জীবিকায় পতিতা কিন্তু তুমি যে এত বড় শয়তান তা আগে বুঝতে পারিনি। তাই আমাকে অমন করে নামিয়ে আনা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।' সন্টি গর্জন করে।

মালতী মেঝের উপর আস্তে আস্তে উঠে বসে। কপালের বাঁ দিকটা চেপে ধরে বিমর্ষভাবে বলল, 'থামলে কেন? বলে যাও।'

সন্টি ওর দিকে তাকায় এবার। মুখোশ খোলা শয়তানীর চেহারাটা কেমন দেখাচ্ছে! কোথায় তার প্রসাধনের জৌলুষ! কোথায় ওর রংমাখা মুখের সস্তা দিলবাহারী আলো! সব নিভে গেছে। একটা ক্লান্ত, জীর্ণ, দৈন্য ধরা, ধ্বস নামা, বিভ্রান্ত মুখ! ও মুখে শোভা নেই, আলো নেই, রং নেই, কিছু নেই। শুধু এক রাশ অন্ধকারের মতো এক কোণে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। সন্টির বুকের মধ্যে একটা বেদনার রেশ গুমরে উঠতে চায়। কিন্তু না, আর কোনো দুর্বলতাকে সে বাড়তে দেবেনা। ছলনার শেষ পর্বে পৌঁছে গেছে ওরা। এর

পরে হয় শুধু আকণ্ঠ হলাহল পান নয়ত সব লীলা সাঙ্গ করে নর্দমায় প্রত্যাবর্তন। মাঝখানে আর কোন আপোষের সূত্র নেই।

'তোমাকে আমার একেবারে শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল। তাই তোমার উচিত শাস্তি হত। কিন্তু সে শাস্তি দিতে পারলাম না। এখনই, এই মুহূর্তে তুমি এখান থেকে চলে যাও। আর কোনদিনও আসবেনা।' এবার সন্টিকে ক্লান্ত লাগে খুব। ওর সমস্ত জীবনী শক্তি আস্তে আস্তে যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

মালতী যেমন বসেছিল তেমনই থাকল। ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না তার। সন্টি চুপ করলে ও দ্বিধা করল অনেকক্ষণ। কি যেন বলতে চায়। বলবে কিনা ভাবছে। 'তোমার সব কথা শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, এবার তুমি বিদায় নাও। রাত হয়েছে—তোমাকেও অনেক দূর যেতে হবে।'

'কিন্তু আমি যাবো বলে তো আসিনি। আমি তো থাকতেই এসেছি।'

'আবার ছেনালীপনা! ও সব মন ভোলানো কথা অনেক বলেছ সুন্দরী। এবার কাটো। যদি না কাটো সন্টি গুণ্ডাকে চেন তো! জান উপড়ে নেব।'

সন্টির একটু বিস্ময় লাগছে নিজের কথায়। আবার ভালোও লাগছে। সে যা, তাই আবার হয়ে যাচ্ছে। মাঝখানের দুঃস্বপ্নটুকু দূর হয়ে তার আদিম পরিচয় আবার স্পষ্ট হচ্ছে। 'কিগো, ভাল কথায় যাবে নাকি ঘাড়ে হাত দেব? লাইনের কারবার অনেক করেছ—বেলাইনে ভিড়ে ঝামেলা বাড়িওনা।'

মালতী তাকাল সন্টির দিকে। দৃষ্টিতে তার অপরিসীম বেদনা, অসীম যন্ত্রণা, অজস্র কান্না। 'আমি খারাপ, খুব খারাপ সে কথা আমি জানি। আমি চলেও যাচ্ছি। চলে যেতে মন চাইছে না, তবুও যেতে হবে। কিন্তু যাবার আগে আমার দোষটা শুধু জেনে যেতে চাই। তুমি সেটা জানাবে কি?'

'দোষ!' সন্টির হঠাৎ চোখে পড়ে মালতীর কপালের বাঁ দিকটা। থেঁৎলে গেছে জায়গাটা। বেশ খানিকটা রক্ত পড়েছে। কপাল দিয়ে, গাল দিয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে। মনটা করুণ হয়ে যায় ওর।

'দোষ! দোষ তোমার কিছু নেই। সব দোষ আমার।'

'এড়িয়ে গিয়ে লাভ কিছু আছে?' মালতী ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে। 'তার চেয়ে মনে যা আছে সমস্ত খোলসা করে বলাই তো ভালো। হয়তো আমাদের মধ্যে কোথাও ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাচ্ছে। সব কিছু পরিষ্কার করে বলার পরও যদি মনে হয় আমার দোষ আছে তাহলে যে শাস্তি তুমি আমায় দেবে তাই আমি মেনে নেব।'

সন্টি আবার মালতীর দিকে তাকায়। না, অমনি করে ধাক্কা দেওয়াটা তার ঠিক হয়নি। যতই দোষ করুক, তবু কোনো মেয়েছেলের গায়ে হাত দেওয়াটা উচিত নয়। মেয়েরা মায়ের জাত। অনুতাপ বোধ করে সন্টি।

আলনায় টাঙানো জামার পকেট থেকে রুমাল বার করে জলে ভিজোতে থাকে সে।

'কথা বলছনা কেন ?' মালতী তাগিদ দেয়। সেও চায় আজ সবকিছু বোঝাপড়া করে নিতে।

'তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেব। তার আগে এই ভিজে রুমালটা দিয়ে কপালটা মুছে নাও।'

'না। আমার পাওনা আমি পেয়েছি। কপালের কাটাটা থাক। আমার শাস্তির কথা মনে থাকবে।' অভিমানাহত মালতী।

সন্টির যেটুকু দ্বিধা ছিল কেটে যায়। জোর করে নিজেকে সংশয়মুক্ত করে সে। মালতীর মাথাটা বাঁ হাতে চেপে ধরে। ভিজে রুমালটা দিয়ে আস্তে আস্তে ক্ষতস্থানের চারপাশটা পরিষ্কার করে দেয়।

'একটু আয়ডিন বা ডেটল দিলে ভালো হত। কিন্তু কোথায় পাই! তুমি একটু বসো। আমি বড় রাস্তার ডাক্তারখানা থেকে নিয়ে আসছি।'

'ওসবের দরকার নেই আর। ছেনাল মেয়েদের অত সেবা সয়না। তাছাড়া আমার বেশি লাগেনি।'

'মালতী!'

'বল!'

সন্টি তাকায় মালতীর দিকে। তার দৃষ্টিতে অনুরাগ আর মোহ ঝরেঝরে পড়ে। মালতীর ভাল লাগে সেটুকু কিন্তু প্রকাশ করে না।

'আমায় মাফ করো, মালতী। মাথাটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল বোধ-হয়। তাই তোমায় অমন যা তা বললাম। আর শুধু মুখেই কি বললাম—তোমার গায়ে পর্যন্ত হাত দিলাম।' অনুতপ্ত সন্টি খেদ প্রকাশ করে।

'থাক থাক খুব হয়েছে!' খুশীর সঙ্গে মালতী বলে। সন্টির এই অনুতপ্ত রূপ তার বেশ লাগে। মমতায় তার সারা মন ভরে যায়।

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?' মালতী দ্বিধাগ্রস্ত।

'হ্যাঁ, বলো।'

মালতী ভাবে বলবে কিনা। বলা উচিত কিনা। না বলাই হয়ত ভালো। কোথাও যে একটা দারুণ ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে তা সে বুঝতে পারছে। এও বুঝছে যে এ ভুল আশু দূর করতে না পারলে ওদের কারো মনে শান্তি থাকবে না। চরম অশান্তির আগুনে জ্বলার চেয়ে যা সত্যি তাকে জেনে নেওয়াই ভালো।

'আমি কি তোমার কাছে মুখোস পরে আসি ?'

সন্টি উত্তর দেয় না। মালতী তাগিদ দেয়। 'বল, তোমার সঙ্গে কি ছেনালী আমি করেছি ? আমি কি সে তো তোমাকে আমি সব বলেছি। তবুও কেন তোমার মনে এমন সন্দেহ উঁকি দিয়েছে ?'

সন্টি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। মনে মনে তার বক্তব্যকে সে গুছিয়ে নেয়। কোথা থেকে শুরু করবে তাও ভাবে।

'তুলসীদাস বাবুকে তো তুমি চেনই ?'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'কি করে চিনলে ?'

'কংকরিয়া বাবুর বন্ধু। মাঝে মাঝে কংকরিয়া বাবুর সঙ্গে এসেছে—তাতেই পরিচয়।'

'পরিচয় না প্রণয় ?'

'যা মনে ভাবো।'

'আমার চাকরীর জন্য তাকে তুমি সরাসরি বলেছ না কংকরিয়া বাবুকে দিয়ে বলিয়েছ ?'

'কংকরিয়া বাবু বলেছে।'

'কি বলেছে আমার সম্বন্ধে ?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'মিথ্যে কথা বলছ। তুমি জানো সব।'

'সঠিক কি বলেছে সত্যিই আমি জানি না।'

'আন্দাজ করতে পার ?'

'মনে হয় তোমার দাঙ্গাবাজি করবার ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছু বলেছে। হয়তো বলেছে তোমাকে রাখলে ওর সুবিধা হবে।'

'আর কিছু ?'

'বিশ্বাস করো আমি সঠিক কিছুই জানি না। তবে কংকরিয়া বাবুকে, প্রথম যখন তোমার কথা বলি তখন ও রাজী হয়নি। কিন্তু যখন ওকে বুঝিয়ে বলি যে তুমি ভালো হয়ে গেছ তখন ও বেশি আপত্তি করে নি। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিল দরকারে চাকু চালাতে পারবে কি না।'

'তুমি কি উত্তর দিয়েছিলে ?'

'আমি আর কি বলব! শুধু বলেছিলাম নিজেকে রক্ষা করার জন্য এবং দুর্বলকে বাঁচাবার জন্যে তুমি নিজের প্রাণও দিতে পারবে।'

'আমার আর কি পরিচয় তুমি কংকরিয়াবাবুকে দিয়েছিলে ?'

'তোমাকে তো দেখেছে। তাই খুব কিছু একটা গোপন করার সুযোগ ছিল না।'

'তুমি এ কদিন কলকাতায় ছিলে না অথচ আমাকে একটা খবর দিয়েও যাওনি। আজ এতদিন পরে একেবারে বস্তির ঘরে এসে উঠেছ। আর আজই ম্যানেজারের ডাক এল। দুটোর মধ্যে কি কোনই যোগ নেই? তুমি না বললেও কি আমি সেকথা মেনে নেব ?'

লন্ঠনের আলোয় বস্তীঘরের মধ্যে সন্টিকে আবার আদিম যুগের গুহামানব

বলে মনে হয়। ভয় পায় মালতী। ভীত স্বরে বলে, 'তোমায় কেমন করে বোঝাব আমি একটি কথাও মিথ্যে বলিনি। সত্যিই আমার আজ আসাটা আকস্মিক। কিন্তু ভগবানের নামে দিব্যি করতে পারি আজ তোমার কাছে এসেছি আমার নিজের তাগিদেই। অন্য কোন কারণ নেই।'

'আমি মানি না তোমার কথা। তুমি কোটিপতি ব্যবসায়ীর কেপ্ট। তোমার দেরাজ ভর্তি গয়না আর টাকা। বহু লোকের মনোরঞ্জনে তুমি অভ্যস্ত। তোমার কাছে প্রেম ভালোবাসা সমস্ত ছলনা। টাকার জন্য যে নিজেকে বিক্রী করতে পারে সে সব পারে।' সন্টি আবার উত্তেজিত হতে থাকে। তার আগেকার প্রশান্তি থাকে না একটুও।

মালতী গুম মেরে থাকে। ওর মনের মধ্যে বেদনার অব্যক্ত সংকেত ধাক্কা মারতে থাকে। ওর মুখে কথা আসেনা।

'চুপ করে থাকলে চলবে না। বল। তোমার কাছে ভালোবাসার চেয়ে টাকার দাম অনেক বড়। তাই না?'

সন্টির ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে মালতী কুঁকড়ে যায়। তার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামে।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমি বড়লোকের কেপ্ট। আমি বারবণিতা জন্মে এবং পেশায়। টাকা ছাড়া কিছু চেনারও আমার কারণ নেই। অন্য কিছু চিনবই বা কেন? গোটা দুনিয়াটা আমাকে কি দিয়েছে? কি দিতে পেরেছে? ভালবাসা আমি জীবনে পেয়েছি কি কারো কাছ থেকে কখনও যে আমি তার মূল্য বুঝব? জন্মের থেকেই শুধু একটা বোধ হয়েছে বেঁচে থাকতে গেলে টাকার দরকার। আর টাকা পায়ে হেঁটে আসে না। তাকে আনতে হয়। দশ বছর বয়স থেকেই দেহ বেচা শুরু করেছি নানা ভাবে, কেন? সে তো টাকারই জন্য। বাঁচার জন্য। কাজেই টাকার জন্য আমার সব কিছু করতে পারাটাই স্বাভাবিক।' থর থর করে কাঁপতে থাকে মালতী।

'বেশ। তাহলে আমার আসল পরিচয়টা তুলসীদাস বাবুকে তুমিই দিয়েছ? মিথ্যা 'বলো না—ধরা তো পড়েই গেছ।'

'হ্যাঁ, আমিই বলেছি।'

ঘরে হঠাৎ যেন বাজ পড়ল। সন্টির মনে এতক্ষণ যে ক্ষীণ আশাটুকু ছিল তাও যেন ফুরিয়ে গেল।

'তুমিই বলেছ?' গলার স্বরে প্রচন্ড হতাশা।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন?'

'এ ছাড়া যে আমার আর উপায় ছিল না গো!' অসহায় ভাবে মালতী স্বীকার করে।

বিস্মিত হয় সন্টি। 'এ ছাড়া উপায় ছিল না!'

'না, সত্যিই ছিল না। বিশ্বাস করো, যখন তুমি এলে, বললে নতুন করে বাঁচতে চাও আর পাঁচ জনের মতো, আমার সাহায্য চাইলে, চাইলে কাজ, তখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি। তোমায় প্রথম দেখার দিন থেকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি একথা এমন নিতান্ত হাস্যকর শোনালেও সত্যি। আমি অনেককে তোমার চাকরীর কথা বললাম, যে কোন চাকরী। কিন্তু কেউ দিতে রাজী হল না। সবারই এক কথা, চাকরী নেই। পরে দেখব। কংকরিয়াবাবুকে তোমার কথা বললাম। সেখানেও শুনলাম কাজ নেই। প্রায় কারখানায় নাকি অশান্তির জন্য কাজ ঠিক মতো হচ্ছে না, তাই নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত আমি কংকরিয়াবাবুকে এবং তুলসীদাস বাবুকে বোঝালাম তোমায় কাজ দিলে ওদের স্বার্থই রক্ষা পাবে নানা ভাবে। তখন আমি তোমার জীবনের অন্ধকার দিকটা ওদের কাছে মেলে ধরি। দুজনেই তারিফ করল আমার যুক্তির। আর তারপব? তারপর তো তুমি জান সব। তোমার বাঁচার আগ্রহই আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছিল।' ঝর ঝর করে মালতী কেঁদে ফেলে।

সন্টি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। এবার প্রশ্ন করে, 'আজকে তোমার এখানে আসার মূলেও কি একই কারণ যার জন্য রামযশও এসেছিল?'

'না সারা দুনিয়ায় আমি শুধু আমার মায়ের পরিচয় জানি। তার নামেই বলছি। আজ এসেছিলাম শুধু তোমাকে দেখতে। কতদিন তো তোমায় না দেখে ছিলাম।'

মালতীর কথা সন্টি পুরো বিশ্বাস করে না। প্রশ্ন তোলে, 'এত দিন আমায় না দেখে তোমার দিব্যি চলল। আজ হঠাৎ এমন কি প্রয়োজন হল যে সন্টি নামে একটা গুন্ডার বস্তী বাড়িতে হাজির হলে?'

সন্টির কথার তীব্র শ্লেষ মালতী উপেক্ষা করে। তদগত ভাবে বলে, 'এ প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হবে আমি জানতাম। কিন্তু তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করবে, সন্টি?'

'বিশ্বাস করার মতো হলে নিশ্চয় করব।'

'তোমাকে নিয়ে আমি প্রেম প্রেম খেলা খেলব ভেবেছিলাম একদিন। মোটা হোংকা হোংকা লোকগুলোর কুৎসিৎ সঙ্গ আমার কাছে বেশির ভাগ সময় যন্ত্রণাকর লাগত। তাই তোমাকে আমার দরকার ছিল বৈচিত্র্যের জন্য, নতুনত্বের জন্য, ভিন্ন স্বাদ পাবার জন্য। কিন্তু এ প্রয়োজন জীবনের সঙ্গে গূঢ়ভাবে যুক্ত নয়। তাই জানতাম না একদিন জীবনের তাগিদে, প্রাণের প্রয়োজনে তোমাকে আমার একান্ত করে দরকার হবে।'

'তোমার প্রয়োজনে?'

'হ্যাঁ।'

'যেমন এখন লাগব তুলসীদাসবাবুর প্রয়োজনে?' সন্টি ব্যঙ্গ করে।

'হয়ত তোমার অনুমানই ঠিক। সব কথা তুমি এখন বিশ্বাস করবে না। তবে আমার প্রয়োজনের কথা যখন বলার সময় আসবে আমি নিজের গরজেই বলব। এখন বললে তোমার কাছে নাটক মনে হবে।'

'বেশ বোলো তোমার সময় হলে। কিন্তু একটা কথা। তোমাকে কাজ যোগাড় করে দেবার অনুরোধ জানিয়েছি আমি। কিন্তু তোমাকে কখনও বলিনি আমি ভাড়াটে গুন্ডার কাজ করতেও রাজী। তাই যদি করব তবে তোমার কাছে চাকরী চাইব কেন? চাকরী না করে গুন্ডামি তো আরো ভালো ভাবে করা যায়।'

'না, তা বলনি। আমি ভেবেছিলাম কোনো মতে তোমাকে একবার কাজে লাগাতে পারলে এসব কথা ওদের আর খেয়াল থাকবে না। আর খেয়াল থাকলেও তোমার মতো বুদ্ধিমান লোককে দিয়ে কিছু করাতেও পারবে না। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি আমি কত ভুল করেছি। আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তুমি আমায় ঘৃণা কর। দূর করে দাও তোমার কাছ থেকে। তবে, মিনতিকরি, সেই সঙ্গে ক্ষমাও করো গো।' মালতী সন্টির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে।

দু হাত দিয়ে সন্টি মালতীকে নিজের বুকের মধ্যে তুলে নেয়।

বন্ধ দরজায় টোকা পড়ে। সন্টি তাড়াতাড়ি মালতীকে ছেড়ে দেয়। দরজা খুলতেই চায়ের দোকানের ছেলেটা ঘরে ঢোকে। এদের দুজনের রাতের খাবার নিয়ে এসেছে কোন হোটেল থেকে। সেগুলো নামিয়ে রাখে মেঝের এক কোণে। তারপর চায়ের গ্লাসগুলো তুলে নিয়ে চলে যায়।

মালতীর হাতে বাঁধা ঘড়িটা দেখিয়ে সন্টি সময় জানতে চায়। 'এখন কটা বাজে?'

লণ্ঠনের আলোয় মাথা ঝুঁকিয়ে মালতী ঘড়ি দেখে। 'দশটা কুড়ি।'

'এত রাত হয়ে গেছে! নাও, নাও, খেয়ে নাও। এরপর ফিরে যাবে কি করে!'

মালতী একটুও ব্যস্ততা দেখায় না। খাবার জন্য তার কোনো তাড়া নেই। যাবার জন্যও না।

'মোটে দশটা কুড়ি। এখনই তাড়াচ্ছ কেন? আর তাছাড়া আমি তো যাবার জন্য আসিনি।'

'যাবার জন্য আসোনি! মানে?' সন্টি বিস্মিত হয়।

'মানে খুব সোজা। আমি এখানেই থাকব।'

'এখানে থাকবে! পাগল নাকি? এখানে থাকবার জায়গা কোথায়?'

'কেন, এই তো বেশ জায়গা আছে।' মালতী খাটিয়াটা দেখায়।

'ওখানে ঐ ভাঙ্গা খাটিয়াটাতে তুমি শুতে পারবে নাকি? আর তাছাড়া বস্তীবাড়ীতে তুমি রাত কাটাবে কোন দুঃখে?'

'বস্তীতে আমার জন্ম, বস্তীতেই আমি বড় হয়েছি। এখানে আমার থাকাটাই তো স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক অস্বাভাবিক ছাড়ো। দেওদার স্ট্রীটের অমন সুন্দর সাজানো বাড়ী আর নরম বিছানা ছেড়ে হঠাৎ তোমার এমন কোনো দায় পড়েনি যে, বস্তীর ঘরে ময়লা বিছানায় রাত কাটাতে যাবে।' বেশ সহজ ভাবেই সন্টি কথাগুলো বলে। সে নিশ্চিত মালতী তার সঙ্গে রসিকতা করছে।

'কেন, তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল না যে বস্তীর মেয়ে আমি বস্তীর বৌ হয়ে আবার সেখানেই ঘর সংসার সাজাবো?' মালতী সত্যিই সিরিয়াস হতে চাইছে।

'ন্যাকামি ছেড়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাওতো। খাবারটা তোমার ভালো লাগবে কিনা জানি না। ওটা দামে সস্তা হলেও বোধহয় ভালো। পাঞ্জাবী হোটেল থেকে এনেছে।' সন্টি হাল্কা কথাবার্তায় যায়।

'খেতে আমার একটুও ভালো লাগছে না। তবু খাবো। না খেলে তুমি অন্য রকম ভাববে।'

'খেতে ইচ্ছে না করলে খাবে না। এতে ভাবাভাবির কিছু নেই। তবে আগে বললে আমার পয়সাগুলো ফালতু খরচ হত না।' সন্টি পরিস্থিতি তরল করতে চায়।

মালতী একটু হাসল। ঘরের কোণে কুঁজো ছিল। তার থেকে জল ঢেলে নিল। হাত ধুয়ে হোটেল থেকে আনা খাবারটা পরিবেশন করল। হ্যারিকেনের আলোয় তারপর দুজনে খাওয়া সুরু করে।

খেতে খেতে লঘুভাবে দুজনের কথা হয়। মালতী বোম্বে আর পুণার গল্প বলল। সুটিং দেখতে গিয়েছিল জয়াপ্রদার ছবি। সঙ্গে অনিল কাপুর।

'বেশ মজা লাগত কিন্তু সুটিং দেখতে।'

'আচ্ছা বোম্বে কি কলকাতার মতন এত বড় আর নোংরা?' সন্টি জানতে চায়।

'দূর, কোথায় কলকাতা আর কোথায় বোম্বে! এত গোছানো আর পরিষ্কার শহর না, ওখান থেকে আর আসতেই ইচ্ছে করে না।'

'থাকলে না কেন? পোড়া কলকাতায় ফিরে এলে কিসের জন্য?'

'এখানে যে তুমি আছ। তাই এলাম।'

'কেন, ওখানে কি মাস্তান ছেলে পেলে না কাউকে?'

'মাস্তান থাকবে না কেন! আহা! আমি যেন সব মাস্তানকেই ভালোবাসি!'

'তবে কোন মাস্তানকে ভালোবাস?'

'তোমাকে! সন্টিকে—যে মাস্তান হয়েও মাস্তান হতে পারল না।

'ইল্লি।' জীভ বার করে সন্টি ভ্যাঙ্গায়।

খাওয়া দাওয়ার পালা চুকে গেলেও ওরা গল্প করতে থাকে। রাত বেড়ে চলল নিশুতির দিকে। গোটা বস্তীটার চীৎকার-চেঁচামেচি কমে আসে। মাঝে মাঝে দূরের রাস্তায় চলা দু একটা গাড়ীর আওয়াজ পাওয়া যায় শুধু।

খাটিয়াটার দু ধারে দুজন বসে গল্প করেই চলল। এতবড় বস্তীটা থেকেও আর বিশেষ কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। শুধু কখনও কখনও ভেসে আসে বাচ্চার কান্না অথবা ঘুম জড়িত ক্লান্ত মায়ের ছেলে ভুলানো কথা। কুকুরের ডাক। সব মিলিয়ে একটা অরণ্য স্তব্ধ নির্জনতা।

কথা বলতে বলতে মালতী সন্টির দিকে মুখ রেখে কাৎ হয়ে শোয়। সন্টিও আড়মোড়া ভাঙ্গে। হাই তোলে। তারপর মালতীর মুখের কাছে মুখ এনে শুয়ে পড়ে।

'এই বাড়ী যাবে না? রাত কত হল?'

'প্রায় দুটো।'

'দুটো!' সন্টি ধড়মড় করে উঠে পড়ে! 'এত রাতে তো ট্যাক্সিও আর পাওয়া যাবে না।'

'পাওয়া গেলেও একলা যাওয়া কি নিরাপদ?'

'সন্টি গুণ্ডা সঙ্গে থাকলে আর ভয় কি! ওঠো ওঠো।'

মালতী সাড়া দেয় না। সে আরাম করে পা দুটো একটু গুটিয়ে সোজা হয়ে শোয়। হতাশ সন্টি তার মাথার কাছে বসে পড়ে।

'আচ্ছা, তুমি আমায় একদম ভালোবাস না, না?' মালতী চোখ বুঁজে বলে।

'একথা তোমার হঠাৎ মনে হচ্ছে নাকি?' সন্টি ঘুম ধরা চোখ দুটো একটু কুঁচকায়!

'তবে কাজ পাওয়ার পর তুমি আমার খোঁজ আর নিলে না কেন?' গলায় অভিমান ফুটিয়ে তোলে মালতী। 'একবার গিয়ে ফিরে আসলে মানুষ কি আর দ্বিতীয়বার খোঁজ নিতে যায় না?'

চুপ করে থাকে সন্টি। সে মালতীকে কি করে বোঝাবে ওর সঙ্গে কেন সে দেখা করে নি। আর দেখা না করতে পেরে তার মনটা কেমন করে রোজ রোজ পুড়ে পুড়ে যেত তাইবা কেমন করে বোঝায়!

'কি কথা বলছ না যে বড়। কেমন ধরা পড়ে গিয়েছ তো!'

'জানো মালতী, রোজ ভাবতাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাই। রোজ তোমার কথা ভাবতে ভাবতে আমি কত কষ্ট পেয়েছি। সারা দুনিয়াটা তোমার অভাবে আমার একদম শূন্য হয়ে গিয়েছিল। তবুও যে তোমার কাছে আর যাইনি সে তোমার উপর দুরন্ত অভিমানে!'

'অভিমানে? কেন আমি আবার কি করলাম?' মালতী মাথাটা সন্টির

বুকের কাছে সরিয়ে আনে অনেকখানি।

'ম্যানেজার আমায় যখন ডেকে বলল আমার অতীত সে জানে সব আর দরকারে আমায় ডেকে পাঠাবে, তখন আমার শুধু মনে হল আমার পুরনো কথা ম্যানেজার জানল কি করে! নিশ্চয়ই তুমি ওকে বা তুলসীদাসবাবুকে আমার কলঙ্কের কথা বলেছ। আর তখনি মনে হল এ একটা ষড়যন্ত্র যার মধ্যে তুমি, ম্যানেজার, তুলসীদাস সবাই একজোট হয়ে আছ। মোহন মায়ায় তুমি আমায় ভুলিয়ে এনে ফেলেছ এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে!' সন্টি চুপ করে। আরো অনেক কথা তার বলতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু বলল না।

'সেজন্যই তো আরো তোমার উচিত ছিল আমার সঙ্গে দেখা করা।' সামনাসামনি কথা হলে এই ভুল বোঝাবুঝি থাকত না।'

'কিন্তু তুমিও তো কই একবারও এর আগে আমার খবর নাওনি। এমনকি কলকাতা ছেড়ে গেলে তাও আমায় একবার জানালে না?'

'কিন্তু তুমি কি জানো তোমায় না দেখে আমার কত খারাপ লেগেছে? কত কষ্ট হয়েছে?' মালতী বলে।

'আমায় দেখতে তোমার বাধা কিছু ছিল না তো।'

'আমি দুদিন তোমাদের কারখানায় গিয়েছি। কিন্তু ভিতরে ঢুকিনি ইচ্ছে করে। তাহলে তোমারই ক্ষতি হতো আরো। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেছি তোমার জন্য। তোমায় দেখতে পাইনি। ভেবেছিলাম তুমি বাড়ীতে আসবে। আসোনি। তোমার বাড়ীর ঠিকানাও জানতাম না। জানলে আগেই আসতাম। ছুটির দিনে তোমার খোঁজে লোকপ্রিয় পাড়ায় গেছি—তোমার দেখা সেখানেও পাইনি। বোম্বে যাবার আগের মুহূর্তেও মনে হয়েছে তুমি আসবে। যখন এলে না তখনই রাণীর মাকে বলে গেলাম তোমার ঠিকানা জেনে রাখতে।' মালতী নিঃশ্বাস নিতে থামে। 'যদি তুমি ঠিকানা না দিতে রাণীর মাকে, তবুও আমি আসতাম তোমার কাছে যে করেই হোক।'

সন্টি মালতীর মাথায় কপালে গালে হাত বুলিয়ে দেয়। তার আঙুলের ডগা দিয়ে একটা গভীর হৃদয়ানুভূতির স্পর্শ মালতীর প্রাণের তারে সাড়া জাগায়। মালতীর মন শুধু উল্লসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য, তারপরই একটা গভীর বেদনার রেশ তার সারা মনকে অসাড় করে দেয়।

'রাত শেষ হতে চলেছে বোধ হয়।' হাই তোলে সন্টি। 'একটু শুই। সকালেই তো কারখানা আবার।'

সন্টি মালতীর পাশে শুয়ে পড়ে। শুয়েই সে দুহাতে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। একটা উন্মত্ত আগ্রহ আর উন্মাদনায় তার গালে চুমু দেয়। তারপর ওর লোলুপ ঠোঁট দুটো ব্যগ্র আগ্রহে মালতীর ওষ্ঠাধর কামড়ে ধরতে চায়। বাধা দেয় মালতী। 'ওগো না, আমায় এমন করে সোহাগে রাঙিও না।'

সন্টি মালতীর আপত্তিকে গ্রাহ্য করে না। কামার্ত আগ্রহে সে মালতীর

ঠোঁটের উপর চাপ দেয়। তার হাত দুটো ব্রস্ত হয়ে ওঠে। মালতীর দেহের কুম্ভ রেখায় রেখায় সে হাত দুটো সর্পিল গতিতে বিচরণ শুরু করে।

'না, এখন না।' মালতী যেন চমকে ওঠে। ঘুমে ভরা চোখ দুটোয় তার আতঙ্কের ছায়া পড়ে।

সন্টি বাধা মানতে চায় না। অরণ্যের নিবিড় আদিমতার ডাক পেঁাছে গেছে তার রক্তে। আরণ্যক ক্ষুধার তাড়নায় সে মালতীর সমস্ত শরীরকে পিষে পিষে ফেলতে চায় নিজের বলিষ্ঠ দেহের ভিতর।

'না। তোমার পায়ে পড়ি ওগো।' আঁৎকে উঠে মালতী আর্তভাবে ভাঙা খাটিয়ার উপর উঠে বসে।

আদিম মানব ততক্ষণে সন্টির মনের গুহা থেকে হিংস্র শ্বাপদের লালসা নিয়ে বার হয়ে এসেছে। জৈবিক তাড়নায় সে উন্মাদ। খপ করে মালতীর শাড়ী ধরে টান মারে। কোমর থেকে শাড়ীটা নেমে আসে অনেকখানি। মালতী যেন সামনে বিভীষিকা দেখছে। একটা গোঙানির মতো আওয়াজ করে সে। 'শোনো, কথা শোনো আগে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।'

'বেশ্যার আবার সতীপনা হচ্ছে।' ক্রুদ্ধ সন্টি মাতালের প্রলাপ বকে। 'কত হাজার লোককে নিয়ে মহব্বৎ করে এখন আমার কাছে ঢং করছ কেন সোনা? সোমত্থ পুরুষের ঘরে রাত কাটাতে এসেছ অথচ তাকে দেহদান করবে না এ আবার কোন দেশী মাজাকী? ওসব ছেনালী ছাড়ো দেখি। এসো, কাছে এসো। তোমার শরীরটাকে নিয়ে একটু খেলা করি।'

'বেশ্যা বলেইনা তোমাকে এত সহজে ঠকাতে মন চাইছে না গো। তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথা আগে শোনো। তারপর তোমার যা ইচ্ছে তাই কোরো।' মালতী সত্যি সত্যিই সন্টির পা দুটোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে।

সন্টি মালতীর দিকে তাকায়। ওর কথায় কি যেন ছিল যাতে তার উন্মত্ততায় ভাঁটা পড়ল খানিক। সে থমকে দাঁড়াল।

'আমায় তুমি এমনি করে চেয়ো না।' করুণ আর্তি জানায় মালতী।

'কেন? আমার পয়সা নেই বলে? মোটা টাকা না ফেললে বুঝি ও জিনিস পাওয়া যায় না?'

'তোমায় ভালোবাসি বলেই আমি তোমায় ঠকাতে পারব না। জানো সন্টি, আমি এখন পোকা ধরা আম। বাঁদরে খেলেও এতে দেবতার নৈবেদ্য হয় না।'

'পোকা ধরা না হলে শালা পাঁচজনে তোমায় লুঠবে কেন! আরে বাপু, আমার মতো মানুষকে কোন শালা টাটকা সরেস জিনিস দেবে?'

'ঠাট্টা নয়, সন্টি। পোকা ধরার থেকেও খারাপ জিনিস আমি। আমার আগেই বলা উচিত ছিল—স্বাভাবিক সঙ্কোচে বলতে পারিনি। জানোনা তুমি, আমার খুব খারাপ ধরণের অসুখ হয়েছে।'

ঘরে বাজ পড়লেও সন্টি বোধহয় এতটা চমকে উঠত না। 'অসুখ! কি

অসুখ ? কি করে হল ? কবে হল ?'

'কবে হয়েছে জানি না। ধরা পড়েছে কদিন আগে। জানো, বম্বে আর পুণাতে কংকরিয়ার বিজনেস ট্যুরে অনেক লোককে সঙ্গ দিতে হয়েছে আমায়। আমার ইচ্ছে ছিল না একটুও। কিন্তু কংকরিয়া আমাকে বাধ্য করেছে। আমার জন্য এত টাকা খরচ করেছে ও, আর আমি ওর জন্য কটা নারী মাংস লোলুপ ইতরকে সাহচর্য দিতে পারব না ! দিতে হয়েছিল তাই। তারপর কোথা থেকে কি হল ! কে আমায় দিয়ে গেল তার পাপের রোগ।' মালতী চুপ করে।

ঘরে নেমে আসে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। সন্টির বুকের ভিতর কে যেন সমানে হাতুড়ীর ঘা মারতে থাকে। বিষণ্ণ হতাশার ছোঁয়ায় সে মূক হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সন্টি এক সময় কান্না ঝরানো গলায় বলে, 'তুমি তো জানতে এসব, মালতী। সাবধান হতে পারলে না আগে থেকে ?'

'সত্যিই আমি বুঝতে পারিনি। সাবধানে আমি থাকি, তবুও শেষ রক্ষা করতে পারলাম না।' মাথা হেঁট করে মালতী।

'তারপর ?' সন্টি প্রশ্ন করে আনমনে।

'তারপর ? সে আরো বিচিত্র। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট ডাক্তার কংকরিয়াকে জানিয়েছে। সে আমাকে নোটিশ দিয়েছে।'

'নোটিশ দিয়েছে ?' আঁৎকে ওঠে সন্টি। 'কিসের নোটিশ ?'

'চলে যাবার নোটিশ।' টেনে টেনে বলে মালতী। 'তবে চিকিৎসার খরচ সব দেবে বলেছে। আরো দেবে কিছু টাকা। কংকরিয়া অকৃতজ্ঞ নয়। গত পাঁচ বছরে তার সেবা করেছি অনেক। দাম সে পুরোই মিটিয়ে দিতে চায়।'

'হ্যাঁ, কংকরিয়া অকৃতজ্ঞ নয়। পাকা ব্যবসায়ী। কড়ায় গণ্ডায় তোমার দাম না মিটোলে বাজারে যে ওর বদনাম হয়ে যাবে।' বিদ্রূপ মেশানো হিংস্র রাগে সন্টি অস্ফুট উক্তি করে।

খানিক স্তব্ধতা। ঘরের ভিতর অস্বস্তিকর নীরবতা। বাইরে রাত শেষ হতে চলেছে। একটা দুটো করে ঘুম ভাঙ্গা মানুষের আওয়াজ আসছে। একটু পরেই শুরু হবে বস্তী জীবনের কদর্যতার অভিনয়। ঝগড়া লাগবে কলতলায়, স্নানের ঘরে, জলের লাইনে।

'এখন কি করবে ঠিক করেছ ?' বিচিত্র কর্কশ গলায় নীরবতা ভাঙ্গে সন্টি।

'কিছুই ঠিক করিনি। তোমার কাছে পরামর্শের জন্য এসেছিলাম। আশ্রয়ও চাই। কোথায় আশ্রয় পাই ! কে দেবে আশ্রয় !' গোঙানির মত কথাগুলো বলে মালতী।

'আশ্রয় ! তোমার টাকা আছে, কংকরিয়া আরো দেবে। আশ্রয়ের চিন্তা তোমার নেই।' সন্টির কথাগুলো হঠাৎই কর্কশ হয়ে ওঠে।

সন্টির কর্কশতাকে আমল দেয় না মালতী। 'তুমি আশ্রয় দেবে, সন্টি ?

আমাকে থাকতে দেবে তোমার ঘরের এক কোণে ?'

'আমি আশ্রয় দেব !' সন্টি অবাক হয় খুব। 'যার নিজেরই ঠাঁই নেই, সে আবার আর একজনকে ঠাঁই দেবে কোথায়। মালতী, আমাকে যত বোকা ভাবছ, আমি তত বোকা নই। আজ যদি মালতী কংকরিয়া সুস্থ স্বাভাবিক থাকত সে হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, সন্টি মুখুজ্যের বস্তী-ঘরে এসে আশ্রয় চাইত না। কিন্তু আর কথা নয়, গেট আউট, গেট আউট। তুমি বেরিয়ে যাও, মালতী। এখানে আমার কাছে তোমার কোনো স্থান নেই।' রূঢ়ভাবে সন্টি দরজা দেখায়।

মালতী সন্টির কাছে হঠাৎ এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করেনি। সজল চোখে অবাক অবিশ্বাস নিয়ে সে সন্টির দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

'তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আমায় ঘৃণা করছ ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আমায় আশ্রয় দেবে না ?'

'না।'

'তোমার ভালোবাসা এত মেকী ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু মালতী, ভালোবাসার কথা তোমার মুখে আর শোভা পায় না।'

'তা ঠিক। আমি বারবণিতা ! আমার আবার ভালবাসা ! কিন্তু এখন আমি যদি না যেতে চাই ?'

'তুমি জোর করে এখানে থাকতে চাইছ ?'

'ধর তাই।'

'ঘাড় ধরে বার করে দেব। সন্টি মুখুজ্যেকে অত কাঁচা মাল পাওনি।'

'অনেক হয়েছে। ঘাড় ধরতে হবে না। আমি যাচ্ছি।' মালতীর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। সে উঠে দাঁড়ায়। দরজার দিকে এগোয় ঋজু ভাবে।

এক ঝটকায় সন্টি সামনে এসে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে মালতীর যাবার রাস্তা আটকে রাখে।

'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

'কোথায় যাবে ?' মালতী প্রচণ্ড রকম অবাক হয়।

'যেখানে তুমি যাবে।'

'আমার তো যাবার জায়গা কোথাও নেই। একটাই ছিল, কিন্তু সেখানেও আমার মতো নরকের কীটের ঠাঁই হল না।' মালতী দরজার দিকে এগোতে চায়।

এক সেকেণ্ড দু' সেকেণ্ড। সন্টি মালতীকে বুকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে

কেঁদে ওঠে। 'আমায় মাফ করো, মালতী। আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আমি বড়লোকের ভাড়াটে গুণ্ডা, তুমি বড়লোকের ব্যবসার হাতিয়ার—দুজনেই আদতে এক। দুজনেই পথের কুকুর। কে কাকে তাড়ায়! তুমি এখানেই থাকো, মালতী।'

দুজনের চোখের জলের মধ্যে বস্তী ঘরে কখন এক সময় প্রথম প্রভাত নবীন আলোয় উঁকি দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু উষার আলোকে অভিনন্দন জানায় না কেউ। ওরা গভীর ঘুমে মগ্ন।

কারখানার গেটে সন্টি যখন পৌঁছল তখন হাজিরার নির্দিষ্ট সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। ওর হাজিরা হয়ত কাটা যাবে। কিন্তু ওর মন আজ এক অনির্বচনীয় ভাবে ভরপুর। জীবনের যে কান্না সে নিভৃতে এতদিন কেঁদে এসেছিল আজ তারা পালিয়েছে। একটা অজানা আনন্দের অভূতপূর্ব অনুভূতিতে ওর সারা মন ভরা। গোটা দুনিয়াটাকে বিস্ময়কর ভাবে সুন্দর আর রোমাঞ্চকর লাগছে তার।

উঠতে তার অনেক বেলা হয়েছে। কিন্তু ক্লান্তি নেই সেজন্য শরীরে। উঠেই অনেক কাজ করেছে সে নিপুণ গৃহস্থের মতো। আরো কত কাজ বাকী আছে। মালতী বলেছে আজ রাত্রি থেকে সে ঘরেই রান্নার ব্যবস্থা করবে হোটেলের খাওয়া আর চলবে না। সেজন্য রান্নার জিনিষপত্র বিকালেই যোগাড় করে ফেলতে হবে। তার নতুন সংসারের পত্তন হবে এবার। ঘরে ঘরণী যখন এসেছে, গৃহস্থালীও পুরো জমে ওঠা চাই।

আপত্তি করেছিল অবশ্য সন্টি। 'কি দরকার রান্না বান্নার হাঙ্গাম ঘরে বাড়িয়ে?'

'কেন, তোমার আপত্তি কিসের?'

'এই তো বেশ যখন যেখানে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা, খেয়ে নাও। কোনো ঝামেলা নেই। তা না, কয়লা আনো, কেরোসিন যোগাড় করো, উনুন কেনো, হাঁড়ি-কড়াই, চাল-ডাল যোগাড় কর—যত সব ঝামেলা।

'ঠিক আছে তোমায় কিছু করতে হবে না। আমিই সব যোগাড় করে আনব।'

'কিন্তু রান্নাটাও তো মস্ত হাঙ্গাম! তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?'

'ও সব আমারও অভ্যাস নেই, তোমারও নেই। বেকার হাত পা পুড়িয়ে লাভ কিছু আছে?'

'এ সব তোমাকে ভাবতে হবে না কিছু। আর তোমায় কে বলল আমার ওসব অভ্যাস নেই?' কপট ক্রোধ প্রকাশ করে মালতী।

'রান্না বান্না তুমি জানো নাকি ?' সন্টি অবাক হয়। 'আমি ভেবেছিলাম ওসব রাণীর মার ডিপার্টমেণ্ট।'

'আহা! রাণীর মা যেন সব করত! সেদিন রাত্রে যে খেয়েছিলে—রান্না কে করেছিল শুনি ?'

'কেন! রাণীর মা।'

'কচু। বেশির ভাগই আমার রান্না। কিন্তু ও সব যাক। এখন কত রোজগার কর ?'

মালতীর হঠাৎ প্রশ্নে সন্টি থতমত খায় একটু। মাইনের পরিমাণ উল্লেখ করতে তার লজ্জা লাগে। কোনোমতে শুধু বলে, 'কেন বলত ?'

'যা মাইনে পাও তাতে দুবেলা হোটেলে দুজনে খেলে পনের দিন চলবে কি ? আর খাওয়া ছাড়াও তো অনেক খরচ থাকে।'

মালতীর ইঙ্গিত সন্টি বোঝে। সে আর কথা বাড়ায় না। ঠিক হয় বিকালে ফিরেই সে চাল ডাল সব যোগাড় করবে। ইতিমধ্যে মালতীও সংসারের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস এনে রাখবে।

কারখানার গেটের কাছে আসতেই খুব গোলমালের আওয়াজ পায় সন্টি। আবার কি হল। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে ওঠে তার। কিন্তু না, আজ তার বিরক্তির দিন নয়। আজ তার আনন্দের দিন। গেটে কার্ড পাঞ্চ করিয়ে সে ভিতরে ঢোকে। সামনেই সতপালের সঙ্গে দেখা। উদ্বিগ্ন মুখ চোখ তার।

'ক্যা হুয়ারে, সতপাল ?' সন্টি প্রশ্ন করে।

'ঔর ক্যা হুয়া! যো হোতা হ্যায় হর রোজ।' খুব বিরক্ত লাগে সতপালকে।

'শ্লোগান চলছে বুঝি আজো ?'

'আর শ্লোগান! ফেডারেশন কালসে হড়তাল চাতা। য়ুনিয়ন নহী মানতা।'

'ইউনিয়ন কি বলছে ?'

'য়ুনিয়ন পন্দের দিন বাদমে হড়তাল বোলায়া হ্যায়। ইস লিয়ে দোনো চিল্লাতা।' সতপাল আর দাঁড়ালনা। ওপাশে বয়লার ঘরের দিকে চলে যায়।

সন্টি কারখানার ভিতরে এগিয়ে যায়। ভিতরে মস্ত জটলা। শ্লোগান দিচ্ছে একদল। খানিক তফাতে আরেক দলের জটলা। তারাও শ্লোগান দিচ্ছে মালিককে হুঁশিয়ার করে। সঙ্গে আওয়াজ দিচ্ছে দালাল ফেডারেশন নিপাত যাক! নিপাত যাক!

সন্টি এবার উদ্বিগ্ন হয়। হাওয়া ভীষণ গরম। মুখোমুখি দু'দল এমনি করে হঠাৎ ওরা একটা বড় রকম সংঘর্ষে না জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কি ব্যাপার! কাজ বন্ধ হবে, ধর্মঘট হবে। বেশ তো, দু দলই তো তাই চাইছে। তাই হোক না। অসুবিধা কি! একদল বলছে কালমে চাকা বন্ধ্। আরেক দল বলছে, না, কাল থেকে নয়, পনের দিন পর থেকে। দু দলেরই জেদ তাদের কথাই থাকবে। কাল না পনের দিন পরে এই নিয়ে যত ঝগড়া, শ্রমিকে শ্রমিকে দ্বন্দ্ব, ইউনিয়নে

ইউনিয়নে রেষারেষি। ভিতরে ঢুকে ব্যাপারটা বুঝতে চায় সে। 'কি ব্যাপার দাদা ?' ফেডারেশনের মাতব্বর গোছের একজনকে জিজ্ঞাসা করে।

'ব্যাপার আর কি! ঐ শালারা মালিকের দালালি করছে। ভিতরে ভিতরে টাকা খেয়ে সব কিছু বানচাল করতে চাইছে।' মাতব্বর ভ্রূকুটি করে বলে।

'একটু ভেঙ্গে বলুন ভাই।'

'আরে বুঝছেন না, আমাদের দাবীগুলো মালিক পক্ষ নস্যাৎ করে দিল অথচ ইউনিয়নকে চিঠি দিয়েছে আলোচনার জন্য। এর অর্থ কি ? এতো বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারে যে মালিক পক্ষের সঙ্গে ওদের ভিতরে ভিতরে আঁতাত হয়েছে। তাই তো ওরা আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে চাইছে না।

'কিন্তু ইউনিয়নের দাবীগুলো তো আপনাদের দাবীর সঙ্গে মূলত এক। তাছাড়া বেশির ভাগ শ্রমিকই ওদের সমর্থন করে বোধহয় ' সন্টি বিনীতভাবে বলে।

'আপনাকে কে একথা বলেছে জানতে পারি কি ? ছাঁটাই শ্রমিকদের নিয়ে আর মজুরী বৃদ্ধির ব্যাপারে ওদের দাবী কত নরম লক্ষ্য করেন নি ? আর বেশির ভাগ শ্রমিক কাদের সমর্থন করে সে কার্যকালেই প্রকাশ পাবে।'

'ওরাও তো ধর্মঘট ডেকেছে। তবে আপনাদের সঙ্গে একসঙ্গে নয়। আপনারা কদিন না হয় ধর্মঘট পেছিয়েই দিলেন। তাতে ক্ষতি কি ? ইতিমধ্যে যদি মালিক পক্ষের সঙ্গে ওদের আলোচনায় ভালো ফল হয় তবে তাতে সকল শ্রমিকই উপকৃত হবে। তাছাড়া ধর্মঘটই সব সমস্যার সমাধান এমন তো নাও হতে পারে।' সন্টি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায় সে এমন করে কথা বলছে কী করে !

মাতব্বরের চোখ দুটো সন্টির কথাগুলো শুনতে শুনতে ক্রমশ রক্তবর্ণ ধারণ করতে থাকে। 'আপনি কে মশাই ? ইউনিয়নের হয়ে দালালী করতে এসেছেন ?'

মাতব্বরের গলার আওয়াজে আরো কজন ওখানে এসে হাজির হয়। ক্রুদ্ধ ভাবে তারা সন্টিকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'এমন কথা বলছ চাঁদ, যেন আমরা এখানে শুধু ঘাস খেতে এসেছি। ও শালারা আমাদের সঙ্গে ধর্মঘটেই বা যোগ দিচ্ছে না কেন ?'

'ব্যাটা দালাল এসেছে ফুটানী মারাতে।'

ওদের মধ্যে একজন মাতব্বরের কানে কানে কি বলে। মাতব্বর ক্রূর হাসিতে মুখ ভরিয়ে তোলে। 'তাই বল বাছাধন, তুমি মালিকের পোষা লোক। এখানে এসেছ দালালের হয়ে দালালী করতে !'

'কেটে পড় তো বাছাধন। যাও, কাজল চ্যাটার্জী নয়ত তার বাপ শ্যামলাল মাহাতোর কাছে। ইনাম পাবে বহুৎ।' আর একজন মন্তব্য করে।

ব্যথিত সন্টি সরে আসে। ও বুঝতে পারে ওদের কাছে আর কিছু বলা

অর্থহীন। এরা অন্য কোন যুক্তি শুনবে না। ওদের মতের বাইরে কোন কথা বললেই দালাল নাম দেবে। অপমানের দংশনে সন্টির সারা দেহে জ্বালা ধরে। মনের মধ্যে আরো তীব্র জ্বলুনী টের পায় সে। মালিকের পোষা লোক! দালাল! হ্যাঁ, তার সহকর্মীদের কাছে তার একমাত্র পরিচয় সে মালিকের ভাড়াটে লোক। কারখানার সবাই তাকে জানে মাত্র এই একটি পরিচয়ে। তার পরিচয়, সে বিভেদ পন্থী। সে শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কাজ করছে। নিজের উপর তীব্র আক্রোশ হয় সন্টির। সকালের প্রসন্নতা নিমেষে উবে গিয়ে দুঃসহ অবমাননার জ্বালা তার সর্ব দেহ মন দহন করে। মালিকের পোষা কুত্তা! হায় ভগবান! কেমন করে সে সবাইকে বোঝাবে সে মালিকের পেটোয়া লোক নয় কোনো মতেই। আর পাঁচজনের মতই সে শ্রমিক ঐক্য, সংহত সংগ্রাম, জোট বন্ধ পরিকল্পনা চায়। কি করে সে সবাইকে জানাবে সে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীর একান্ত আপন লোক, আর সকলের মতই অনন্ত শোষণের শিকার এবং বোধহয় আর সকলের চাইতেও অনেক অনেক অসহায় ভাবে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত।

কারখানার ভিতরে অশ্বত্থ গাছটার বাঁধানো বেদীতে ক্লান্ত সন্টি বসে পড়ে। আজ সে একবারও তার নিজের কাজের জায়গায় যায়নি। যেতে ইচ্ছে করছে না তার। সারা দেহ মনে পুঞ্জিভূত ব্যথা আর গ্লানি। নিজের পরিচয়ের দৈন্যে সে ম্রিয়মাণ। এই মুহূর্তে তার ইচ্ছে করছে অসহ দীপ্তিতে জ্বলে উঠতে। প্রচন্ড দহনে নিজের চারপাশের সব কিছুকে পুড়িয়ে মারতে। খান্ডব দহনের বহ্নি আলোয় সবাই জানুক তার সত্যকারের পরিচয়। জ্বলন্ত কারখানা ঘরের সঙ্গে এক হয়ে যাক তার দগ্ধ মনন। সবাই জানুক সে মালিকের পোষা কুত্তা নয়, সবাই জানুক সে শ্রমিক শ্রেণীরই একজন। বিভ্রান্ত, সংকীর্ণ দলবাজীর সমর্থক হয়নি বলে তাকে নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে সুযোগ সন্ধানীরা।

'এখানে এমনি করে বসে? শরীর খারাপ নাকি?'

প্রশ্ন শুনে মুখ তোলে সন্টি। নয়নাংশু। ওকে দেখে সন্টির ভালো লাগে খুব। গোটা কারখানায় এই একটি মাত্র লোক যে অনেক বোঝে, যে অনেক দরদী আর যে সন্টিকে তার সত্যিকারের পরিচয়ের আলোয় দেখেছে।

'এমনিই বসে আছি।' সন্টি ধরা পড়তে চায় না।

নয়নাংশু ওর পাশে বসে। ওকে ভালো করে দেখে একটু। 'তোমার কি হয়েছে? এমন ক্লান্ত লাগছে কেন তোমাকে?'

'না বেশ তো আছি। শুধু ভাবছি আমরা কোথায় চলেছি।' সন্টি আস্তে আস্তে বেদনা প্রকাশ করে।

'জাহান্নমে। সে বিষয়ে সংশয় নেই তো একটুও। আজকালের মধ্যেই বুঝতে পারবে সংকীর্ণ দলবাজী মেহনতী মানুষের আন্দোলনকে সংহত না করে কেমন করে তাকে ধ্বংস করে।' নয়নাংশুর চোখেও শঙ্কা আর বেদনা ঝরে পড়ে।

'সেই কথাই ভাবছিলাম বসে বসে। এই যে দুটি দল যারা মুখে শুধু শ্রমিক ঐক্য আর আন্দোলনের কথা বলছে, যাদের উদ্দেশ্য ঘোষণা মত এক, তারা কেন যে সত্যিকারে মিলতে পারছে না তাই বুঝতে পারছি না। কোথায় এদের বাধছে জানি না। কিন্তু এরা মিলনের নামে বিভেদকে জোরদার করছে।'

'তুমি আসল জিনিসটাই বুঝতে পারছ না, সন্টি। আমাদের কারখানায় যা ঘটছে তার মূলে শুধুমাত্র সুবিধাবাদী নেতৃত্বের খেলাই নেই, আছে মালিকের অদৃশ্য নিপুণ হাতের খেলাও।'

'ফেডারেশন তো তাই বলছে। ইউনিয়ন যে প্রকৃতপক্ষে মালিকের দালাল এটাই ওদের মুখ্য বক্তব্য।

নয়নাংশু মৃদু হাসে। 'কে যে কার দালাল এক্ষুণি বলা শক্ত। ফেডারেশন যেমন ইউনিয়নকে দালাল বলছে, তেমনি ইউনিয়নও ফেডারেশনকে মালিকের দালাল বলছে। নেতৃত্বে সুবিধাভোগী লোক দুপক্ষেই আছে এবং আমার দৃঢ় ধারণা মালিক পক্ষ সূক্ষ্ম কূটনীতির খেলায় শ্রমিক আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করছে; মূল লক্ষ্য থেকে আন্দোলনের ধারাকে বিচ্যুত করে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী খাতে প্রবাহিত করছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে দুদলেই প্রচুর নিষ্ঠাবান কর্মী আছে, নেতৃত্বের মধ্যেও হয়ত নিষ্ঠার অভাব নেই, কিন্তু বিভেদ পন্থার অতি সূক্ষ্ম চাতুর্যে তারা পরাজিত হচ্ছে।'

'জানো নয়নাংশু, আমি এই কথাই ওদের বলতে গিয়েছিলাম। আমি বলতে চেয়েছিলাম দুদলের মূল লক্ষ্য যদি মালিকের শোষণকে প্রতিহত করা হয়, তাহলে দুদলে মিলে কেন একদল হচ্ছে না? উদ্দেশ্যে যদি ফারাক না থাকে তবে মিলনের বাধা কোথায় আমি জানতে গিয়েছিলাম।'

'কি উত্তর পেলে?' স্মিত হেসে নয়নাংশু প্রশ্ন করে।

সন্টি হঠাৎ কথার উত্তর দিতে পারে না। ক্ষণ পূর্বের অপমানের জ্বালা তার সারা অঙ্গে প্রদাহ সৃষ্টি করে। তীব্র গ্লানিতে ম্লান হয়ে যায় তার সারা মুখ। দ্যুতি হারায় দুটি কাজল কালো চোখ।

'কি উত্তর দিচ্ছ না যে?' নয়নাংশু তাড়া দেয়। সন্টির মুখে ব্যথার রেখা তার চোখে প'ড়।

'উত্তর! উত্তর তো একটাই। যে প্রশ্ন করবে সেতো অপর পক্ষের এবং মালিকের দালাল। আমিও সেই একই উত্তর পেলাম।' সন্টির মুখে সহস্র চাবুকের রেখা স্পষ্ট হয়। 'আর আমার তো কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করারই অধিকার নেই।'

'অধিকার নেই! কেন?' নয়নাংশু চকিত হয়।

'আমার পরিচয় তো তুমি জানো নয়নাংশু। সমস্ত কারখানার লোকে আমাকে একটা মাত্র পরিচয়েই জানে। আর তা হল আমি মালিকের দালাল, পোষা কুকুর।'

'দালাল! দালাল! দালাল!' হিংস্র গর্জনে হঠাৎ নয়নাংশু দাঁত কিড় মিড় করে ওঠে। 'সুবিধাবাদী নেতৃত্ব প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার একটা মাত্র হাতিয়ার রেখেছে। মতে না মিললেই সে হল দালাল। অথচ নিজের মত এবং পথ দুটোই যে পরম ভ্রান্ত হতে পারে এ কথা ভেবে দেখেনা একবারও। যে প্রতিবাদ করবে তাকে বলবে দালাল। শুধু এই কারখানায় কেন, গোটা দেশের পুরো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তথা মেহনতী মানুষের আন্দোলন এই পথে বানচাল হয়ে যাচ্ছে বারবার। অন্তত ক্ষতিগ্রস্ত যে হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই একটুও। যুক্তি দিয়ে আমাদের নেতারা ভাবেন না, মন দিয়ে বোঝেন না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন না। তাই প্রতিপক্ষের অথবা সমান্তরাল মতের যে কোন বাধাকে প্রতিহত করতে চায় তাকে দালাল আখ্যা দিয়ে! সত্যিকারের দালাল গোষ্ঠীই অন্যকে দালাল নামে পরিচয় করিয়ে গণ আন্দোলনের প্রগতিশীল ধারাকে স্তব্ধ করে দিতে চায়।' আক্রোশে নয়নাংশুর গলার শিরাগুলো ফুলে ওঠে।

নয়নংশুর কথায় সন্টি সান্ত্বনা পায়। এই কারখানায় অন্ততঃ একটা লোক তার মতকে মর্যাদা দিচ্ছে। নয়নাংশুকে তার আপনজন মনে হয়। সে ওকে বিশ্বাস করে। লেখাপড়া অত করেছে নয়নাংশু সেকি মিথ্যেই!

'নয়নাংশু।' সিরিয়াস কণ্ঠ সন্টির।

'বল।'

'আমি ইউনিয়নের সঙ্গে আগে কথা বলার চেষ্টা করে অপমানিত হয়েছি। আজ ফেডারেশনের সঙ্গে কথা বলেও একই ফল লাভ করলাম। আমার যা পরিচয় তাতে আমাকে সবাই ঘেন্না করবে। কেউ বিশ্বাস করবে না আমাকে। তবু আমি চাই সবাইকে বোঝাতে যে আমি সত্যি সত্যিই মালিকের লোক নই। আমি তোমাদেরই লোক।'

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক। আমি তোমাদেরই লোক।'

নয়নাংশু ধীর কণ্ঠে আবৃত্তি করে। 'সনৎ, দুঃখ পেয়োনা। কেউ না জানুক, অন্তর্যামী জানেন তুমি আমাদেরই লোক। হয়ত এমন সময় আসবে যখন তোমার সত্যিকারের পরিচয় সবাই জানবে। শুধু জানবে না, তারা তোমাকে যে অপমান করেছে তার জন্য লজ্জা পাবে, দুঃখ করবে, ক্ষমা চাইবে। সেই শুভদিন তাড়াতাড়ি আসুক এই প্রার্থনা জানাই।'

নয়নাংশুর কথা শেষ হবার আগেই কারখানার অফিস ঘরের দিক থেকে প্রচণ্ড গোলমালের আওয়াজ আসে। এতক্ষণ একটানা যে শ্লোগান শোনা যাচ্ছিল তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। পরিবর্তে একটা বিশৃঙ্খলা, একটা হুড়োহুড়ির আওয়াজ আসে। নয়নাংশু আর সন্টি পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করে ক্ষণেকের জন্য। তারপর তারা উঠে পড়ে। এগিয়ে যায় গোলমালের দিকে।

একটু এগোতেই কিন্তু ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রচণ্ড শব্দে পরপর গোটা

কতক বোমা ফাটে কাছাকাছি। হৈ হৈ হুল্লোড় ঠেলাঠেলির আওয়াজ, চিৎকার, কাতর আর্তনাদ। দুদ্দাড় করে এক গাদা লোক ছুটে চলে যায়। এপাশ ওপাশ থেকে আরো অনেকে ছুটে আসে। কারো কারো হাতে লোহার রড, হাতুড়ি, লাঠি, ইঁট, বোতল। সন্টি আর নয়নাংশু আরো একটু এগোয়। ওদিক থেকে ছুটে আসে মনমোহন। নয়নাংশুকে দেখে সে একটু দাঁড়িয়ে পড়ে। উধার মৎ যাও ভাই।'

'কিঁউ? ক্যা হুয়া উধার?' নয়নাংশু জানতে চায়।

'মারদাঙ্গা সুরু হো গিয়া। বোম মারা, বোতল ঔর ইঁটা ছোঁড়া, পুলিশ আতা হ্যায়। বাৎ পিছে, আভি ভাগো। ইঁহা রহনা মাৎ।' মনমোহন আবার ছুটতে সুরু করে।

সন্টি আর নয়নাংশু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে! 'কি করবে?' সন্টি জানতে চায়।

'কিছু করার নেই। যা ভেবেছিলাম তাই হল।' নয়নাংশু উদ্বিগ্ন।

'কারা এসব করছে? বোম ফাটাল কে?' সন্টি জানতে চায় আবার।

'দুদলই করছে আর কি! অন্ততঃ দুদলেরই কিছু লোক শ্রমিক আন্দোলনকে জোরদার করার নামে মারামারি করে আন্দোলনের সর্বনাশ করল। পুলিশ আসছে। একগাদা লোককে ধরবে। তারপর মালিক কারখানায় লক আউট করতে পারে। লক আউট হলে পুরো সর্বনাশ হবে। অর্থাৎ যেটুকু প্রগতিশীল কাজ হচ্ছিল সব কিছু এক আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।'

'এখন উপায়?'

'উপায় কিছু নেই। আপাতত পালাও। উন্মাদ লোকগুলোকে কিছু বলতে গেলে তোমার হাল কি হবে জানোই। কিছু না বলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও যে পুলিশ তোমাকে ছেড়ে দেবে এমন কথা নেই। অতএব এখন পালাও।'

নয়নাংশুর উপদেশ সন্টি মেনে নেয়। দ্রুত পায়ে ওরা বি, টি, রোডের দিকে চলে যায়। ওখান থেকেই ওরা দেখল পুলিশ ভ্যান আসছে। একটা নয়, দুটো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে এল ফায়ার ব্রিগেড। তার মানে কারখানাতে আগুনও লেগেছে। আগুন লাগল কি করে!

'আগুন কি আর এমনি লাগে?' নয়নাংশু হাসে। 'আগুন লাগানো হয়েছে।'

'কে লাগাল?' অবাক প্রশ্ন সন্টির।

'কে লাগাল মানে?' নয়নাংশু বিস্মিত সন্টির প্রশ্নে।

'মানে, মালিক নিশ্চয়ই লাগাবে না কারণ তার ক্ষতি এতে। শ্রমিক লাগাবে না কারণ কারখানা পুড়ে গেলে তার রুজি রোজগার বন্ধ।' সন্টি ব্যাখ্যা করতে চায়।

'আগুন লাগলে মালিকের ক্ষতি ঠিক। কিন্তু কতটুকু? কারখানা ইনসিওর করা। তাই মালিক যদি মনে করে কিছুদিন কারখানা বন্ধ থাকলে কর্মীরা জব্দ হবে এবং সেও এর মধ্যে নিজের রণ কৌশল ঠিক করবে তবে তার পক্ষে কারখানায় আগুন লাগিয়ে একটা ডামাডোল সৃষ্টি করা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া সব মালিকেরই চেষ্টা থাকে লোক কমানোর। এজন্য অজুহাত খোঁজে তারা। বিশেষত লোকসান বেশিদিন চললে বা বাজারে মালের চাহিদা কমলে। এমনিতে আজকাল কাউকে ছাঁটাই করা কঠিন। শ্রমিকেরা প্রতিবাদ করবে। সরকার বাধা দেবে। কিন্তু লক আউট এই সুযোগ এনে দেয়। সেই সময় মালিকের চাপ ভুখা মজদুর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। অপরদিকে রেষারেষিতে শ্রমিক স্বার্থের মূল্য থাকে না সে তো তুমি বুঝতেই পারছ। রেষারেষি আর স্বার্থান্ধ নেতৃত্বের লড়াই যেখানে চলে, সেখানে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বুদ্ধি ভালোমন্দর বিচার করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তারই পরিণাম কারখানা ঘরে আগুন লাগানো।' নয়নাংশু চুপ করে।

'এবার কি করবে?' সন্টি জানতে চায়।

'আপাতত বাড়ী যাবো। কালকে কারখানার পরিস্থিতি দেখে যা হোক কার্যক্রম ঠিক করা যাবে। তুমিও বাড়ী যাও।' কথাটা বলেই নয়নাংশু হেসে ফেলে 'তোমার আবার বাড়ী! চলো আমার সঙ্গেই।'

বাড়ীর কথায় সন্টির মনে পড়ে মালতীর কথা। আজ তাদের নতুন সংসারের পত্তন হবে। অনেকগুলো জিনিস কেনা কাটা করতে হবে। সে নিজেই কিনে নিয়ে যাবে নাকি! না, তার চেয়ে সময় যখন আছে তখন মালতীকে সঙ্গে করে ওর পছন্দ মতো জিনিসপত্র কেনাই ভালো। মালতীকে আবার ডাক্তারের কাছেও যেতে হবে। আজ থেকেই তো ওর ইঞ্জেকসন নেবার কথা। কোথা থেকে যে একটা বিশ্রী রোগ বাঁধিয়েছে। রোগ না লক্ষ্মী। রোগ না বাঁধলে মালতী কি এত সহজে কংকরিয়ার হাত থেকে রেহাই পেত! নাকি সে এত সচ্ছন্দে সন্টির ভাঙা ঘরে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করত! মনে মনে হাসে সন্টি। এঁটো পাতার ভাগ্য পরিবর্তন অবশ্য হয়নি। এক আস্তাকুঁড় থেকে আর এক আস্তাকুঁড়ে উড়ে এসে পড়ল। এক নর্দমা সাঁতরে পার হয়ে যেখানে এলো সেটাকে আপাতত মনে হবে গঙ্গার জল। রোসো। দুদিন যাক, তারপর দেখবে কোথায় গঙ্গা! বড়লোকের নর্দমা থেকে বস্তির নর্দমা। চেহারা এবং গোত্রে আলাদা হলেও আদতে তারা এক। মোহ কাটার ওয়াস্তা শুধু।

সন্টি বিদায় নেয় নয়নাংশুর কাছ থেকে।

বস্তির কাছাকাছি আসতেই সন্টির হঠাৎ মনে হল আশেপাশের সব লোক-গুলো তাকে লক্ষ্য করছে। সে বারবার তাকিয়ে দেখল। কেউ তাকে সোজা-সুজি লক্ষ্য করছে না। করছে তির্যকভাবে। বস্তীর ভিতর ঢুকে সন্টির এই বোধটা আরও বাড়ল। তার মনে হয় সবাই তাকে শুধু দেখছে না, তাকে

যেন পর্যবেক্ষণ করছে। কি ব্যাপার! হঠাৎ কি হল যে সন্টি প্রতিবেশীদের কাছে এত দ্রষ্টব্য হয়ে উঠল। সে তো রোজই সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি এখান দিয়েই যাতায়াত করে, কিন্তু কোনদিনও তার মনে হয়নি সে সকলের চেয়ে পৃথক এমন কিছু যার জন্য বস্তীর লোকেরা তাকে অপলকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তবে আজ হঠাৎ নতুন কি হল!

খানিকবাদেই ওর সংশয় দূর হল। কলতলার কাছে সীতা বৌদির সাথে দেখা। সীতা বৌদি সন্টির দুটো ঘর পরে থাকে। ওর ছেলেটা মাঝে মাঝে সন্টির কাছে এসে বড্ড আব্দার ধরে। দুএকদিন সীতা বৌদির বর তাকে ডেকে চা খাইয়েছে। সেই থেকে আলাপ, অন্তরঙ্গতা। সীতা বৌদি ইয়ার্কি ফাজলামীও করে মাঝে মাঝে।

'কোথায় গিয়েছিলে, ঠাকুর পো?' বস্তীর ভাঙা চোরা সরু গলিটার মাঝখানে রাস্তা আটকে দাঁড়ায় সীতা বৌদি।

'কেন! কারখানায়!' নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দেয় সন্টি।

'তোমার চেহারাটা যেন কেমন কেমন লাগছে?'

'কেমন কেমন আবার!' বিস্মিত সন্টি।

'এই এলোমেলো খুশী খুশী।' মিচকি হাসে সীতা বৌদি।

'তা হবে।' পাশ কাটাতে চায় সন্টি।

'তা হবে না, তাই হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'কিসের আবার ব্যাপার!' বিরক্ত হতে চায় সন্টি। কিন্তু সে বুঝতে পারে বিরক্তির ভাব তার ঠিক আসছে না।

'ন্যাকা। যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।' হাসে সীতা বৌদি। 'ঘরে উটি কে এসেছে?'

এতক্ষণে সন্টি বুঝতে পারে তার প্রতি হঠাৎ সকলের আকর্ষণ বৃদ্ধির কারণ কি। সেও হাসে প্রসন্ন দরাজ হাসি।

'কে বলুন তো, বৌদি?'

'আহা, তাই যদি জানবো তবে আবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করব কেন?' কপট রোষ প্রকাশ করে সীতা বৌদি।

'আন্দাজ করুন।'

'কোনো ভদ্দরলোকের মেয়েকে ফুসলিয়ে এনেছ আবার কি! দেখে তো খুব বড় ঘরের মনে হল।'

'ফুসলিয়ে আনা কি এতই সহজ, বৌদি?' সন্টি হাসে। 'ফুসলিয়ে আনলে এতক্ষণ থানা পুলিশে হৈ চৈ হত না! হাতে দড়ি বেঁধে কখন চালান করে দিত।'

'সেও তো কথা!' সীতা বৌদি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। 'তবে আনলে কি করে ভাই?'

'বিয়ে করে। তা না হলে আবার কি করে আনব ?'

'ও, উটি বুঝি তোমার বৌ !' সীতা বৌদি দারুণ অবাক হয়। 'তা হ্যাঁ ভাই, বিয়েটা করলে কবে ? চুপি চুপি কাজ সেরেছ বুঝি ? আমাদের একটু জানালেও না !' অভিমানাহত বৌদির গলা।

'সময় আর পেলুম কই, সকলকে জানাবার !'

'ফুসলিয়েই এনেছ তাহলে ঠাকুর পো। বিয়ে করেছ না কচু করেছ। এমন সুন্দরী বনেদী ঘরের মেয়ে যেচে তোমার সঙ্গে এই বস্তীতে উঠবে মনে হয় না। তা যাই বল, ঠাকুরপো, কাজটা বোধ হয় ভালো করনি। এমন দামী চিড়িয়া কতদিন তোমার খাঁচায় থাকে দেখ।' রাস্তা ছেড়ে দেয় সীতা বৌদি।

'কাজটা ভালো করিনি মানে !' ক্ষুব্ধ সন্টি প্রতিবাদ করতে চায়। 'বিশ্বাস করুন ও সব মেয়ে ভুলিয়ে আনার দলে আমি নেই।'

সীতা বৌদি সন্টির দিকে বাঁকা ভাবে তাকায়। সারা মুখে তার অবিশ্বাসের হাসি।

'তা হবে ভাই।' পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় সীতা বৌদি।

সন্টি বোঝে ওর কথা সীতা বৌদি একটুও বিশ্বাস করেনি। সীতা বৌদি একা কেন, এই গোটা বস্তীটার একটা বাসিন্দাও তার কথা মেনে নেবে না। মালতীর বাইরের রূপ, পোষাক, কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যে একটা এমন আভিজাত্যের সূক্ষ্ম ছাপ আছে যা তার সম্বন্ধে প্রত্যেককেই সন্দিহান করে তুলেছে। খারাপ লাগে সন্টির। এমন একটা ইতর ধারণা সব কটা লোকের মাথার মধ্যে চেপে বসে আছে ভাবতেই তার নিজের উপর রাগ হয়। রাগ হয় গোটা বস্তীটার উপর। রাগ হয় মালতীর উপরও। কিন্তু রাগ করে লাভ নেই। বস্তীর লোকগুলোকে সত্যিই খুব দোষ দেওয়া যায় না। ওদের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে ওরা যা দেখছে তা শুধু আদিম এবং একান্তভাবে জান্তব নয়, পঙ্কিল এবং কুটিলতায় বীভৎস। এদের জীবনে কোন সৌরভ নেই, কোন অমৃত নেই। যা আছে তা শুধু সমুদ্র মন্থনের হলাহল। হলাহলের পাত্র যেখানে পূর্ণ এবং উপচীয়মান সেখানে নরক ছাড়া জীবনের কোন স্বর্গকেই কল্পনা করা সম্ভব নয়। সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিবেশীদের কদর্যতাকে বিচার করে সন্টির মন অনেকখানি গ্লানি মুক্ত হয়ে যায়।

নিজের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায় সন্টি। দরজা বন্ধ ভিতর থেকে। আস্তে আস্তে টোকা দেয়। প্রতিটি টোকার মৃদু আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের বীণার তারে মূর্ছনা বেজে ওঠে। একটা অপরূপ আনন্দের গমকে-গমকে তার শরীর নৃত্যছন্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

'কে ?' সুরেলা গলায় আওয়াজ আসে।

'সনৎবাবু বাড়ীতে আছেন ?' গলাটা বিকৃত করে সন্টি জিজ্ঞাসা করে।

'না। এখনও আসেন নি উনি।'

'মানে উনি কখন আসেন ? আপনি ওর কে ? একটা কথা ছিল।'

জানালাটার পিছনে এবার একটা মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটু দেখেই মালতী হেসে ফেলে। 'ও তুমি ! এমন ঢং করছিলে কেন ?'

সন্টিও হাসে এক মুখ। কৃতার্থতার হাসি। সত্যিই সে ভাগ্যবান। ভাগ্যবান না হলে এমন মেয়ে যেচে তার ঘরে এসে উঠবে কেন ! তাও কী ঘর ! পচা গলা নর্দমার ধারে ভাঙা একখানা ঘর, যে ঘরে আলো আসে সারা দিনে হিসেব করে, রোদ আসে সকালে এক চিলতে, বাতাস আসে না ভয়ে একবার ঢুকলে বেরোবার পথ পাবে না বলে। মাথার উপর ফুটো টিন, দেওয়াল ইঁটেরই বটে তবে কাদার গাঁথুনী। একমাত্র মেঝেটা পাকা সিমেন্ট বাঁধানো। বাড়ীওয়ালা এখানেই যে কেন হঠাৎ অকৃপণ হল ভেবে কারণ বুঝে ওঠা যায় না। সেই ঘরে লক্ষ্মীর মতো যে মেয়ে নিজে থেকে এসে উঠেছে, ফুসলিয়ে তাকে আনা যায় না। আনলেও বনের পাখী খাঁচায় এসে থাকে না, প্রথম সুযোগেই মুক্তির আকাশে পাখা মেলে দেয়।

দরজা খুলে দেয় মালতী—'এসো ভিতরে। কি এত ভাবছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে !'

সন্টি ঘরে ঢোকে। বাঁ হাতের ঠেলায় দরজাটা বন্ধ করেই সবলে মালতীকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মালতীও সরে আসে ওর প্রশস্ত বুকের মধ্যে। গভীর আবেশে ওর চোখ দুটি বুজে যায়। সন্টি একহাতে ওর মুখটা নিজের দিকে তুলে ধরে। সূর্যের প্রখর আলোয় পদ্মকলির পাঁপড়িগুলো বুঝি সরমে বুজে যায়। চোখ বন্ধ করে মালতী।

'মালতী।' তন্ময় কণ্ঠে সন্টি ডাকে।

'উঁ ?' আবেশ ভরা মালতীর স্বর।

'তুমি কি আকাশ থেকে খসে পড়া তারা ?'

'কেন বলত ?'

'হঠাৎ আমার ঘর আলো করতে এলে।'

'না গো না, আমি তারা ফারা কিছু নই। আমি এই পৃথিবীর মানুষ, এই পৃথিবীর পাঁকেই আমার জন্ম।'

'পাঁকে জন্মালেও তুমি পঙ্কজ। তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা ভাগ্যের জোরে তোমায় পেয়েছি।'

'সত্যিই বোধ হয় তাই নয়। আমি তোমার জীবনে বিষ-কন্যা। আমার স্পর্শ তোমার কোনো মঙ্গল করবে না। হয়ত বা চরম অমঙ্গল আমি এনেছি তোমার জীবনে।' অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে মালতী।

'অলুক্ষণে কথা বলো না লক্ষ্মীটি। জানো, বস্তীর সবাই কি বলছে ?'

'কি বলছে ?'

'আমি নাকি তোমাকে ফুসলিয়ে এনেছি।'

'ওমা! তাই নাকি? কে বলছে একথা?'

'সীতা বৌদি, দুখানা ঘর ওপাশে থাকে, একটু আগেই বলল।'

'তুমি কি উত্তর দিলে?'

'বললাম এমন মেয়েকে কি ফুসলিয়ে আনা যায়! থানা পুলিশ হবে না তাহলে!

'তাতে কি বলল?'

'কি আবার বলবে? বললাম তোমায় বিয়ে করে এনেছি। কিন্তু মনে হল বিশ্বাস করল না।'

'সীতা বৌদি ছাড়া আর সবাই কি বলল?'

'আর কেউ কিছু বলেনি। মানে বলতে সাহস পায়নি। সন্টি গুণ্ডাকে বোধহয় এতদিনে অনেকে চিনে গেছে। তবে প্রত্যেকের মুখে একই কথা লেখা আছে।'

নিজেকে আলগা করে নেয় মালতী এতক্ষণে। 'বলুকগে যার যা ইচ্ছে। লোকের কথায় আমাদের কি এসে যায়।'

'হুঁ।' সন্টি মাথা নাড়ে। 'তা বটে। লোক সব বদনাম করে, লেকিন তুমসে হামনে প্যার কিয়া।'

'ঠিক বাৎ।' মালতী মাথা নাড়ে।

মালতীকে ছেড়ে দিয়ে সন্টি ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। ঘরের অবস্থা খানিক গোছানো। ঘরের কোণে একটা দড়িতে সন্টির জামা কাপড় এলোমেলো ভাবে ঝুলত! সেগুলো সযত্নে সাজানো! পাশে আছে দু' একটা শাড়ী জামা যা মালতী কাল নিজের সঙ্গেই এনেছিল।

'বাঃ ঘরের চেহারাটাই পাল্টে গেছে!' সন্টি তারিফ করে।

মালতী হাসে। 'তোমার ঘরে কিই বা আছে যে সাজিয়ে গুছিয়ে ঘরের চেহরা ফেরাবো?'

'কেন, তুমি তো আছ! তুমি থাকলেই ঘরের চেহারা আপসে ভালো হয়ে যাবে।'

মালতী আবার হাসে! 'তোমার ঘর সংসারের কিছু কেনা হয়নি কিন্তু!' তার মানে আজ রাত্রেও হোটেল ভরসা!'

'কেন, তুমি যে আনবে সব বলেছিলে! সন্টি একটু বিস্মিত হয়।

'সারাদিন যা ঘুম পাচ্ছিল, কি বলব! তা ছাড়া তোমাদের এই এলাকায় আমার একলা বেরোতেও ঠিক ইচ্ছে করছিল না।'

'কেন নোংরা বলে?'

'সেটা একটা কারণ হতে পারে। আসল কারণ অবশ্য এখানকার লোক-গুলো। ওরা যেন কেমন! কেমন করে তাকায়! আচ্ছা সন্টি, একটা অনুরোধ করব? রাখবে?'

'আগে শুনি।'

'চল এখান থেকে চলে যাই আমরা।'

'কোথায় ?'

'দেওদার স্ট্রীটের ফ্ল্যাটটা আমার নামেই নেওয়া আছে। ওখানে চল। ভদ্র সুস্থ জীবন যা তুমি চেয়েছিলে ওখানে তাই পাবে। এখানে কি আছে দুর্গন্ধ আর আবর্জনা ছাড়া! তাছাড়া এখানকার বাথরুম—রাম! ওখানে কি করে যে লোকেরা যায় কে জানে!' মালতী বিরক্তি প্রকাশ করে।

ক্ষণিকে ম্লান হয়ে যায় সন্টি। বিরক্ত এবং আহতও।

মালতী যে জীবনে অভ্যস্ত তার সঙ্গে দমদমের এই বস্তীর জীবনের অনেক ফারাক সে বোঝে। কিন্তু মালতী বলে সে নাকি বস্তীরই মেয়ে। বস্তীতেই ওর জন্ম। তাছাড়া ও তো সব জেনে শুনেই এখানে এসেছে। তবে!

'থাকলে এখানেই থাকব। আমার মতো লোকের পক্ষে দেওদার স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে থাকা সম্ভব নয়। ওখানে আমি হাঁফিয়ে মরব।' গম্ভীরভাবে জবাব দেয় সে।

'তোমাকে কোনমতেই এখানে থাকতে দেব না।' মালতী জোর করে।

'আমি বস্তী ছেড়ে কোনখানেই যাবো না। কাজেই এখনও সময় আছে। ইচ্ছে করলে তুমি তোমার ফ্ল্যাটে স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারো।' খুব দৃঢ় লাগে সন্টিকে।

মালতী বোঝে সন্টির সঙ্গে এখন তর্ক করা বৃথা। সময়ে ওর মত পরিবর্তন করাতেই হবে। তবে আপাতত এ নিয়ে জোরাজোরি করা অর্থহীন। সে কথা ঘোরায়।

'আচ্ছা, সে সব না হয় পরে আলোচনা করা যাবে। এখন চল, বেরোই দু'জনে। টুকিটাকি সব কিছু কিনে আনা যাক।'

'আমি তোমার সঙ্গে ঘুরতে পারব না। আমার আবার মিটিং আছে।' সন্টি নিজের গুরুত্ব বাড়ায়।

'কিসের মিটিং আবার ?' মালতী অবাক হয়।

'কেন রাত আটটায় তুলসীদাসবাবুর বাড়ীতে মিটিং আছে না! কাল যে খবর দিয়ে গেল। তোমার তো আচ্ছা ভুলো মন। এদিকে আজ আবার কারখানায় আগুন জ্বলেছে।'

'সেকি!' কি হল সেখানে ?'

'দু'দলের ঝগড়া থেকে মারামারি, তার থেকে কারখানায় আগুন। পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড সবই তো গেছে দুপুরের দিকে। কাল থেকে হয়ত কারখানা বন্ধ থাকবে। মালিক এ সুযোগ ছাড়বে না। ওরা তো এই চাইছিল। লক-আউট করবেই।' সন্টি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। 'এ সময় তুলসীদাসবাবুর জরুরী মিটিংয়ে যেতেই হবে। জানতে হবে ওদের মৎলব।'

'তাতো বুঝলাম। কিন্তু লকআউট কেন করবে? ওতে তো মালিকেরই ক্ষতি! সব জান্তার ভঙ্গীতে মালতী ভ্রূ নাচায়।

'করবে নাই বা কেন! ওদের অর্ডার কমে গেছে ইদানীং। লোকগুলোকে মাইনে দিতে হচ্ছে বসিয়ে বসিয়ে। লকআউট হলেই তো টাকাটা আর দিতে হবে না।'

মালতী একটু ভাবে। তাকে চিন্তিত লাগে। সন্টি পরিস্থিতিকে লঘু করতে চায়। 'চলো, তোমার হাঁড়ি কড়াই কিনে আনি যদিও কারখানা বন্ধ হলে হয়ত হাঁড়ি শিকেয় ঝুলিয়ে রাখতে হবে।'

'না গো না, ব্যাপারটা অত হাল্কাভাবে নিও না। কারখানায় যখন আগুন জ্বলেছে তখন কি দরকার তোমার তুলসীদাসবাবুর বাড়ীতে মিটিঙ ফিটিঙে যাওয়ার। তোমাকে যেতে হবে না।' মালতী প্রচন্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

'আমাকে যেতেই হবে। দেখি মালিকের মন যুগিয়ে কাজটা রাখা যায় কিনা। হয়ত বা মোটা ইনামও পেতে পারি।' মালতীর উৎকণ্ঠা উপভোগ করতে করতে সন্টি বলে।

'তোমাকে যেতে হবে না বলছি তো। চাকরীও রাখতে হবে না, ইনামও পেতে হবে না।'

'চাকরী গেলে খাব কী?' সন্টি মুখ চুলকিয়ে হাসে।

'চাকরী গেলে আবার চাকরি পাবে। আর তাছাড়া আমার কাছে যা আছে তাতে আমাদের অনেকদিন ভালো করে চলে যাবে। মিছিমিছি কোনো হুজ্জোৎ হাঙ্গামায় তুমি যাবে না তা বলে দিচ্ছি।'

মালতীর হুঁশিয়ারীতে কান দেয় না সন্টি। 'কি যে বল। এই তো সুযোগ, এই সুযোগে হয়ত আমি আমার পরিচয় লিখন বদলে দিতে পারব চিরকালের মতো। আর কেউ বলবে না সনৎ মুখার্জী মালিকের পোষা কুত্তা।'

মালতী খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একটু সরে এসে সন্টির পিঠে নিজের মুখ রাখে। পিছন দিক দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে আহ্লাদে আহ্লাদে গলায় সে বলে, 'দেখো, ওসব ভালোমন্দ আমি মেয়েছেলে কিছু বুঝি না! এমন কিছুর মধ্যে যেয়ো না যাতে তোমাকে বিপদে পড়তে হয়। আমি ওদের ভালো করে চিনি। ওরা শয়তানের চেয়েও হিংস্র। ওরা স্বার্থের জন্য যে কোন কাজ করতে পারে।'

'ভয় নেই। আমি অত কাঁচা মাল নই। আজ সনৎ মুখার্জী যাবে না—আজ যাবে সন্টি গুন্ডা। মালিক জানবে কেমন হাত ওর!' সন্টির চোখে মুখে উত্তেজনা খেলা করে।

আতঙ্কিত হয় মালতী। সে সন্টিকে বেষ্টন করেই থাকে। সন্টির উত্তেজনা কমে আসে আস্তে আস্তে। একটু পরে সে মালতীকে সামনে টেনে ওর মুখটা দু'হাতে তুলে ধরে। তারপর গভীর মমতায় আর প্রেমে ওর ঠোঁট দুটোর উপর

নিজের উত্তপ্ত ঠোঁট দুটো চেপে ধরে। এমনি অবস্থায় দুজনে নিঃসাড় হয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

ধীরে ধীরে মালতী নিজেকে মুক্ত করে। আধো স্বরে সন্টির কাঁধে গাল রেখে, বলে, 'হ্যাঁগো, একটা কথা বলব। রাগ করবে না বল।'

সন্টির মনটা নরম হয়ে যায় মালতীর কথায়। 'কি কথা বলো না!'

'দেখ আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, ভুল বললে ক্ষমা করো।'

'আহা ভণিতা ছেড়ে আসল কথাটা বলই না শুনি। আমিও তো মুখ্যু মানুষ—' রাস্তার ছেলে লেখাপড়া শিখিনি বলতে গেলে।'

'দেখ, অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে দেওদার স্ট্রীট ছেড়ে তোমার কাছে আশ্রয় নিয়েছি। মনে বড় আশা, তোমাকে ঘিরে নতুন জগৎ খুঁজে নেব। স্বপ্ন দেখি তোমাকে নিয়ে সংসার পাতবো। আমরা দুজন, তারপর তিনজন, সব শেষে চার বা পাঁচজন! ছেলে মেয়ে নিয়ে, তোমাকে নিয়ে আমি শান্তিতে, স্বস্তিতে থাকতে চাই।' মালতীর গলা কোন স্বপ্নের মায়া কুহকে গভীর থেকে গভীরতর হয়।

'মালতী।' সন্টি গাঢ় স্বরে ডাকে।

'বল।'

'তোমার স্বপ্ন সত্যি হতে বাধা কোথায়?'

'বাধা কোথাও নেই। তাই কোনো রকম ঝুঁকি তুমি নিও না। তুলসীদাস-বাবুর ওখানেও তুমি যেওনা।'

সন্টি অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে কি ভাবে। মনের মধ্যে তার শত সংশয় আর সহস্র দ্বন্দ্ব মাথা তুলে ওঠে। সংশয় ও দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে দুলতে এক সময় বোধহয় সে একটা সিদ্ধান্তে আসে। ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন হার মানে বর্তমানের কঠোর বাস্তবের কাছে। মালতীকে সে কথা বুঝতে দেয় না। শুধু বলে, 'আমি হার মানলাম, মালতী। তোমারই জয় হোক।'

মালতী সন্টির বুকের কাছে ঘন হয়ে আসে। অসীম কৃতজ্ঞতায় তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'জয় আমার নয়। জয় আমাদের বাঁচবার তাগিদের। জয় হোক আমাদের সংসারের।'

সন্টি উত্তর দিল না। মুখ নীচু করে চুপ করে বসে থাকে।

খানিক পরে হাল্কা প্রসাধন সেরে মালতী সন্টির সামনে এসে দাঁড়াল। তখনো সে দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসেছিল। মালতী ওকে দেখল একটু। কি যেন ভাবল মুহূর্তের জন্য। ছোট্ট হাত আয়নাটায নিজেকে দেখে নিল একবার।

'ওঠো।' মালতী এবার তাড়া দিল।

সন্টি নিরুত্তর। মালতী আবার তাগিদ দেয়।

'কি হলো? ওঠো, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।'

সন্টি এবার মুখ তোলে। মালতীকে দেখে ভালো করে। অল্প প্রসাধনেই ওর রূপ লাবণ্য যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। সন্টির চোখে মাদকতা আসে। ছোট্ট হেসে সে মাথা ঝাঁকায়।

'কোথায় যাবে ?'

'কেন দোকানে ? পাঁচটা বাজে প্রায়।'

মালতীকেও খানিক উচ্ছল মনে হয়।

ওর উচ্ছলতা সন্টির প্রাণেও পুলক ছোঁয়া দেয়। তড়াক করে সে লাফিয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে জামাটা নেবার ছুতোয় মালতীর কোমর জড়িয়ে ধরে। ওকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে করতে গুণ গুণ করে। 'তেরী মেরী দোস্তী লাগল লোগসব বদনামী কিয়া। লোগ সবকো বকনে দিজো। তুমনে হামনে কাম কিয়া।'

মালতী হাসি মুখে সন্টির কপালে নিজের ঠোঁট দুটোর স্পর্শ দেয়। সন্টি টুইস্ট নাচের ঢংএ এক পাক ঘুরে মালতীর ঘাড়ে চুমু দেয়। তারপর আবার গান ধরে। 'ও মাই ডিয়ার।

কাম হিয়ার

ডোণ্ট ফিয়ার—' শেষের পদে গলার জোর বাড়ায়।

'হঠাৎ এত খুশী যে।' মালতী একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'খুশী হবে না মাইরী ? আজ শালা সন্টির আবার নবজন্ম। ছিনতাই পার্টির সন্টি মুখুজ্যে আজ শালা সন্টি গুণ্ডা বনবে। শালা মুনসীর দোকানের এক পাত্তর চড়ালে জমত ভালো। কালি মার্কা তুমি তো আছই প্যারী। তোমার নেশাও কম জমজমা না। শালা ছুঁলেই ইলেকট্রিক শক লাগে। রম রম করে শিরগুলো।

সন্টি ধাঁই করে মালতীকে পাঁজাকোলা করে বুকের কাছে তুলে ফেলে।

'আঃ কি পাগলামো করছ ! পড়ে যাব যে !' বিরক্তি মাখা মালতীর কন্ঠ। 'যাবে তো তাড়াতাড়ি চলো। মাস্তানী কি এখনও ছাড়োনি ?'

'চটছ কেন সুন্দরী ? এই দেখ আমি তৈরী।' নিজের ভাঙা সুটকেশের ডালাটা তুলতে তুলতে সন্টি বলে।

সুটকেশের এক পাশ থেকে ইস্পাতের একটা চকচকে ফলা বার করে সে। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোতেও ফলাটা সাপের জিভের মতো লকলক করে ওঠে। এক পাশে একটু চাপ দিতেই সেটা গুটিয়ে যায়। বস্তুটিকে সাবধানে কোমরে জামার তলায় রাখে সণ্টি।

'ওটা আবার কি ?' বিস্ফারিত চোখ মালতীর।

'স্প্রিং লাগানো কেউটের বাচ্চা।'

'ওটা দিয়ে কি হবে ?'

'শালা সন্টি গুন্ডা হেক্কড় মারবে। র‍্যালা করতে গেলে এসব মাল ফাল

সঙ্গে রাখতে হয়।'

'তুমি সত্যি সত্যিই খুনোখুনি করতে চললে নাকি?' মালতী আতঙ্কিত হয়। 'ছোরাছুরি চাও না আমাকে চাও এক্ষুণি ঠিক করে নিতে হবে তোমাকে।'

'ডরো মাৎ মেরে দিলকী রাণী। খুনের কারবার অত সহজে হয় না। তবে সঙ্গে একটা কিছু হাতিয়ার না থাকলে কলজেটা বড় পানসে মেরে যায়।'

'না ওসব তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে না।' সশঙ্কিত মালতী সন্টির হাত দুটি নিজের হাতে তুলে নেয়। 'তুমি আমার সঙ্গে শুধু দোকানে যাবে। সঙ্গেই ফিরবে। আর কোথাও যেতে পাবে না।'

'বহুৎ আচ্ছা। যো হুকুম। তবুও ওটা সঙ্গে থাক। অনেকদিনের অভ্যাস ওকে কাছে রাখা।'

'যদি রাস্তায় খুনোখুনি বাধিয়ে দাও।' মালতী এখনও আশঙ্কিত।

'রাস্তায় আর কাকে খুন করব। তবে হ্যাঁ, তুলসীদাসবাবুর মোটা পেটটা ফাঁসাতে পারলে কাজ ভালোই হত। লেকিন মেরী জান, ও কাজ অত সহজ নয়। আমার মতো ডজন খানেক জান কুরবানী হলেও তুলসীদাসের ভুঁড়ো পেট আস্তই থাকবে।' নিজের রসিকতায় সন্টি হ্যা হ্যা করে হাসে।

হাতঘড়িটার দিকে তাকায় মালতী।

'আরে বাবা, সাড়ে পাঁচটা বাজতে চলল। চলো চলো। তোমার রঙ্গ রস রাখো এখন।'

সন্টি মালতীকে দেখে একবার। অপাঙ্গে। তাকে হঠাৎ গম্ভীর মনে হয়। অত্যন্ত রাশভারীও। কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরের দরজায় তালা লাগায়। চাবিটা বাড়িয়ে দেয় মালতীর দিকে।

'রাখো চাবিটা। তুমিই তো এখন এ ঘরের মালিক।'

নিজের হাত ব্যাগে চাবিটা রাখতে রাখতে সন্টির পিছনে মালতী পা বাড়ায়। সুগন্ধি রুমালটা আলতো করে নাকের উপর চেপে রাখে সে।

ঘুরে ঘুরে এ দোকান সে দোকান করে রান্নার জিনিসপত্র ওরা কেনে। সন্টি ও মালতী। টুকিটাকি আরো কিছু দরকারী জিনিস ওরা নেয়। তারপর ফিরে আসে নিজেদের ডেরায়।

আস্তানায় পৌঁছেই সন্টির খুব একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে।

'আমার এক বন্ধুর দারুণ অসুখ। ওকে একবার দেখতে যেতেই হবে। ইস আমি একদম ভুলে মেরে বসে আছি। ছিঃ ছিঃ।'

'কি অসুখ ওর?'

'ঠিক জানি না। ডাক্তার বলছে বাঁচবে না। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যেতে পারে।'

'আমাকে ফাঁকি দিচ্ছনাতো ?' মালতীর দু'চোখে সংশয়।

'তোমায় আমি ফাঁকি দিতে পারি ?' বিস্মিত সন্টি।

'আমায় ছুঁয়ে বলছ ?' মালতীর সন্দেহ যেতে চায় না।

'এই তোমায় ছুঁয়ে বলছি।' সন্টি মালতীর হাত স্পর্শ করে।

'বেশ, তবে যাও। খুব তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু। একলা একলা আমার ভয় করে খুব।'

'বেশি ভেব না। আমি ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই চলে আসব।'

সন্টি বেরিয়ে যায়। রাস্তায় এসে ওর খারাপ লাগে। মালতীকে এমনি করে মিথ্যে না বললেই হত। কিন্তু এছাড়া আর উপায়ই বা কি ছিল! সত্যি বললে কিছুতেই মালতী তাকে আসতে দিত না। ওকে যে জানতেই হবে মালিক পক্ষের মতলব। সহকর্মীদের সাবধান করে দিতে হবে। শ্রমিক আন্দোলনকে রক্ষা করতেই হবে যে কোনো মূল্যে।

আলিপুর রোডে সন্টি যখন পোঁছল তখন সাড়ে আটটা বাজতে বেশী দেরী নেই। দমদম থেকে সারাটা রাস্তা সন্টি ভাবতে ভাবতে এসেছে। তুলসীদাসবাবু কেন তাকে ডেকে পাঠাল! সে এখন কী করবে।

হয়ত ওরা প্ল্যান একটা কিছু করেছিল যাতে তাকে দরকার হত। কিন্তু সে প্ল্যান নিশ্চয়ই ভেস্তে গেছে। গোটা কারখানাটার পুরো পরিস্থিতিই তো পাল্টে গেছে। আগুন লেগে কারখানার কতটা পুড়েছে সন্টি জানে না। পুলিশ এসে কাকে কাকে ধরেছে তাও সে জানে না। তবে এটা নিশ্চিত ওরা বেছে বেছে সেই লোকগুলোকে ধরবে যাদের খাঁচায় আটকে রাখতে না পারলে মালিকের স্বার্থহানি ঘটবে। যদি তারা আটকা পড়ে তবে হয়ত মালিক কারখানায় লকআউট করবে না। করলেও লোক দেখানো হবে। কদিনের মধ্যেই আবার চালু হবে কারখানা। অবশ্য যদি আগুনে ক্ষতি বেশি হয়ে থাকে তো স্বতন্ত্র কথা।

কারখানার যাই হোক সন্টি এখন কি করবে! কাজ ছেড়ে দেবে ? ছেড়ে দেবে না, ওরা তাড়িয়ে দেবে। সেই কাজ ছাড়ুক আর ওরাই ছাড়াক সন্টির ভাবনা নেই। পুরনো জীবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মুক্ত স্বাধীন জীবন! বন্ধনহীন জীবন! সে জীবনে কলঙ্ক আছে, কালি নেই।

দূর শালার কলঙ্ক। বর্তমানই বা কি এমন কলঙ্ক মুক্ত! তবে একটা কথা। স্বাধীন জীবনে ফিরতে চাইলেই সে ফিরতে পারবে কি! এখন যে ওর পায়ে শিকল জড়ানো রয়েছে। সোনার শিকল না লোহার শিকল সে জানে না। তবে তার পায়ে বাঁধন উঠেছে। মালতী এতদিন তার কাছে ছিল স্বপ্ন, কল্পনার কুহেলি, রূপকথার রাজকন্যা। আজ সে বাস্তবে নেমে এসেছে। রূপকথার

রাজকন্যা কারখানার এক মজুরের বৌ হবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই। মালতী যে বস্তীতে জীবন কাটাবার জন্য তৈরী নয়, সে তো ওর কথা আর আচরণেই বোঝা গেছে। তার সে মানসিকতাই নেই। সে বস্তীতে উঠেছে সত্যি কথা। কিন্তু এ ওর ক্ষণিক মোহ। কল্পনার বিলাস! প্রাচুর্যের ক্লান্তির ভারে সাময়িকভাবে অবসন্না মালতী খেয়াল-খুশীর তাড়নায় তার ঘরে এসেছে। হয়ত বা রোগগ্রস্ত জীবনে সে সাময়িক ভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেছে, বিরাট জীবন স্রোতে নিজেকে নিতান্ত একাকী বোধ করেছে। হয়ত বা মানসিক ক্লেদভারে উচ্ছলতার প্রবাহকে সে হারিয়ে সন্টির মতো এক বন্ধ্যা ব-দ্বীপে নোঙর ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু কদিন পরে যখন রোগমুক্তি আসবে তখন তার নোঙর ছেঁড়ার তাড়না বাড়বে নাকি! দরিদ্র এক শ্রমিকের জীবন সঙ্গিনী হবার ক্লিষ্ট কল্পনায় মালতীর তাৎক্ষণিক মোহ ঘুচে যাবে। ওর মনে আবার আকর্ষণের জোয়ার আসবে—প্রাচুর্য ভরা যৌবনময় অবারিত জীবনের আকর্ষণ।

নিশ্চয় তাই হবে। অবশ্য তখন সন্টি তাকে জোর করে আটকে রাখবে না। রোগমুক্ত মালতী যখন বন্ধন মুক্তির আকিঞ্চন জানাবে তখন সন্টিও তাকে মুক্ত নভোাঙ্গনে বিচরণের সর্ব স্বাধীনতা দেবে। উভয়ের বন্ধন মুক্তিতে তখন ক্ষণিকের সব আবিলতা ধুয়ে যাবে! কিন্তু যতদিন না তা হয় ততদিন সন্টি ভার বয়ে যাবে। মালতীকে দুর্বহ মনে করবে না কোনো ক্লান্তির জড়তায়। কিন্তু মালতী প্রসঙ্গে একটা খটকা যেন কোথায় বাজে সন্টির মনে। অনেক ভেবেও সে সেটাকে দূর করতে পারছে না। অনেক শাসিয়েও মনের এই ছোট্ট খোঁচাটাকে সে তাড়াতে পারছে না। মালতী কদিনই বা বস্তীর ঘরে শ্রমিকের বউ হয়ে বেঁচে থাকার বিড়ম্বনাকে বয়ে বেড়াতে পারবে! তাছাড়া কংকরিয়া তুলসীদাসদের সঙ্গে তার অনেক কালের যোগ। যদি সংঘাত বাধে সন্টির সঙ্গে তুলসীদাসদের, আর তা বাধবেই, মালতী কোন পক্ষে যাবে! অনেক দিনের নিমক খাওয়া মালতী দূষিত দেহেও কি তাদের বিপক্ষে সন্টিকে সমর্থন জানাতে পারবে?

আলিপুর রোডের বড় ফটকওয়ালা বাড়ীটার গেটে পৌঁছে যায় সন্টি। ভিতরে ঢুকতে যেতেই বাধা পায়।

'কাঁহা যানা?'

দারোয়ানের প্রশ্নের উত্তরে সন্টি তার আগমনের উদ্দেশ্য জানায়।

'ক্যা নাম?' শানিত দৃষ্টি দারোয়ানের।

'সনৎ মুখাজী।'

'ক্যা? সন্টি মুখাজী?'

'হ্যাঁ।'

'যাইয়ে। সিধা যাকে বাঁয়ে মুড়না। উহাঁ ম্যানেজারবাবুসে বাৎ করনা পহলে।'

সন্টি ভিতরে যাবার অনুমতি পায়। কাঁকর বিছানো পথের উপর দিয়ে সে এগিয়ে যায়।

'এসো সন্টি। তোমার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।' হাতঘড়িটার দিকে এক নজর তাকিয়ে ম্যানেজার বলে। 'এত দেরী করলে কেন?'

'একটু আটকে পড়েছিলাম। আমায় দেখা করতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ। চলো ভিতরে। সবাই এসে গেছে অনেকক্ষণ।'

সবাই। সবাই আবার কারা! কে জানে! ম্যানেজারের পিছন পিছন সন্টি বাড়ীটার এঘর ওঘর বারান্দা করে ভিতরের একটা ঘরে ঢোকে।

ঘরের ভিতর দশ বারোজন লোক। তুলসীদাস বাবুও আছে। আছে রামযশ, মোহনলাল আর কজন। বাঁ দিকে তাকাতেই সন্টির চোখদুটো ছানা-বড়া হয়ে উঠল। একি! এ সে কাকে দেখছে! সে ভুল দেখছে না তো! না। ঐ তো কাজল চ্যাটার্জী—ওয়ার্কার্স' ইউনিয়নের আসল কর্তা। বিস্ময়ের আরো কিছু বাকি ছিল সন্টির কাছে। কাজল চ্যাটার্জীর পাশেই বসে আছে যে সে তো ফেডারেশনের এক বড় মাতব্বর। ওর নাম শুকদেব পাল বোধহয়। ওকে মিটিঙে বক্তৃতা করতে দেখেছে সে।

ওদের দেখে সন্টির সারা শরীর জ্বলে উঠল। বদমাইস বেইমানের দল। এরা নাকি শ্রমিক নেতা। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী সব। ঘৃণায়, লজ্জায় তার একবার ইচ্ছে হল ঠাস ঠাস করে হতভাগা দুটোর গালে চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। দেখা যাক আরো কি রহস্য আছে।

সন্টিকে দেখে তুলসীদাসবাবু খুশীতে মাথা নাড়ল। 'আইস সোণ্টি! তুমহার উপর ভারী কাজ আছে। বৈঠো বৈঠো।'

মেঝেয় পাতা ফরাসের একধারে সন্টি বসল।

মোহনলালের দিকে তাকিয়ে তুলসীদাস এবার বলে, 'তোমায় দিয়ে কিস্যু হইল না মোহনলাল। পটকা ফিকে লোক ঘায়েল কখুনু হয় নাকি! তুমহাকে পহেলা নম্বরী ছাড়তে বলা হয়েসিল কিনা?'

'আজ্ঞে, তাই ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু ফাটেনি ঠিকমতো।' মোহনলাল আমতা আমতা করে।

'তুমি থামো মোহনলাল।' ধমক দেয় ম্যানেজার। 'এমন বোমা ছুঁড়লে যে একটা লোকও জখম হল না। দুটো চারটে লাশ ফেলতে পারতে তো কারখানায় ধর্মঘট করার মজা বুঝত বীরেণ দাস আর তার লোকেরা। আর কাউকে না হোক বীরেণটাকে ঘায়েল করতে।' বিরক্তিতে ম্যানেজারের মুখের চামড়া কুঁচকে যায়।

'কাজোল মোৎলোবটা তো ভালো দিইয়ে ছিল। মওকাও আসিয়েছিল। লেকিন মোহনলাল বোমাটা গিরালোনা ঠিক। উদিকে রামযশ, লোকনাথ তুরাও

ঠিক ঠিক আগ লাগাইতে পারলি না। এখোন সোব ফাঁসিয়ে না যায়।' তুলসীদাস ভুঁড়ি নাচিয়ে বলে।

'আপনি, স্যার, ভাববেন না। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।' ম্যানেজার আশ্বস্ত করে।

'লক আউট করবেন না?' ফেডারেশনের মাতব্বরটি ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে।

'তুমি থামোতো, শুকদেব। ঘটনা যা ঘটল তাতে আগ বাড়িয়ে আমরা লকআউট করলে ট্রাইবুনালে ফেঁসে যাবো। গভর্ণমেণ্ট তো অত সহজে মানবে না আমাদের কথা।'

'কিন্তু কারখানায় আগুন লাগল, দুটো ইউনিয়নে মারামারি হল, বোমা ফাটল—তাতেও লকআউট করা যাবে না?' বিস্মিত হয় শুকদেব।

ম্যানেজার হাসে। 'লকআউট করলে ফয়দা কি হবে? আমাদের আসল কাজ বীরেণ আর তার দলবলকে খতম করা। তা কি হবে? কারখানা বন্ধ করে দিয়ে পরে সব লোকের মাইনে গুণতে হলে তো কারবারে এমনিই লালবাতি জ্বালতে হয়।'

তুলসীদাসবাবুর পাশে বসা আর একজন ঢ্যাঙ্গা মতো ভুঁড়িওয়ালা তুলসীদাসকে কি যেন বলে। তুলসীদাসের উত্তর শোনা যায়। 'আরে না না। সোবাই কি আর কাজোল চ্যাটোর্জী না কি। বীরেণকে ঘুষ খাওয়াইবার বহুৎ চেষ্টা হইয়েছে। কিন্তু লোকটা হিম্মৎদার। না খাইল রুপাইয়া, না খাইল বিলায়তী মাল। এমোন কি মালোতীর মতো সুন্দরীকে পর্যন্ত মাঙল না।'

মালতীর নাম শুনেই দারুণভাবে চমকে ওঠে সন্টি। মালতী তবে এখানেও খেলেছিল? কই এসব তো সে কিছু বলেনি। অবশ্য ওর দোষ কি। ওতো কংকরিয়াবাবুর রক্ষিতা ছিল। রক্ষিতাও বোধহয় পুরোপুরি না, বেতন ভোগী ভৃত্য। কংকরিয়ার এবং তুলসীদাসের স্বার্থরক্ষা করার হাতিয়ার মাত্র। পুরস্কারও পেয়েছে ভালোই। সারা দেহে বিষের জ্বালা বয়ে বেড়াচ্ছে এখন। মালতীর জন্য সহানুভূতিতে সন্টির মন ভরে যায়। ক্ষমাসুন্দর নূতন দৃষ্টিতে ও মালতীকে দেখে। ওর বাইরের রূপের ঝলক তাকে শোষক শ্রেণীর ক্রীড়নক করেছে শুধু।

এরপরও কথা চলতে থাকে। নানা কথা। নানান শলা পরামর্শ। সব কথা সন্টি শুনছিল না। মনের মধ্যে শুধু ঘুরে ঘুরে একটা বিষম সংশয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে বুঝল যে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। বিরাট ষড়যন্ত্র। তাদের কারখানায় সত্যিকারের শ্রমিক আন্দোলন যেটুকু গড়ে উঠেছে তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরচুর করে দেবার জন্য এই মন্ত্রণা সভা বসেছে। আর সব চেয়ে লজ্জার কথা সেও এই ষড়যন্ত্রের একটা সক্রিয় অংশ। এটা ভাবতেই সন্টির নিজের উপর ভারী ধিক্কার আসে। কেন সে এল এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে অংশ

নিতে ? মালতী তো তাকে আসতে বারণ করেছিল। ও সম্ভবত জানত এখানে কি হবে। ও চেনে এদের ভালো করে বহুদিন ধরে। সেও তো এ চক্রেরই একটা অংশ ছিল এতদিন। কিন্তু আশ্চর্য, সে সন্টিকে সব কথা খুলে বলেনি। নিজেকে গোপন করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু লাভ কি হল ? এতে সে ধরা পড়েছে বেশি করে। এখনও নিশ্চয়ই ওর মনে অবচেতন লোভ কাজ করছে। হয়ত বা। ভগবানকে ধন্যবাদ, বীরেণকে সে ভোলাতে পারেনি তার মায়া কুহকে। সাবাস বীরেণ দাস। সন্টি মুখার্জী হলে কবে নিজেকে বিক্রি করে দিত। নিপাত যাক সন্টি মুখুজ্যে।

মাথা ঘুরতে থাকে সন্টির। উঠে চলে যাবে নাকি ! না, এখনও নাটকের শেষ অংশ দেখা হয়নি। তাকে দেখতে হবে। সব জানতে হবে। তারপর। তারপর সে বীরেণের কাছে যাবে। তাকে সাবধান করে দেবে। মেহনতী মানুষের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনকে যথাসাধ্য জোরদার করবে। তাকে থামতে দেবে না।

'কাল থেকে তো ধর্মঘট করবে ফেডারেশন। তোমরা কি করবে কাজল ?' ম্যানেজার জানতে চায়।

'আমি ভাবছি আমরা আজকের মতো কালও ধর্মঘটের বিরোধিতা করব। আমাদের দাবী আমরা ছাড়ব না।'

'গুড'। ম্যানেজার বলে। 'তারপর ?'

'দরকার হলে আমরা জোর করে কাজ চালাবো। আমরা তো পনের দিন পরে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি।'

'ঠিক বাৎ।' তুলসীদাস তারিফ করে। 'উসকো বাদ ? ফেডারেশন তো ছোড়বেনা এ্যায়সা। উলোগ কালসে কাম বন্ধ করেগা জরুর।'

'দরকার হলে আজকের মতো দুই ইউনিয়নে মারামারি হবে।' কাজল চ্যাটার্জী হাসে।

'ঠিক। তুমি তৈরী তো ?' ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করে।

'আমরা তো সব সময় তৈরী। কিন্তু আজকেই বিশ হাজার দিতে হবে আমাকে।' কাজল জানায়।

'আরে তুমতো কালই তিশ হাজার লিয়া। আজ ফিন রুপাইয়া মাংতা কাঁহে ?' তুলসীদাস বিরক্ত হয়।

'এসব কাজে খরচ অনেক বেশি। ভাগীদার অনেক। তা ছাড়া ত্রিশ হাজারের বেশি কাজ করেছি। আবার নতুন করে কাজ করতে গেলে রুপিয়া লাগবে। টাকা না দিলে এসব হবে না তা আগেই বলছি।'

'ব্ল্যাকমেল কোরছ ?' তুলসীদাসের ভ্রূ কোঁচকানো।

'সে যাই বলুন। টাকা না পেলে কাজ হবে না।' কাজলও বিরক্ত। 'আপনাদের জন্য অনেক করেছি। রিটার্ন ঠিক মতো পাইনি। পুরো টাকা না

পেলে আর কিছু করব না।'

'আরে বাবা ঠিক আছে। রুপয়া পাবে। বিশ হাজারই পাবে। তুমার মতো বীরেনটা যদি লক্ষ্মী সোনা হয়ে রুপাইয়া খাইতো তবে তো ঝামেলা সোব মিটে যেতো।' তুলসীদাস এবার চোখ কুঁচকে হাসে।

'আমার মাথায় কিন্তু, স্যার, অন্য প্ল্যান আছে।' ম্যানেজার নিবেদন করে।

'কি প্ল্যান বোলো।' তুলসীদাসকে উৎসাহিত লাগে।

'কাজলকে আপনি টাকা দিন। ওর যা কাজ ও করবে। কিন্তু সব থেকে ভালো হয় বীরেনকে যদি আজ রাতেই খতম করে দেওয়া যায়!'

ম্যানেজারের কথায় ঘরে যেন হঠাৎ বজ্রপতন হয়। সবাই নিস্তব্ধ। স্তব্ধতা ভাঙে ম্যানেজার নিজেই।

'ঐ সঙ্গে রামসেবক আর যতীন সরকার। এই দুজনকেও আজই রাতে সাবাড় করতে হবে। ওরা না থাকলে দেখবেন কাল থেকে কারখানা ঠাণ্ডা।'

নিয়নের উজ্জ্বল-স্নিগ্ধ আলোতেও ম্যানেজারকে ভয়াল মনে হয়। নৃশংসতার আদিম রূপের বীভৎসতায় সন্টি আতঙ্কিত হয় সাংঘাতিক। তার মনে হয় এক্ষুণি ছুটে যায় বীরেনের কাছে। বীরেন তাদের আশার আলো। তাকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে এই ভয়ংকর খুনীদের ঘৃণ্যতম রক্ত-লালসা থেকে। বীরেনকে বলতে হবে এই জঘন্য ও ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের কথা। সাবধান করতে হবে। দরকার হলে সন্টি সারা রাত তাকে পাহারা দেবে, আগলে রাখবে এই মৃত্যুদূতদের কাছ থেকে।

'বহুৎ আচ্ছা।' খুশীতে মাথা নাড়ে তুলসীদাস। 'এহি জন্যই ম্যানেজার-বাবু, তুমহাকে হামি এতো পেয়ার করে। আদমি ভেজো, বীরেন আর ওর দোঠো চামচাকে আজই কোতল করা চাই।'

কিন্তু কে এ কাজ করবে! সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সকলের মুখেই একটা আশংকার ছাপ।

তুলসীদাস হাঁকে, 'মোহনলাল!'

মোহনলাল চোখ তুলে তাকায়। তারপর মাথা নীচু করে। মুখ ভরা তার কুটিল ক্রূর হাসি।

'সাবাস!' তুলসীদাস তারিফ করে।

'না, মোহনলাল না।' ম্যানেজার আপত্তি জানায়। সকলের দৃষ্টি ওর মুখে।

'চাকু চালাতে মোহনলাল ঠিক পারবে না। আগুন লাগানো, বোমবাজী এসবে ও ওস্তাদ! চাকুতে ওস্তাদ সনৎ। এ কাজের ভার এবার তাই থাকবে সনতের উপর। ও এখনো পর্যন্ত আমাদের কোনো কাজে লাগেনি। আমার কাছে রিপোর্ট আছে ওর হাত খুব ভালো। তাই প্রথমেই ওকে সব থেকে বড় দায়িত্ব দেওয়া হোক।' ম্যানেজার প্রস্তাব করে।

'ঠিক বাৎ বলিয়েছ।' তুলসীদাস সন্টির দিকে নজর ফেরায়। 'ক্যা সন্টি? তুমসে হোগা না?'

সন্টি যেন হঠাৎ পাষাণ হয়ে যায়। চোখের পাতা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সে যেন প্রস্তরীভূত একটি মানুষ। মনের মধ্যে হাজার ভূমিকম্পের আলোড়ন চলে। আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড লাভাপাতে ওর মনটা জ্বলে জ্বলে যায়। সে কথা বলতে পারে না অনেকক্ষণ। মন-বিবেক-যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার সব যেন এক সাথে তার শ্রবণ এবং বাকশক্তির মতো অচল অনড় হয়ে যায়। সে খুন করতে যাবে বীরেন দাসকে! শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী নেতাকে! মেহনতী মানুষের, খেটে খাওয়া লক্ষ লক্ষ শোষিত জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীককে! না। না। না। সে পারবে না। সে গুণ্ডা, সে খুনী, সে নরকের কীট, কিন্তু সে বেইমান নয়। ইমানদার মানুষের ইমান কেড়ে নিয়ে সে গুটিকতক সুবিধাবাদীর স্বার্থ সিদ্ধির শিকার হবে না। সে বিদ্রোহ করবে। গর্জন করে উঠবে এই পৈশাচিক প্রাণঘাতী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই মুহূর্তে, তার জীবনের সবচেয়ে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে, সে যদি সামান্যতম ভুলও করে তবে তার ফল শুধু নিজের বিপর্যয় ডেকে আনবে না, আগামী দিনের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের আন্দোলনকে অনেক অনেক পিছিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু কি সে করবে এখন! তার করার মতো কি আছে?

প্রস্তরখণ্ডে আস্তে আস্তে প্রাণ সঞ্চার হয়। শিলীভূত সন্টির মন নড়চড়া সুরু করে। ভাবতে থাকে বর্তমান কর্তব্য।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে তুলসীদাস আবার তাগিদ দেয়। 'ক্যা, সন্টি, কুছ বোলো। মালতী তো বহুৎ তুমহার তারিফ কোরেছিলো। তুমহাকে দিয়ে বোড়ো সোব কাজ হোবে বোলেছিল। এখোন তুমি বাৎ না করলে কেমন কোরে চোলবে?'

আবার মালতীর নাম। হোক। এ মালতীকে সন্টি আর চেনে না। এ মালতী মরে গেছে ব্যভিচারের শিকার হয়ে। সন্টির ঘরে যে মালতী আছে সে ঐশ্বর্য লালিতা হয়েও এখন সামান্য এক মজুরের ঘরণী। সে এখন গৃহলক্ষ্মী, গৃহবধূ। তাকে নিয়ে আশংকার আর কোনো কারণ নেই—অন্তত যতদিন না নতুন কুহকে তার বিরাট পরিবর্তন হয়।

'শোনো সনৎ', ম্যানেজারের গলা শোনা যায়, 'কাজ হাসিল করতে পারলে তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হবে। ভেবনা মুফতে তোমার কাছ থেকে আমরা কাজ চাইছি।'

'ঠিক বাৎ!' তুলসীদাস ঘাড় নাড়ে। 'কাজ হাসিল করলে তুমহার তলব ডবোল করা হোবে। এ ছাড়া ক্যাশ পাবে পাঁচ হাজার রূপাইয়া। কুছ আগাম ভি লিতে পার।'

সন্টি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় না। তার মন আর জড় নেই। অত্যন্ত দ্রুততার

সঙ্গে সে সব কিছু ভেবে দেখছে। গোটা পরিস্থিতির মোকাবিলায় তার ইতিকর্তব্য ভাবছে। কিন্তু কিছু ভেবে উঠতে পারছে না। অথচ তাকে একটা কিছু বলতে হয়। কি বলবে! এ কাজ সে পারবে না। মরে গেলেও না।

'আমি এ কাজ পারবো না। কিছুতেই না।' গোঙানীর মতো সন্টি কথাগুলো বলে।

ম্যানেজার সন্টির কথায় সচকিত হয়ে ওঠে! 'তোমাকে চাকরী দেবার সময় কি শর্ত হয়েছিল তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে?'

'আমার সঙ্গে আপনাদের কোন কথা হয়নি।' সন্টি ঋজু হয়ে ওঠে।

'তুমহার সঙ্গে সামনাসামনি বাৎ হোয়নি। লেকিন মাল্‌তী তুমহাকে জরুর সোব বলেছে।' তুলসীদাস নড়েচড়ে ওঠে।

'মালতীর সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি।' সন্টির কথায় একরোখা ভাব ফুটে ওঠে।

ম্যানেজার কপাল কুঁচকে সন্টিকে দেখে একটুক্ষণ। তুলসীদাসবাবুও। বিশ জোড়া চোখের সামনে সন্টি আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলে ইতিকর্তব্য। না, সে ভুল রাস্তায় যাচ্ছে। সে যদি এদের কথায় রাজী না হয় তার বিপদ ঘটবেই। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা অন্য কেউ আজ রাতেই বীরেন দাস, রামসেবক আর যতীন সরকারকে খতম করতে যাবে। বীরেনকে সন্টি রক্ষা করতে পারবে না। হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, বীরেন খতম না হওয়া পর্যন্ত সন্টিকে আটকা থাকতে হবে এই জঘন্য লোকগুলোর হাতে। তারপরেও যে সে ছাড়া পাবে তার নিশ্চয়তা নেই। তাকে এরা আর বিশ্বাস করবে না। কাজেই এ পথ না। কৌশল পাল্টাও। যে পথে বীরেনকে বাঁচানো যায় সে পথে ফেরো।

'আমি আজো কোনো মানুষকে পুরো খুন করিনি। জখম করেছি মাত্র।' সন্টি চোখের ভাবকে নরম করে। 'আজ খতমের এ কাজ পারব কি!'

'খুব পারবে। নিশ্চয় পারবে। তোমার হাত খুব পাকা এ আমার জানা আছে।' ম্যানেজার উল্লসিত হয়।

'কিন্তু আমার যদি বিপদ হয়? পুলিশে ধরে যদি?'

'ঘাবড়াও মৎ।' তুলসীদাস মাথা নাড়ে। 'পুলিশে ধরলে হামি কি করতে আছে? উ সোব সোচ মৎ। চাঁদী পাইলে সোবাই বাপ বলবে! লেকিন কাম তুমহাকে কোরতে হোবে। বোলো রাজী?'

'পাঁচ হাজার বড্ড কম হচ্ছে নাকি?' সন্টি দর কষাকষি করে।

'মালতীকে ফাউ পাবে পুরোপুরি।' ম্যানেজার চোখ টিপে হাসে।

মালতীর নামে সন্টির আপাদমস্তক আবার জ্বলে ওঠে। ইতর লোকগুলো জানে না যে মালতীকে ওরা চেনে সে মালতীকে ওরাই মেরে ফেলেছে। ওর

ইচ্ছে করে ঠাস করে একটা থাপ্পড় বসায় ম্যানেজারের শকুন গালে। দাঁতের পাটি ওর খুলে নেয়। কিন্তু না, নিজেকে আবার সংযত করে ও। রসিকতার সুর তোলে। 'টাকা ছাড়া মালতীকে মালিকও পুষতে পারবে কি?'

হা হা করে হেসে ওঠে তুলসীদাস। 'জব্বর বলিয়েছে সোন্টি। মাল্‌তী যে কেতো টাকা খাইতে পারে ই হামারও জানা নাই। লেকিন ঠিক আছে, কাম সাফাই হোলে পুরা দশ হাজার পাবে।'

'বীরেন দাসের মাথার দাম দশ হাজার যদি হয় তবে তো আমার বিশ হাজার পাওয়া উচিত।' সন্টি ফ্যা ফ্যা করে হাসে।

'কেন? বিশ-হাজার কেন?' ম্যানেজার অবাক হয়।

'যতীন সরকার আর রামসেবকের জন্য পাঁচ হাজার করে মাথা পিছু দেবেন না?' সন্টিও অবাক হবার ভাণ করে।

'বহুৎ আচ্ছা।' ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসে তুলসীদাস। 'বিশ হাজারই বটে! তুমি তো ব্যাপারীও ভালো। লেকিন তিনটা শির কি তুমহি একলা আজ রাতেই লিতে পারবে?'

'না পারলে রুপেয়া ওয়াপস্‌। সাথ সাথ মেরে শির।' নাটকীয় ভঙ্গীতে সন্টি বলে।

সাবাস। সাবাস। ঘরে গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে। সন্টিই মরদ। মরদের সেরা মরদ। এক রাতে তিনটে মাথা একলাই নেবে। না পারলে নিজের মাথা বাজী। একেই বলে জোয়ান। হিম্মৎদার আদমী। শের কা বাচ্চা। চারদিক থেকে তারিফ শোনা যায়।

ম্যানেজারের শেয়াল চোখ দুটো একটু কুঁচকে যায়। বাটার ফ্লাই গোঁফে সে আলগোছে হাত বোলায় একবার। 'ঠিক আছে। তুমি কাজে লাগো সন্টি।'

'হ্যাঁ, পক্কী বাৎ। তুম যাও সন্টি।' তুলসীদাস পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বলে।

'অগ্রিম দিন কিছু। বায়না না পেলে কাজে ফুর্তি পাওয়া যায় কখনও।' সন্টি নিজের রসিকতায় নিজেই হাসে।

'শাহী বাৎ। লে যাও দো হাজার।'

'দু' হাজার হবে না। দশ হাজার চাই কম করে।' সন্টি দাম চড়ায়।

'দশ নেহী। পাঁচ লে যাও। ঔর পীনা উনা কুছ্‌ দরকার তো ওভি কিয়ো।' তুলসীদাস চুক্তি শেষ করে।

'সুখন! এ সুখন! তুলসীদাস কাকে ডাকে।

ডাক শুনে কানে কলম গোঁজা মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি হাজির হয়। 'হজৌর।'

'সন্টি বাবুকো পাঁচহাজার দে দো। ঔর উনকা পীনেকা ইনতিজাম ভি কর না।' তুলসীদাস আদেশ দেয়।

তুলসীদাসকে সেলাম জানিয়ে সুখনের পিছন পিছন সন্টি বেরিয়ে যায়। ওর

অনেক কাজ এখন। অগ্রিম টাকাটা হাতাতে হবে। তারপর ছুটতে হবে বীরেন দাসের বাড়ী। তাকে এই মুহূর্তে সাবধান করা একান্ত দরকার। এক্ষুণি তাকে সরিয়ে দিতে হবে তার জানা আস্তানা থেকে। সাবধান করতে হবে রামসেবক আর যতীন সরকারকেও, তারপর? তারপর তার কাজ শেষ। সে এক মুক্ত স্বাধীন জীবন ফিরে পাবে। সে জীবনে কালিমা থাকবে না কোথাও। অন্ধকারটুকু পিছনে রেখে সে আলোর পথে যাত্রা সুরু করতে পারবে।

সন্টি ঘর ছেড়ে যাবার পরও তুলসীদাসের মন্ত্রণা সভা ভাঙল না। তুলসীদাসকে ম্যানেজার কি বলল। কথা হলো আরো অনেক। তারপর এক সময় মোহনলাল উঠে বেরিয়ে গেল। আলিপুর রোডের রহস্যময় বাড়ীটার বাগান আর গেট পেরিয়ে সন্টি রাস্তায় নামার খানিক পরেই মোহনলালও রাস্তায় নেমে এলো।

রামমোহন লাইব্রেরির কাছে এসে সন্টি ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল। তার হাতে সময় অত্যন্ত কম। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। এখনই বীরেনকে সতর্ক করতে হবে। সাঙ্ঘাতিক খুনীর দলকে বিশ্বাস নেই একটুও। দেরী হলে হয়ত সন্টির ভরসায় ব'সে না থেকে অন্য কাউকে ওরা এ কাজে লাগিয়ে দেবে।

মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট ধরে খানিকটা এগিয়ে বাঁ হাতে একটা গলির মোড়ে সন্টি দাঁড়াল। গলির নাম লেখা বোর্ড আছে। গলিটা ধরে আরো খানিকটা এগোয় সে।

সামনেই একটা পার্ক। এত রাত্রে সেখানে লোকজন কেউ নেই। ডাইনে ঘুরে পার্কটার পাশ দিয়ে আর একটা গলিতে পড়ল সন্টি। বীরেন দাসের বাড়ী সে জানে না। এ পাড়াটাও তার অজানা। তবু অসুবিধা কিছু নেই। তুলসীদাসের বাড়ী থেকেই বীরেন দাস, রামসেবক আর যতীন সরকারের ঠিকানা সে নিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী খুঁজে পাবার জন্য রাস্তারও একটা করে নক্‌শা ওরা তাকে দিয়ে দিয়েছে। সামনের লাইট পোস্টটার নীচে দাঁড়িয়ে সন্টি একবার নক্‌শা মিলিয়ে বীরেনের বাড়ীটা দেখে নিল। হ্যাঁ, এই বাড়ী। এই বাড়ীরই উপরে থাকে বীরেন, ফেডারেশনের সেক্রেটারী বীরেন দাস, শোষিত মেহনতী মানুষের আশার প্রতীক!

সিঁড়ি খুঁজে দোতলায় উঠে এলো সন্টি। কড়া নাড়তেই বন্ধ দরজা খুলে গেল। সামনেই একটা ঘর। দরজায় পর্দা নেই। কে একজন খেতে বসেছে। একটি বৌ তাকে খেতে দিচ্ছে। বড় মধুর পারিবারিক ছবি। সেদিকে একবার তাকিয়ে সন্টি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এখানে কি বীরেনবাবু থাকেন?'

'হ্যাঁ। আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

'আমরা একই জায়গায় কাজ করি। উনি কি আছেন?'

'এখনও তো বাড়ীতে আসেনি। কিছু বলতে হবে কি?'

'আপনি বীরেনবাবুর কে জানতে পারি?'

'আমি ওর দাদা।'

'এদিক ওদিক সন্টি একবার আলগোছে দেখে নেয়। একটু ইতস্তত করে।

'বীরেনবাবু আসলেই তাকে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে বলবেন। হ্যাঁ, এক্ষুণি যেন চলে যান। ওর ভয়ানক বিপদ ঘটতে পারে।'

বীরেনের দাদার মুখ পাংশু হয়ে যায়।

'আপনি কে? একথা জানলেন কি করে?'

'আমার পরিচয়ের দরকার নেই। যা বললাম সবই সত্যি। আজই ওঁর বিপদ ঘটতে পারে। আর হ্যাঁ, ওঁকে ছাড়া কথাটা আর কাউকে বলবেন না।'

'দাঁড়ান একটু।' বীরেনের দাদা ডাকে।

সন্টি দাঁড়ায় না। দ্রুতগতিতে পা চালিয়ে নেমে আসে। এখন কোথায় যাবে সে! যতীন সরকারের বাড়ী! সেটাই সবচেয়ে কাছে। কিন্তু বীরেন যদি বাড়ী ফেরার পথে আক্রান্ত হয়! না। তা হয়ত হবে না। কারণ তার চান্স আগে। সে নিজে কিছু না করলে বীরেন আপাতত খানিকক্ষণ নিরাপদ। কিন্তু নরখাদকের দল তার উপর পূর্ণ আস্থা রাখবেনা নিশ্চয়ই। ওরা বোধ-হয় আরো ঘাতক পাঠিয়েছে। তবে কি বীরেনের জন্য অপেক্ষা করবে কিছুক্ষণ! ওদিকে রাত বেড়ে গেলে যতীন আর রামসেবককে পাওয়া মুশকিল। তবু একটু দেখা যাক।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে এসে দাঁড়ায় সন্টি। মোড়ের দোকান থেকে পান খায় একটা। একটা সিগারেট ধরায়। বাঁ হাত দিয়ে প্যান্টের পকেটটা টিপে একবার করকরে পাঁচ হাজার টাকার উষ্ণ অনুভূতি পরখ করে নেয়। তারপর কোমরে গোঁজা স্প্রিং দেওয়া অস্ত্রটার উপর সাবধানে হাত রাখে। না, এর প্রয়োজন হবে না। আজ বীরেনকে বাঁচাতে পারলে কাল এটাকে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসবে। আর এসব সে ছোঁবে না।

একটা ট্রাম এসে দাঁড়ায়। সন্টি সেদিকে তাকিয়ে থাকে। ক'জন লোক নামল। ওর মধ্যে বীরেন আছে নাকি! হ্যাঁ, ঐ তো বীরেন দাস রাস্তা পার হয়ে এদিকেই আসছে। সন্টি এগিয়ে যায়।

দাঁড়ান।' পিছন থেকে সন্টি আলগোছে বীরেনের কাঁধে হাত রাখে।

'কে?' চমকে উঠে বীরেন ঘুরে দাঁড়ায়।

'আপনি? ও আপনি তো সেই মালিকের লোক। আমার কাছে কি চান এত রাত্রে এখানে?' বীরেনের শাণিত দৃষ্টিতে ঘৃণা জ্বলে ওঠে।

'দরকার আছে আপনার সঙ্গে। খুব জরুরী। একটু এ পাশে আসুন।'

'এখানেই বলুন কি ব্যাপার।' সন্দিগ্ধ চোখ বীরেনের। সন্টিকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

সন্টি বীরেনের মনের কথা বোঝে। সে আরো একটু এগিয়ে এসে বীরেনের ঘনিষ্ঠ হয়।

'একটা কথা বলব? আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন?'

'কি কথা?' বীরেন নিঃসংশয় হতে পারছে না।

পকেট থেকে পাঁচ হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিলটা বার করে বীরেনকে দেখায় সন্টি। 'ওটা দেখেছেন?'

'কি ওটা?'

'টাকা। পাঁচ হাজার টাকা আছে এতে।'

রাস্তার আলোতেও সন্টি দেখতে পায় বীরেনের চোখমুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। উত্তপ্ত কণ্ঠে সে বলে, 'আমায় টাকা দেখাচ্ছেন কেন?'

'যদি আপনাকে টাকায় কেনা যায়!'

'যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আসুন এখন।' বীরেন রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

সন্টি অত্যন্ত গর্ব বোধ করে। এই বীরেন দাস! নিখাদ সোনা। একটু হেসে সে বলে, 'আপনাকে টাকায় কেনা যাবে না মালিক তা জানে।'

'তবে টাকা নিয়ে এসেছেন কেন?'

'আপনার প্রাণের জন্য টাকাটা আমি অগ্রিম পেয়েছি।' অবলীলায় সন্টি বলে।

'তার মানে?' বীরেনকে এবার বিচলিত লাগে।

'মানে অত্যন্ত সহজ। যাকে টাকায় কেনা যায় না, মদে ভোলানো যায় না, সুন্দরী মেয়ে দিয়ে ফাঁসানো যায় না অথচ যে থাকলে গরীব খেটে খাওয়া মানুষগুলো দাবী আদায়ের জোর পায়, তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মালিক ভাড়াটে গুন্ডার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে? এ কাজের জন্য ইনাম দশ হাজার টাকা। এই পাঁচ হাজার তার অগ্রিম।'

'আপনি আমাকে খুন করতে এসেছেন?' বীরেনকে হঠাৎ দৃঢ় মনে হয়। ইস্পাত কঠিন ওর চোখের দৃষ্টি।

'না, বন্ধু, না। খুন করতে আসলে কেউ রাজপথের উপর দাঁড়িয়ে এমনি করে সব কবুল করে না। মালিকের পোষা গুণ্ডা আমাকে আপনারা ভাবতে পারেন। কিন্তু আদতে আমিও তো কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষদের একজন। লক্ষ লক্ষ সর্বহারা শোষিত মানুষের সঙ্গী আমি। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যে রূপ দিতে চাইছে তার প্রাণ হরণ করে বাইরের তাজা বাতাস আসার সব রাস্তা বন্ধ করতে আমি পারি না। আমি আপনার অনুরাগী। তাই আপনাকে খুন করার দায়িত্ব পেয়ে আপনাকে সাবধান করতে এসেছি। আপনি এক্ষুণি কোথাও গা ঢাকা দিন।'

সন্টির মনে হল বীরেন যেন এখনও পূর্ণ বিশ্বাস ওর উপর রাখতে পারছে

না। সে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলে, 'আমাকে পুরো বিশ্বাস করতে পারেন।'

'খুব আনন্দ হল আপনার কথা শুনে, বন্ধু। কিন্তু আপনি যখন খুন করছেন না তখন আমার আত্মগোপনের কি প্রয়োজন আছে আর?'

সন্টি হাসে। ম্লান হাসি। 'দুনিয়ায় আমি ছাড়াও অনেক অনেক লোক আছে যাদের হাতের রক্তের দাগ কখনও শুকায় না। আমি না পারলে তারা কেউ নিশ্চয় আসবে আপনার প্রাণ নিতে। কিন্তু আর কথা না, আপনার দাদাকে আমি সব বলে এসেছি। আপনি এখুনি কোথাও যান। আমার আরো কাজ আছে।

'আর কি কাজ?'

'যতীন সরকার আর রামসেবকের জানের ইজারাও আমি নিয়েছি। তাই তাদেরও সাবধান করতে হবে। এক্ষুণি।'

'কিন্তু আমি পালালে কাল ধর্মঘটের কি হবে!' বীরেন ইতস্তত করে।

'ধর্মঘট হবেই। কিন্তু আপনি ওদের হাতে খুন হলে কাল কেন কোনদিনই আর ধর্মঘট হবে না।'

বীরেনকে তবুও দ্বিধাগ্রস্ত লাগে। একটুখানি ভাবে সে। 'আপনার কথাই ঠিক। আমি যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে যতীনের সঙ্গে আমি পরামর্শ করব।'

'বেশ তো চলুন, এক সঙ্গেই যাই। আমাকে নিশ্চয় আপনার আর অবিশ্বাস নেই।'

সন্টির কথায় বীরেন ওর হাত চেপে ধরে। 'আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আমি আপনার মিথ্যা পরিচয় এতদিন জানতাম। এজন্য অবশ্য আমাদের দলের লোকই দায়ী। ওরাই একদিন আমাকে আপনার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর খবর দিয়েছিল।'

একটা ট্যাক্সিতে ওরা দুজনে ওঠে। গাড়ী আসে বেলগাছিয়ার এক গলিতে। এঁদো গলির এক স্যাঁৎসেঁতে বাড়ীতে ওরা হাজির হল। বাড়ীর ভিতরে সন্টি ঢুকতে একটু সংকোচ করেছিল। কিন্তু বীরেনই ওকে ডাকল।

যতীনকে বীরেন সব ঘটনা জানালো। সন্টি খুলে বলল খানিক আগে তুলসীদাসবাবুর বাড়ীতে আলোচনা সভার কথা। আর মিনতি জানালো দুজনকে আত্মগোপন করার জন্য।

'কিন্তু আমরা পালালে ওরা তো সব বুঝে যাবে। তখন আপনার উপর তো হামলা হবে।' বীরেন চিন্তিত মুখে বলল।

'হামলা হবেই। আমিও তার জন্য প্রস্তুত।' কোমরে গোঁজা স্প্রিং লাগান ছুরিটা বার করে সন্টি দেখাল। 'তবে আমাকেও পাবে না। আমি সকাল হবার আগেই কলকাতা ছাড়ছি। এ শহরে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। দেখি বাইরে গিয়ে কোথাও নতুন করে বাঁচতে পারি কিনা।'

ওরা তিনজন আরো আলোচনা করল। আগামীকালের সংগ্রামের কথা, তার

প্রস্তুতি, কৌশল সব ঠিক হল। সন্টির কাজ হবে এখন রামসেবককে সতর্ক করা। সে তাই করবে। বীরেন ওর হাতে একটা চিঠিতে আনুপূর্বিক সব ঘটনা ও পরবর্তী রণকৌশল লিখে জানালো।

ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি এসে একটা ট্যাক্সিকে ওরা বহুকষ্টে ধরতে পারল। তাতেই বীরেন আর যতীন রওনা হল। ওরা রাত্রের জন্য নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেবে।

বীরেন চলে গেলে সন্টির মনটা অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠল। সে সফল হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সে নিরাপদ করতে পেরেছে। তার জীবন সার্থক। এতদিনকার জমে ওঠা সব গ্লানি হঠাৎই তার ধুয়ে গেল। সব কালিমা চকিতে যেন কার করস্পর্শে বিদূরিত হল। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিও এল। পূর্ব জীবনের সকল বন্ধন আর কলঙ্ক থেকে মুক্তি। এক অনাস্বাদিত পূর্ব অনুভূতিতে সন্টির হঠাৎ নেচে উঠতে ইচ্ছে করল। না। এখনও কাজ শেষ হয়নি। এখনও রামসেবককে সতর্ক করা হয়নি। তাকে নিরাপদ না করা পর্যন্ত তার মুক্তি নেই, বিশ্রাম নেই!

একটা ট্যাক্সি পেলে ভালো হত। এত রাতে চট করে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না। কিন্তু রামসেবকের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছন দরকার। তাকে সতর্ক তো করতেই হবে। তা ছাড়াও আছে তার কাছে বীরেনের চিঠি পৌঁছে দেওয়া। বীরেন তাকে ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে! নির্দেশ সময় মত না পৌঁছালে ওদের মুক্তি যুদ্ধ প্রচন্ড ঘা খেতে পারে। ট্যাক্সির জন্য এখানে অপেক্ষা করা আর ঠিক হবে না তাই।

বি. টি. রোডে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। বরানগরে থাকে রামসেবক। সেদিকেই সন্টি রওনা দেয়। সর্টকাটে তাড়াতাড়ি বি. টি. রোডে পৌঁছানর জন্য সে টালা পার্কের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায়।

পার্ক আলো আঁধারী। নির্জন। ধারে কাছে কেউ নেই! রাত কত হবে! বারোটা নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ বেজে গেছে। একটাও হতে পারে। সন্টি তাড়াতাড়ি পা চালায়! আজ ওর পায়ে নুপুর বাঁধা। নৃত্যছন্দে চলার গমকে নিক্কণ বেজে উঠছে। আঃ। এমন অভাবিত আনন্দ কোনদিনও সে পায়নি ওর এতদিনের জীবনে।

আরো খানিক এগোয় সন্টি। পার্ক প্রায় শেষ হয়ে এলো। ঐ তো বাইরে যাবার গেট। হ্যাঁ, সে বাইরে চলে এসেছে প্রায়! আর মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই বি টি. রোডে পৌঁছে যাবে।

আচম্বিতে সন্টির মাথা ঘুরে গেল। গোটা দুনিয়াটা দুলতে লাগল ওর চোখের সামনে। কে যেন পেছন থেকে ওর ঘাড়ের উপর ছুরি বসিয়েছে। কে? কে? কোমর থেকে ন্যাপলাটা টেনে বার করে সন্টি। আবার আততায়ী তাকে আঘাত হেনেছে। এবার ডান দিকের পাঁজরে। পাঁজর থেকে ফিনকি দিয়ে

তাজা রক্ত পড়ছে। পাঁজরটা চেপে ধরে সন্টি। আবার আঘাত। এবার পেটের নিচে। ঐ পালাচ্ছে। কে! কে! মোহনলাল না? হবে। মা, মাগো! সন্টি রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়ে।

চেতনার পাড় থেকে অচৈতন্যের অসীম কালো সমুদ্রে সন্টি যেন হারিয়ে যাচ্ছে। মা, মা কোথায়! তোমার সন্টিকে বুকে নাও মা। তোমার সন্টি মরে যাচ্ছে। মালতী। মালতী কোথায়! এসো একবার। দেখো তোমার সন্টি মুক্তি পেয়ে গেছে। তোমায় নিয়ে ঘর করা আর হলো না! বস্তীর দুর্গন্ধে তোমার জীবনটা পচে পচে ক্ষয়ে গেল না। তুমি এবার মনের মতো কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধো। সুখী হও! রোগমুক্ত হও! তোমাদের ফাঁকি দিয়ে চিরকাঙাল সন্টি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। আর তো তাকে পাবে না। তোমার কষ্ট হবে খুব জানি। মা ছাড়া একমাত্র তুমিই তাকে ভালোবেসেছিলে। তুমিই তাকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলে। তোমার ঋণ শেষ করা যায় না। যাবে না।

ও আবার কে! বিশে নাকি! এই বিশে, দাঁড়া। এই দেখ তোর সন্টিদা তোর কাছেই যাচ্ছে। চলিরে বিলে, চলি গুলে। আসি ভাই প্যান্টা। তোদের গুরুর দোষ ক্ষমা করিস ভাই। তোদের ছেড়ে সন্টিদা একটা দিনের জন্যও সুখী হয়নি। তবে ভাবিস না। তোদের দিন পাল্টাবে। ঐ দেখ বীরেন দাস, যতীন সরকার, রামসেবকেরা লড়াই করছে বীরের মতো। ঐ দেখ হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার রক্তে কলকাতা শহরের বাঁধানো রাস্তা রাঙা হয়ে যাচ্ছে। সূর্য আবার উঠবে রে! সূর্য উঠবে। নতুন দিনের রাঙা সূর্য। অপমানে-অসম্মানে মাথা নীচু করে থাকতে হবে না। এই কলকাতা কলকাতাতেই থাকবে তখনও। কিন্তু তোদের সন্টিদা আর সে শুভদিন দেখে যেতে পারল না। চলি……আর কথা বলতে পারছি না। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু জল দিবি কেউ! কেউ দিবি না! ওমা, মা, জল দাও মা। জ-অ-অল। মালতী! বিদায়। বিদায়! তোমার সন্টি চলল! বিদায় বীরেন দাস! বিদায় গুলে বিলে, প্যাণ্টা! বিদায় কলকেতা। তোমায় সেলাম। হাজার হাজার সে লা আ আ ম।

সন্টির মাথাটা রাস্তার শুকনো ধুলোর উপর গড়িয়ে পড়ে।